৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ১৯ জ্যৈষ্ঠ – ২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২৯ ঃ ৩ জুন – ৯ জুন, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 33, 3 June - 9 June, 2023

৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

যাওয়া আসার পথে পথে গুড়দহ

৬ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : ঝাড়গ্রামে তৃণমূলের নবজোয়ার কর্মসূচিতে কুড়মিদের

বিক্ষোভে আক্রান্ত হলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও আদিবাসী কন্যা বিরবাহা হাঁসদা। জখম হয়েছেন তাঁর চালক। শাসকের শাসানি কুড়মিদের দিকে।

রবিবার : সুপ্রীম কোর্টের রায়ের ফলে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত

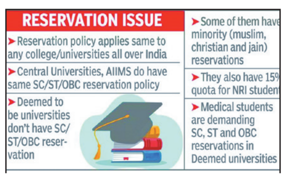

অনুযায়ী চলতি সংরক্ষণের পাশাপাশি কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়াদের জন্য ১০ শতাংশ সংরক্ষণের নির্দেশ দিল রাজ্য।

সোমবার : যজ্ঞ, মন্ত্রচ্চারণ, সর্বধর্ম প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নতুন

সংসদ ভবনে পা রাখলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। উপস্থিত রইলেন সাধুসন্ত, ধর্মগুরু ও সাংসদরা। প্রতিষ্ঠা হল রাজধর্মের প্রতীক সেঙ্গল।

মঙ্গলবার : কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের

গ্রেপ্তারের দাবিতে আয়োজিত ধর্ণা স্থগিত করলেও লড়াই থেকে সরবেন না বলে জানিয়ে দিলেন সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়ারা।

বুধবার : শিক্ষা নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় চলছে রাজ্যে। এবার

আদালতের নির্দেশে পুর নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে নামল সিবিআই, সঙ্গে ইডি। এফআইআর দায়েরের পর ৩১টি পুরসভার কাছ থেকে ৯ বছরের নিয়োগ তথ্য চাইল তারা।

বৃহস্পতিবার : অনেক টালবাহানার পর শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয়

সরকারের নয়া শিক্ষানীতির পথে হেঁটে স্নাতকস্তরে চার বছরের অনার্স কোর্স চালু করছে রাজ্য সরকার। তবে এখনই চালু হচ্ছে না ফেসিলিটি অফ মাল্টিপল এন্ট্রি এন্ড এক্সিট।

শুক্রবার : রাজ্যের ১১ টি বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা না

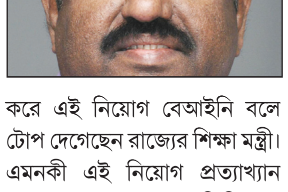

করে এই নিয়োগ বেআইনি বলে টোপ দেগেছেন রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রী। এমনকী এই নিয়োগ প্রত্যাখ্যান করার আবেদন করেছেন তিনি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

উদ্বোধনের দুমাস পরেও
শুরু হল না বজবজ ট্রাঙ্ক রোডের কাজ

কুনাল মালিক

মাস দুয়েক আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলার বাটার মোড়ে সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী ভার্চুয়ালি বজবজ ট্রাঙ্ক রোড সংস্কারের উদ্বোধন করেছিলেন। বাটার মোড় থেকে জিনজিরা বাজার পর্যন্ত ৭ কিমি বেহাল রাস্তা সংস্কারের জন্য ৫১ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। সাংসদ কথা দিয়েছিলেন খুব শীঘ্রই রাতা সংস্কার হবে। কিন্তু এখনো কাজ শুরু না হওয়ায় এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ। সিপিএমের পক্ষ থেকে এব্যাপারে মিছিলও করা হয়েছে। বর্তমানে যা হাল রাস্তার প্রতিদিনই কোনো না কোনো দুর্ঘটনা ঘটছে। তার ওপর রাস্তার একদিক থেকে জলের পাইপ বসানোর জন্য গর্ত খোড়া হচ্ছে। একটি লেনে যানবাহন চলার জন্য প্রতিদিনই যানজটে নাকাল হচ্ছেন নিত্য যাত্রীরা। সামনেই বর্ষা, বড় বড় গর্তে জল জমে পরিস্থিতি আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। তাই এলাকার মানুষজন চাইছেন দ্রুত রাস্তার সংস্কার করুক পূর্ত দপ্তর। এ ব্যাপারে মহেশতলার বিধায়ক দুলাল দাস বলেন, আগে ওই রাস্তায় ড্রেনেজের কাজ হবে। তারপর রাস্তা সংস্কার হবে। তাহলে তো বর্ষার সময় মানুষের আরও ভোগান্তি হবে। সে প্রসঙ্গে বিধায়ক বলেন, কিছু করার নেই।

ফেরিঘাটের সংস্কার দরকার
নেই প্রশাসনিক নজরদারী

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার সুন্দরবনের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্লক গোসাবা। নদী পরিবেষ্টিত কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গড়ে উঠেছে এই ব্লক। এক দ্বীপ থেকে অন্য দ্বীপে যাওয়ার পরিবহন মাধ্যম নদী পথ। বিভিন্ন ফেরিঘাট থেকে ভুটভুটি নৌকায় এলাকার মানুষজন যাতায়াত করেন। সম্প্রতি ওই গোসাবা ব্লকের বিভিন্ন ফেরিঘাটে গিয়ে যে চিত্র দেখলাম তাই তুলে ধরছি। গোসাবা ব্লকের ফেরিঘাটগুলো গোসাবা, জটিরামপুর, কুমীরমারি, ছোটো মোল্লাখালী, হেতালবাড়ী, দয়াপুর ইত্যাদি। নদী বাঁধে ধ্বসের কারণে জটিরামপুর ফেরিঘাটের জেটিটি ক্রমশ বসে যাচ্ছে। যে কোনো সময় এখানে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। কুমীরমারি জেটিঘাটটিরও অবস্থা ভালো নয়, এখানেও সংস্কার দরকার। এরপর পাঁচের পাতায়

আসছেন তিন শীর্ষ নেতৃত্ব
কর্মসূচি নিয়ে অন্ধকারে মতুয়ারা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সমগ্র রাজ্যবাসী পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য মুখিয়ে রয়েছে। এর আগে শাসক–বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলোই জল মেপে নিচ্ছে। রাজ্যের শাসক দল একশো দিনের কাজ, আবাস যোজনা, আমফান ইত্যাদি দুর্নীতিগুলোকে সামাল দেবার চেষ্টা চলার মধ্যেই নিয়োগ কাণ্ড নিয়ে ঘটে চলা দুর্নীতিতে যেভাবে একের পর হেভিওয়েটরা আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে পড়ছেন তাতে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রক্কালে পরিস্থিতি ক্রমশঃ যেন অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। রাজ্যে শাসকদলের এহেন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রে বিজেপি নরেন্দ্র মোদীর প্রধানমন্ত্রীত্বের ৯ বছর পূর্তিকে উৎসবের রূপ দিতে চলেছে। এই উপলক্ষে ২১ থেকে ৩০ জুন এই ৯ দিন ব্যাপী বিভিন্ন সামাজিক উদ্যোগের পাশাপাশি জনসংযোগ কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে বিজেপির তরফে।

এদিকে দুয়ারে যখন পঞ্চায়েত নির্বাচন কড়া নাড়ছে তখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নব জোয়ার কর্মসূচি রাজ্যে সাড়া ফেলতে শুরু করেছে। আর এরই পাল্টা হিসেবে বিজেপির এই ৯ বছর পূর্তি কর্মসূচি বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে মনে করছে রাজ্য বিজেপি। এই কর্মসূচিকে সফল করতে পঞ্চায়েতের আগেই বাংলায় বিজেপির প্রধান মুখ হিসেবে নরেন্দ্র মোদীকেই ভরসা করছে বঙ্গ বিজেপি। চলতি মাসেই

রাজ্যকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করে বিজেপির তিন কেন্দ্রীয় শীর্ষ নেতৃত্ব বাংলায় সভা করবেন বলে সূত্র মারফৎ জানা যাচ্ছে। রাজ্যকে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ ও রাঢ়বঙ্গ এই তিনভাগে বিভক্ত এবং কেন্দ্রীয় তিন শীর্ষ নেতৃত্ব নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ এবং জেপি নাড্ডাকে দিয়ে সভা করানো হবে বলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার জানিয়েছেন। তবে শুধু নয় দিনই না, পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ৯০ দিনের কর্মসূচি নেওয়ারও পরিকল্পনা রয়েছে বলে রাজ্য বিজেপির তরফে জানানো হয়।

তবে বিজেপির এই কর্মসূচিতে উত্তর চব্বিশ পরগণার ঠাকুর নগরের মতুয়াগড়ে কোনও সভা আছে কিনা তা এখনও জানা যায়নি। এমনটাই জানালেন সর্বভারতীয় মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক তথা শিক্ষক মহীতোষ বৈদ্য। এছাড়া পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে নাগরিকত্বের বিষয়টাও স্পষ্ট হবে কিনা তা নিয়েও কিছু বলতে পারেননি তিনি। তবে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ'র উপর এখনও তাদের ভরসা আছে। আশা করা যায়, মতুয়াদের বিমুখ করবেন না তাঁরা। এমনটাই মনে করেন মহীতোষবাবু। কারণ মতুয়াদের মধ্যে নিঃশর্ত নাগরিকত্ব একটা বড় ফ্যাক্টর। এটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা বোঝেন বলে মনে করেন তিনি।

এলেন ইডির ডিরেক্টর
কালীঘাটের কাকুর পর কি এবার ধরা পড়বে 'ধেড়ে ইঁদুর'?

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত মঙ্গলবার নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি গ্রেপ্তার করেছে কালীঘাটের কাকু ওরফে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে। তারপরই রাজ্যের বিরোধী শিবির কার্যত উল্লসিত। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন তদন্ত এখন হৃদয়ের কাছাকাছি, এরপর কান, তারপর কান টানলেই মাথা আসবে। তিনি কারো নাম না বললেও মানুষের বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে না তিনি আসলে কি ইঙ্গিত করতে চাইছেন। এর আগে কালীঘাটের কাকু সদর্পে সংবাদ মাধ্যমে বলেছেন, তার সাহেব অভিষেক ব্যানার্জী। সাহেবকে পৃথিবীর কেউ ছুঁতে পারবে না। কারণ তিনি কারো ফোন ধরেন না, কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে পারে না। আমার পর্যন্ত এসে সব থেমে যাবে। অনেকেই বলছেন সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর এই উক্তিই ইডির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এখন জানা যাচ্ছে এই কালীঘটের কাকুর প্রচুর সম্পত্তি আছে। তাঁর

আদালতে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র — ছবি : অরুণ লোধ

সঙ্গে নাকি পার্থ চ্যাটার্জী, মানিক ভট্টাচার্য, কুন্তল ঘোষদের সঙ্গে রীতিমতো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। লক্ষ লক্ষ টাকা লেনদেনের প্রমাণ ইডির আধিকারিকরা খুঁজে পেয়েছেন গ্রেপ্তার হওয়া ঐ সব অভিযুক্তদের ফোনে। আরো জানা যাচ্ছে বিষ্ণুপুর থানা এলাকার জেলা পরিষদের সদস্য জ্ঞানানন্দ সামন্তর ঘনিষ্ঠ এক সিভিক ভলেন্টিয়ার রাহুল বেরা নাকি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রর নির্দেশে নিয়োগ সংক্রান্ত বিভিন্ন চার্ট ডিলিট করতেন। জ্ঞানানন্দ সামন্ত এবং রাহুল বেরার বাড়িতেও কিছুদিন আগে ইডি হানা দিয়েছিল। তাদের ল্যাপটপ ও ফোন এখন ইডির হেফাজতে। ইডি খুব শীঘ্রই 'সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র ও রাহুল বেরা'কে মুখোমুখি বসিয়ে জেরা করবে বলে সূত্রের খবর।

ইডি জানতে পেরেছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস কোম্পানির ডিরেক্টর ছিলেন এই কালীঘাটের কাকু। যে কোম্পানির একদা ডিরেক্টর ছিলেন অভিষেক ব্যানার্জী। ওই কোম্পানিতে নাকি কোটি কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে। কিন্তু কিসের ব্যবসা হতো ওই কোম্পানিতে? এরপর পাঁচের পাতায়

সাঁইবাড়ীর প্রতিচ্ছবি?

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুক্রবার দুপুরে উত্তরবঙ্গের দিনহাটায় শিমূলতলায় মা যখন ছেলে বিজেপির মণ্ডল সম্পাদক প্রশান্ত রায় বসুনিয়ার জন্য ভাত বাড়ছিলেন, তখন দুজন দুষ্কৃতি ঘরে ঢুকে এলোপাথাড়ি গুলি করে প্রশান্তকে উদ্দেশ্য করে। গুলির শব্দে লোকজন ছুটে আসে। দুষ্কৃতিরা চম্পট দেয়। রক্তাক্ত প্রশান্তকে দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। শুক্রবারের এই ঘটনা মনে করিয়ে দিচ্ছে বাম আমলের সাঁইবাড়ি হত্যাকাণ্ডের কথা। যেখানে ছেলেকে খুন করে দুষ্কৃতিরা ছেলের

রক্তে ভাত মাখিয়ে মাকে খাইয়ে ছিল। অভিযোগ তৃণমূলের দিকে যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল নেত্রী। ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছেন বিজেপির নেতারা। আরও এক ঝড় উঠতে চলেছে বাংলার রাজনৈতিক আবহাওয়ায়। দিনহাটায় ওই ঘটনার পর পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। এরপর পাঁচের পাতায়

অবৈধ জল ও খাদ্য কারখানায় ডিইবি–র হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণার অশোকনগরে সরকারি অনুমোদন ছাড়াই তৈরি হচ্ছিল পানীয় জল ও নানান খাদ্য সামগ্রী। এই অভিযোগে দুটি কারখানায় হানা দিয়ে দুজন মালিককে আটক করল ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ (ডিইবি)। সূত্রের খবর বেআইনিভাবে দীর্ঘদিন ধরে অশোকনগরের দুটি কারখানার ঠাণ্ডা পানীয়, সস ও গোলাপ জলের ব্যবসা করায় ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করল অশোকনগর থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে অশোকনগর থানার রাজবেড়িয়া এলাকায় একটি পানীয় জলের কারখানা চালাতেন গোপাল পাল নামে এক ব্যবসায়ী। অভিযোগ, ওই জলের কারখানায় দীর্ঘদিন ধরে ঠাণ্ডা পানীয় জলের ব্যবসা চলছিল। এরপর পাঁচের পাতায়

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও নেই কোন কমিউনিটি হল

সুভাষ চন্দ্র দাশ

ক্যানিং

একদা মাতাল মাতলা নদীকে ঘিরে ক্যানিং একদিন পুরসভার স্বীকৃতি পেয়ে উন্নয়নের বন্যা বয়ে গিয়েছিল। যার উথাল–পাতাল ঢেউয়ের গর্জন দুই কিলোমিটার দূর থেকে শোনা যেত। আষাঢ় শ্রাবণ মাসে দক্ষিণ বা দক্ষিণ–পূর্ব দিক থেকে কামানের শব্দের মত শব্দ শোনা যেত। 'গৌরী' আওয়াজ নামে সে শব্দ পরিচিত ছিল। আজ অশান্ত মাতলা মরণাপন্ন। সেই মাতলার চরে ক্যানিংয়ের সংস্কৃতি প্রেমিকদের বহু আকাঙ্ক্ষিত কমিউনিটি হল বা রবীন্দ্রভবনের জন্য নির্মান দীর্ঘদিন অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও রবীন্দ্রনাথের পদধূলিতে ধন্য ক্যানিংয়ে সরকারিভাবে কোন সাংস্কৃতিক হল গড়ে উঠলো না। বিগত বাম শাসনে লোকসভার সদস্য প্রয়াত সনৎ কুমার মন্ডল তাঁর সাংসদ তহবিলের টাকায় মাতলা নদীর চরে মাটি ফেলে ভরাট করেছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই, উন্নয়নের স্বার্থে এই মাতলা নদীর চর ব্যবহার করা হবে। সেই সময় কমিউনিটি হল বা রবীন্দ্র ভবনের জন্য জায়গা নির্ধারণ করা হয়। এরপর পাঁচের পাতায়

উন্নত ভারতের পথের কাঁটা দুর্নীতি আর বেকারত্ব

ওঙ্কার মিত্র

আট জন মুখ্যমন্ত্রীকে বাদ দিয়েই নির্ধারিত সময়ে হয়ে গেল নীতি আয়োগ গভর্নিং কাউন্সিলের অষ্টম বৈঠক। বৈঠক বসলো দিল্লির প্রগতি ময়দানের নব নির্মিত ঝাঁ চকচকে কনভেনশন সেন্টারে। যেখানে এ বছরের শেষে বসবে জি২০–র গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও।

বৈঠকের ঠিক পরেই কাউন্সিলের সিইও বিভিআর সুব্রমনিয়ম দাবি করেন যে পরবর্তী ২৫ বছর বা ২০৪৭ সালের মধ্যে ভারত উন্নত দেশে পরিণত হবে। বলা বাহুল্য তখন ভারতবাসী স্বাধীনতার ১০০ বছরের উৎসব পালন করবে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও একই দাবি করেছেন এবং তার জন্য তিনি দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাফল্য হিসাবে তুলে ধরেছেন। ভারত বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত গতিতে এগোনো অর্থনীতি। কিছুদিনের মধ্যে ভারত ট্রিলিয়ন অর্থনীতির দেশ হয়ে উঠবে। জিডিপি বেড়েছে, বেড়েছে মাথাপিছু

জিডিপিও। চলতি বছরের এপ্রিলে মুদ্রাস্ফীতিও কিছুটা কমে দাঁড়িয়েছে ৪.৭ শতাংশে। ২০২২ সালে জিডিপি–র পরিমাণ ছিল ৭.২ শতাংশ যা এই বছর পেরিয়ে যাবে বলেই আশা। ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়ণের আগে এবং পরে জীবনযাত্রার মান যে অনেকটাই বেড়েছে তা বলে দেবে পরিসংখ্যানই। এই কয়েক বছরে ভারতীয়দের গড় আয়ু ৫০ থেকে ৭০–এ গিয়ে ঠেকেছে। শেয়ার বাজারও স্থিতিশীল। এমনকি ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার ভাণ্ডারও বেশ স্বাস্থ্যকর। নীতি আয়োগের এই বৈঠকে মাঝারি শিল্প, স্বাস্থ্য, দক্ষতা উন্নয়ন, মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং পরিকাঠামো নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী সব কটা বিষয়েই ভারতের সাফল্য তুলে ধরেছেন এবং রাজ্যগুলিকে দান খয়রাতি কমিয়ে অর্থনৈতিক উন্নতিকে ধরে রাখতে অনুরোধ করেছেন। যে সব মুখ্যমন্ত্রীরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা তাঁদের রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা, দাবি দাওয়া তুলে ধরেছেন যা পরবর্তী সময়ে বিবেচনা করা হবে।

ভারতের এই উন্নতির হিসাব চলছে পুরোটাই অর্থনীতির যোগ বিয়োগ গুন ভাগে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে একটি দেশ কি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতা বলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হতে পারে?

এই বৈঠকে দিল্লির অ্যাডমিনেস্ট্রিটিভ সার্ভিস নিয়ে জারি করা অধ্যাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যোগ দেন নি অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেরালার মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও এই বৈঠক বয়কট করেছেন। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবৎ মান তার এনপিএস প্রকল্পের টাকা পান নি বলে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের পথ ধরেছেন। রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট অসুস্থ থাকায় যেতে পারেন নি। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বৈঠকের সময় বদল করার অনুরোধ করেছিলেন তা না হওয়ায় যোগ দেন নি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী তাঁর প্রতিনিধি পাঠাবার প্রস্তাব নাকচ হওয়ায় রাজ্যের কোনও প্রতিনিধি বৈঠকে ছিলেন না। অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে জানিয়েছেন তিনি নাকি কেন্দ্রীয় বরাদ্দের খরচের হিসাব পত্রের কাগজ সঙ্গে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন কিন্তু বিজেপি চক্রান্ত করে তাঁকে সেই সুযোগ দেয়নি। ফলে অন্য সাতটি রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গের দাবি দাওয়ার প্রস্তাব রাখা গেল না নীতি আয়োগের সামনে। যদিও রাজ্যের নেতা মন্ত্রীরা প্রায়শই তাঁদের অর্থনৈতিক বঞ্চনার কথা জনসমক্ষে তুলে ধরেন। তবে এইসব মুখ্যমন্ত্রীদের অসহযোগিতার ফলে ভারতের অর্থনৈতিক অগ্রগতি ব্যাহত হবে এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি আয়োগের বৈঠকে। ফলে ধরে নেওয়া যায় আগামী ২৫ বছরে ভারত উন্নতশীল থেকে উন্নত দেশে উন্নীত হবেই হবে। এরপর পাঁচের পাতায়

উত্তরের আঙিনায়

এভারেস্ট দিবস পালন

বিশেষ প্রতিনিধি : ৭০ তম এভারেস্ট দিবস। এছাড়া আজ আরো একটি বিশেষ দিন, তেনজিং নরগে শেরপার ১০৯ তম জন্মজয়ন্তী। শিলিগুড়ি পুরনিগম ও পরিবেশপ্রেমী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ন্যাফ এর তরফে এই বিশেষ দিনটি পালিত হলো সোমবার সকালে। সোমবার সকালে শিলিগুড়ির দার্জিলিং মোড়ে তেনজিং নরগে শেরপার মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান মেয়র গৌতম দেব। এছাড়া পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার সহ আরো পুরনিগমের আধিকারিকরা তেনজিং নরগে শেরপার মূর্তিতে উত্তরীয় পরিয়ে পুষ্পার্ঘ দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শুধু শ্রদ্ধা জ্ঞাপন আর জয়ন্তী উদযাপনেই থেমে থাকা নয়, তার পাশাপাশি আজকের এই অনুষ্ঠান থেকে পুনরায় তেনজিং নরগে শেরপাকে মরণোত্তর ভারত রত্ন দেওয়ার জন্য দাবি তোলেন মেয়র গৌতম দেব।

পানীয় জলের অভাব মেটাতে চায় শিলিগুড়ি পুরো নিগম

বিশেষ প্রতিনিধি : শহরে ক্রমশই বাড়ছে পানীয় জলের সমস্যা। এই সমস্যা সমস্যা ক্রমশই গুরুতর হয়ে দাঁড়িয়েছে। জলস্তর কমছে, পাশাপাশি বাড়ছে পানীয় জলের কষ্ট। উক্ত সমস্যা চিরতরে সমাধান করতে চায় শিলিগুড়ি পুরনিগম। তাই অন্য কোনো দপ্তরের ওপর ভরসা না করে পানীয় জল সরবরাহের ক্ষেত্রে নিজস্ব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চায় পুরনিগম। সেই লক্ষ্য নিয়ে সোমবার পুরনিগমের কার্যালয়ে জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হলো। বৈঠকে 'নাবকন' নামক একটি সংগঠন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের দ্বারা বেশ কিছু বিষয় মেয়রের সামনে তুলে ধরেন। কোথায় কি কি প্রযুক্তি প্রয়োজন আছে ? সেই বিষয় তুলে ধরা হয়। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ওয়ার্ড এর কাউন্সিলররা।

বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এর সূচনা

বিশেষ প্রতিনিধি : আরো একটি বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এর সূচনা ঘটল। গৌহাটি থেকে নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে এসে পৌঁছল বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভার্চুয়ালি শুভ উদ্বোধন করেন। শুভ উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী জানান এই ট্রেন পর্যটন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করবে। এটি ভারতীয় রেলের ক্ষেত্রে ১৮ তম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস। শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি রেল স্টেশনে সন্ধে সাতটা নাগাদ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস এসে পৌঁছায়।

পাঁচটি তুষার চিতার জন্ম

বিশেষ প্রতিনিধি : দার্জিলিংয়ের পদ্মাজা নাইডু জিওলজিকাল পার্কের পশুদের কৃত্রিম প্রজনন এর ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা রয়েছে। যা পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতের মধ্যে শুধু নয় গোটা এশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সম্প্রতি এখানে পাঁচটি তুষার চিতার জন্ম হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পার্কের তরফ থেকে জানানো হয়েছে বর্তমানে পাঁচটি শাবক সুস্থ রয়েছে। সিসিটিভির মাধ্যমে তাদের উপর বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে। তাদের সঠিকভাবে খেয়াল রাখবার জন্য দুজন চিকিৎসক দেখভালের দায়িত্বে রয়েছেন। এই নিয়ে এখানে তুষার চিতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ১৪।

দোকানের মালিকানার দাবি নিয়ে মৌন মিছিল

বিশেষ প্রতিনিধি : মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হলো শিলিগুড়ি ব্যবসায়ী সমিতির ডাকে প্রসঙ্গত দোকানের মালিকানা দাবি আদায়ের দাবিতে আজ শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে এক মৌন মিছিল বের করা হয়। দোকানের মালিকানা আদায় দাবি নিয়ে মৌন মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটের বিভিন্ন ব্যবসায়ীরা এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিলটি রাধা গোবিন্দ মন্দির থেকে শুরু হয়ে বিধান মার্কেটের বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমণ করে, অতঃপর রাধা গোবিন্দ মন্দির সমাপ্ত হয়। মুখে কালো কাপড় পড়ে দোকানদাররা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বাপি সাহা মিছিল শেষে বিভিন্ন ব্যবসায়ীদের মিছিলে অংশগ্রহণ করবার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি আরো জানান তাদের দাবিদাওয়া পূরণ না হলে ভবিষ্যতে আন্দোলন বৃহত্তর হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩ জুন – ৯ জুন, ২০২৩

মেষ রাশি : বন্ধু কর্তৃক প্রতারাকের পাল্লায় পড়তে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিড়ম্বনা হলেও তা কাটিয়ে কার্যোদ্ধার হবে। ব্যবসায় বিনিয়োগে সুফল লাভের সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি হলেও তা থেকে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা। কোনো হারিয়ে যাওয়া দ্রব্য বা অর্থ ফেরত পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন দুর্গা চালিশা পাঠ করুন।

বৃষ রাশি : সন্তানের পড়াশোনায় জন্য সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুফল লাভের সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থের অপব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। বিবাহের বাধা কেটে পাওয়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী এবং তীর্থ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : প্রতিদিন 'শুক্রায় নম' জন করুন।

মিথুন রাশি : সন্তানের আচরণে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। রাস্তায় চলাফেরায় সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন। শিল্পী সত্তার বিকাশের সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের সুযোগ মিলতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। তীর্থ ভ্রমণের সুযোগ আসতে পারে।

প্রতিকার : ৪১ বার 'ওঁ হনুমতে নমঃ' জপ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদ মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে আর্থিক উন্নতির সুযোগ রয়েছে। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যের সম্ভাবনা। গুরুজনের স্বাস্থ্য নিয়ে সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন এবং পথে ঘাটে সাবধানে চলার প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। ঈশ্বরের আরাধনায় ব্রতী হোন।

প্রতিকার : ভিক্ষুকদের দই–ভাত খাওয়ান।

সিংহ রাশি : সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক সমস্যার বৃদ্ধির সম্ভাবনা। হার্টের রোগ হওয়ার সম্ভাবনা। ভাগ্যোন্নতির সুযোগ রয়েছে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বজনের নীতিবিরুদ্ধ কর্মকাণ্ডে মানসিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : আদিত্য হৃদয়ম পাঠ করুন।

কন্যা রাশি : সম্পত্তি নিয়ে ভাই বোনের সঙ্গে বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা এবং আইন আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। ঠাণ্ডা জনিত রোগের বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। বেকারদের স্থায়ী চাকরির সুযোগ আসতে পারে। আর্থিক ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ৪১ বার (ওঁ নমো নারায়ণ' জপ করুন)'।

তুলা রাশি : দাম্পত্য অশান্তি চরম পর্যায়ে যেতে পারে এবং তার দরুণ আইন আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। অকারণে মানসিক চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। তাই প্রাণায়ামের অভ্যাস করা প্রয়োজন। সন্তানকে নিয়ে উদ্বেগ থাকলে তা থেকে অব্যাহতির সম্ভাবনা। ব্যবসায় শুভ ফল লাভ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে প্রশংসা লাভ। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য।

প্রতিকার : প্রতিদিন ললিতা সহস্রনাম জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পারিবারিক সমস্যার দরুন মানসিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। যে কোনও কর্মে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত নতুবা সমস্যায় পড়তে পারেন। পথে–ঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে আশানুরূপ ফল নাও পেতে পারেন। সম্পত্তি নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওং হিং, কলা ভেরবায় নমঃ' জপ করুন।

ধনু রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা। সৃষ্টিশীল কর্মে শিল্পীসত্তাতর বিকাশ। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় সুফল লাভ। কর্মক্ষেত্রে কর্মোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। শারীরিক পীড়া বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরবে নম' জপ করুন।

মকর রাশি : স্বজনের আচরণে মানসিক শান্তি ব্যহত হতে পারে। বিপরীত লিঙ্গের থেকে আর্থিক সাহায্য বা সম্পত্তি বা উপহার পাওয়ার সম্ভাবনা। গুরুজনদের সাহায্যে পারিবারিক সমস্যার সমাধান। কর্মক্ষেত্রে বিদেশ যাওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসা লাভ। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে।

প্রতিকার : শনিবার দিন অসুস্থ ব্যক্তিদের অন্ন দান করুন।

কুম্ভ রাশি : বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল অবস্থা। তবে দায়িত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে মানসিক চাপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে মান–সম্মান বৃদ্ধি। প্রশংসার পাত্র হতে পারেন। বিবাহে বাধা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : ২১বার ওঁ নম শিবায় নম জপ করুন।

মীন রাশি : অর্জিত অর্থের অপব্যয় চিন্তার কারণ হয়ে পড়তে পারে। অন্যমনস্কতার দরুণ কাজ কর্মে ভুলভ্রান্তি হওয়ার সম্ভাবনা। যে কোনো কর্মে পারিবারিক আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে দূরে যাওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি ক্রয় বিক্রয় সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে। পারিবারিক ব্যবসায় জটিলতা বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার ব্রাহ্মণদের ভোজন করান।

১২০ গ্রামীণ ডাকসেবক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতীয় ডাক বিভাগের পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলসহ ভারতের বিভিন্ন সার্কেল 'গ্রামীণ ডশক সেবক' পদে ১২,৮২৮ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। মোট শূন্যপদের বাংলাভাষী প্রার্থীদের জন্য শূন্যপদ আছে ১২০টি।

গ্রামীণ ডাক সেবকদের নিচের ২টি ক্যাটেগরিতে কাজ করতে হবে : ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার।

প্রতিটি গ্রামে ডাক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্যই কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্যোগ। এই পদের বেলায় স্থায়ী কোনো মূল মাইনে নেই। গ্রামীণ ডাকসেবক পদে মনোনীত হলে ভাতা পাবেন এইভাবে : ব্রাঞ্চ পোস্টমাস্টার পদের বেলায় ১২,০০০ টাকা (৪ ঘন্টার জন্য)। অ্যাসিস্ট্যান্ট ব্রাঞ্চ পোস্ট মাস্টার পদের বেলায় ১০,০০০ টাকা (৪ ঘন্টার জন্য)।

অঙ্ক ও ইংরিজি বিষয়ে পাশ নম্বর পেয়ে এক সুযোগে মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য বাড়তি কোনো সুবিধা পাবেন না।

রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় বা পর্ষদের স্বীকৃত কম্পিউটার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে অন্তত ৬০ দিনের কম্পিউটারের বেসিক কোর্স পাশ হতে বে। মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিকে যাঁদের কম্পিউটার একটি বিষয় হিসাবে হবে ১১–৬–২০২৩'র হিসাবে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও বি সি রা ৩ বছর, প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। যে পোস্ট অফিসের অধীনে চাকরি করতে চান, সেই পোস্ট অফিসের এলাকার বাসিন্দা হতে হবে কিংবা চাকরি পাওয়ার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পোস্ট অফিসের অধীনের বাসিন্দা হওয়ার জন্য ডিক্লারেশন দিতে হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। সাইকেল চালাতে জানতে হবে। যাঁরা মোটর সাইকেল বা স্কুটি চালাতে পারেন, তাঁরাও যোগ্য। শূন্যপদ : পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষী প্রার্থীদের জন্য ৩১টি (জেনাঃ ১৫, ই ডব্লু এস ১, ও বি সি ৭, তঃ জাঃ ৬, তঃ উঃ জাঃ ২)। পশ্চিমবঙ্গে নেপালি ভাষী প্রার্থীদের জন্য ১৪টি (জেনাঃ ৭, ই. ডব্লু এস ১, ও বি সি ২, তঃ জাঃ ২, তঃ উঃ জাঃ ২)। অসমে বাংলাভাষী প্রার্থীদের জন্য ৬টি (জেনাঃ ১, তঃউঃজাঃ ৫)। উত্তর–পূর্বাঞ্চলের বাংলাভাষী প্রার্থীদের জন্য ৪৩টি (জেনাঃ ২০, ই ডব্লু এস ১, ও বি সি ১, তঃ জাঃ ৭, তঃ উঃ জাঃ ১৪)।

কোন ডিভিশনের অধীন কোন পোস্ট অফিসে ক'টি শূন্যপদ তার তালিকা ওয়েবসাইটে পাবেন কিংবা সংশ্লিষ্ট ডিভিশন অফিসে পাবেন।

প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই হবে মেধার ভিত্তিতে। এজন্য দরখাস্ত খুঁটিয়ে দেখা হবে। মাধ্যমিকের প্রতিটি বিষয়ে পাওয়া ও মোট নম্বরের ভিত্তিতে মোট শূন্যপদের কয়েকগুণ প্রার্থীকে বিষয়ে পাওয়া ও মোট নম্বরের ভিত্তিতে মোট শূন্যপদের কয়েকগুণ প্রার্থীকে নিয়ে প্রথম পর্যায়ের মেধা তালিকা তৈরি হবে। এরপর ওই তালিকা থেকে আবার শর্ট লিস্ট করা হবে। তখন যাবতীয় প্রমাণপত্র ভেরিফিকেশন করা হবে। তারপর লিখিত পরীক্ষা বা, টেস্টের জন্য ডাকা হবে। সব শেষে হবে ইন্টারভিউ।

মেধা তালিকা তৈরির সময় উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য বাড়তি কোনো নম্বর পাবেন না। জেনারেল, তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, ও বি সি আর মহিলাদের জন্য আলাদা মেধা তালিকা তৈরি হবে। মেধা তালিকায় প্রার্থীর নম্বর একই সিনিয়ারিটির ভিত্তিতে জন্ম তারিখ দেখে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। দরখাস্ত করার সময় ৫টি পোস্ট অফিসের নাম প্রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করতে হবে। মেধা তালিকায় নাম থাকলে প্রার্থীদের প্রভিশনাল মেধা তালিকা এসএমএস করে জানানো হবে। এছাড়াও মনোনীত প্রার্থীদের তালিকা ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১১ জুনের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.indiapostgdesonline.gov.in অনলাইনে দরখাস্ত করার আগে এইসব প্রমাণপত্র জে পি জি বা জে পি ই জি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন : ১) মাধ্যমিক পাশের মার্কশীট (২০০ কে বি'র মধ্যে), ২) মাধ্যমিক পাশের মার্কশীট (কেউ এক চান্সে পাশ না করে দ্বিতীয় চান্সে পাশ করে থাকলে, তার সার্টিফিকেট) (২০০ কেবি'র মধ্যে), (৩) মাধ্যমিক পাশের মার্কশীট (কেউ দ্বিতীয় চান্সে পাশ না করে তৃতীয় চান্সে পাশ করে থাকলে, তার সার্টিফিকেট) (২০০ কে বি'র মধ্যে), ৩) মাধ্যমিক পাশের মার্কশীট (কেউ দ্বিতীয় চান্সে পাশ করে থাকলে, তার সার্টিফিকেট) (২০০ কে বি'র মধ্যে), ৪) কম্পিউটার সার্টিফিকেট (২০০ কে বি'র মধ্যে), ৫) কাস্ট সার্টিফিকেট (২০০ কেবি'র মধ্যে), ৬) পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০০ × ২৩০ পিক্সেলে ৫০ কেবির মধ্যে) ৭) সিগনেচার (২০০ কেবির মধ্যে)। এছাড়াও বৈধ একটি ই মেল আই ডি থাকতে হবে। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তখন রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও পাশওয়ার্ড পাবেন। একজন প্রার্থী একটিই দরখাস্ত করবেন। এরপর পরীক্ষা ফি বাবদ নির্দিষ্ট টাকা পোস্ট অফিসে জমা দেবেন (ই–পেমেন্ট পোস্ট অফিসের তালিকা ওয়েবসাইটে পাবেন)। টাকা জলা দেবেন ফি পেমেন্ট চালানে। ফি পেমেন্ট চালান ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। এছাড়াও টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী ও মহিলাদের কোনো ফি লাভবে না।

টাকা জমা দেওয়ার পর ই রিসিপ্ট নিয়ে নেবেন। এরপর ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় স্ক্যান করা প্রমাণপত্র আপলোড করে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তখন সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। কোন পোস্ট অফিসে কটি শূন্যপদ আছে, তার তালিকা সংশ্লিষ্ট পোস্টের ডিভিশন অফিসে কিংবা ওপরের ওই ওয়েবসাইটে পাবেন। ফর্ম পূরণের পর সংশোধন করার সুযোগ পাবেন ১২ জুন থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত।

কাজের খবর

গুগলে প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্টের কোর্স

নিজস্ব প্রতিনিধি : নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে কাজ হয় পেশাদারি জগতে। ওই পরিকল্পনাটিই প্রোজেক্ট। প্রোজেক্ট তৈরিতে পেশাদারদের চাহিদা বাড়ছে দ্রুত হারে।

মার্কিন সংস্থা প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউটের (পি এম আই) হিসেব অনুসারে, ২০২৭ সাল নাগাদ পৃথিবী জুড়ে প্রায় ৮ কোটি প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্ট পেশাদারের দরকার হবে। পেশাদারদের জোগান ও চাহিদার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্টের প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে গুগুল। গ্লোবাল অনলাইন লার্নিং প্ল্যাটফর্ম 'কোর্সেরা'র সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্টের প্রফেশনাল সার্টিফিকেট কোর্স পড়াচ্ছে। সার্টিফিকেটও দেবে গুগল।

এই কোর্স পড়ার জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতার কড়াকড়ি কিছু নেই। প্রোজেক্ট ম্যানেজমেন্টের পেশায় আসার আগ্রহটাই বড় কথা। তবে মূল শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে ব্যাচেলার্স বা পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি থাকলে চাকরি পেতে সুবিধা হবে।

শুরুতে প্রোজেক্ট কো–অর্ডিনেটর, জুনিয়র বা অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোজেক্ট ম্যানেজার, প্রোজেক্ট ম্যানেজার পদে চাকরি হয়ে থাকে।

৬ মাসের অনলাইন কোর্স। মাসে ফি ৪৯ মার্কিন ডলার অর্থাৎ প্রায় ৪,০০০ টাকা। সেই হিসেবে ৬ মাসের মোট ফি কমবেশি ২৪,০০০ ভারতীয় টাকা।

আগ্রহীরা অনলাইন আবেদন করতে পারন এই দুই ওয়েবসাইটের কোনও একটির মাধ্যমে : https://www.coursera.org/profession-al.certicicate/googledata.analytics. তথ্যের জন্য দেখতে পারেন এই দুই ওয়েবসাইট : www.grow.google এবং www.coursera.org.

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য
আপনাদের অপেক্ষায়
হিন্দ্ সংঘ
যোগাযোগ
৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি
কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি
দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/৯৮৩০২৮৪৯৯২

মাইগ্রেনের ব্যথা

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

মাইগ্রেনের ব্যথা হল এক ধরনের অত্যন্ত কষ্টদায়ক ও দীর্ঘস্থায়ী মাথাব্যথা। এই নিউরোলজিক্যাল পেইন মানুষকে এমন ভাবে কাতর করে তোলে যে আক্রান্তের পক্ষে কোনরকম কাজ করা একপ্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রতিমাসে প্রায় ৩–৪ দিন রোগী বিছানা ছেড়ে উঠতেই পারেনা। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে মাসে দুবার তিনবারও এই এপিসোডের পুনরাবৃত্তি হয়ে থাকে।

মাইগ্রেনের ব্যথা সাধারণত মাথার যেকোনো একদিকে হয়ে থাকে। তাই একে চলতি ভাষায় 'আধ– কপালি' ব্যথাও বলা হয়ে থাকে। অনেক সময় এই ব্যথা শুরু হওয়ার আগে আগাম জানান দিয়ে থাকে একে 'অরা' বলা হয়। অনেক সময় চোখের সামনে ঝিলিক বা অন্য কিছু ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। সাধারণত কিছুক্ষণ পরে এই উপসর্গগুলি চলে যায় আর তার কিছুক্ষণের মধ্যেই শুরু হয়ে যায় বমি বমি ভাব এবং মাথাব্যথা। তবে চোখের উপসর্গ গুলি দীর্ঘস্থায়ী হলে এটা অন্য সমস্যা হিসেবে ধরে অবিলম্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। মাথাব্যথা যে কোন এক পাশ থেকে শুরু হয়ে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে। মাথা দপ দপ করতে শুরু করে।

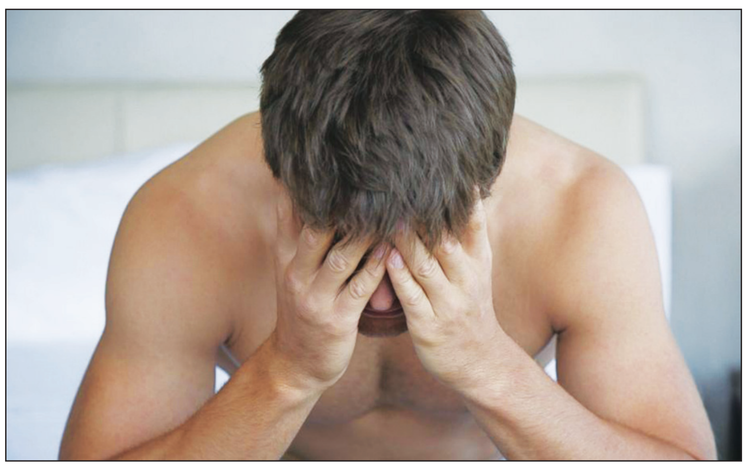

এই রোগের কারণ এখনো জানা যায় না। যদিও অনেকেই একে জিন ঘটিত রোগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। আমাদের মস্তিষ্কে যে ট্রাইজেমিনাল নার্ভ আছে তার উত্তেজনার জন্য মাইগ্রেন হয়ে থাকে। বিশেষ করে মহিলাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বেশি। পিরিয়ডের সময় মাইগ্রেনে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়া যে সমস্ত মহিলারা ওরাল কন্ট্রাসেপটিভ ওষুধ খান অথবা হিস্টেরেক্টমি অর্থাৎ জরায়ু বাদ দেবার অপারেশনের পর যে সমস্ত মহিলারা হরমোন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি গ্রহণ করছেন তাদেরও এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা বেশি। এই সব ক্ষেত্রেই মহিলাদের ইস্ট্রোজেন হরমোনই এই মাইগ্রেনের জন্য দায়ী বলে মনে করা হয়। সাধারণত শীতকালে মাইগ্রেনের অ্যাটাক বেশি সংখ্যায় হয়ে থাকে।

মাইগ্রেনের তীব্র মাথাব্যথা থেকে মুক্তি পেতে রোগী অনিয়ন্ত্রিতভাবে মুঠো মুঠো পেন কিলার খেতে শুরু করেন যা কিনা পরবর্তীকালে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হিসেবে দেখা দিতে পারে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী পেইন কিলার খান। আজকাল কিছু বিশেষ ওষুধ চিকিৎসকেরা দিয়ে থাকেন যাতে মাইগ্রেনের ব্যথা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত থাকে। এছাড়া স্থানীয়ভাবে ইউক্যালিপটাস ওয়েল ইত্যাদি লাগালে আরাম পাওয়া যেতে পারে। অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেতে হবে।

মাইগ্রেন অ্যাটাকের ট্রিগারিং ফ্যাক্টর হিসেবে যেসব কারণ চিহ্নিত হয়ে থাকে সেগুলি পরিহার করলে রোগী ভালো থাকেন। যেমন মানসিক উদ্বেগ কমানো অত্যাধিক চা কফি ইত্যাদি পানীয় পরিত্যাগ করা। চোখে আলো এড়াতে রোদ চশমার ব্যবহার। চকলেট, রেড ওয়াইন চিজ ইত্যাদি খাওয়ার এড়িয়ে চলা উচিৎ। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিশেষ বিশেষ সুগন্ধি মাইগ্রেনের অ্যাটাক বাড়িয়ে দেয়। সেগুলিও পরিত্যাগ করতে হবে।

মনে রাখা দরকার এই রোগকে সঙ্গী করেই জীবনে চলতে হবে। তাই একমাত্র জীবনশৈলীর পরিবর্তনই রোগ নিয়ন্ত্রণের পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

শব্দবার্তা ২৪৯

■	■	■	১		২	■	৩
■	৪			■		■	
■		■	৫				
৬				■	■	■	
	■	■	■	৭		৮	
৯		১০			■		■
	■		■	১১			■
	■	১২			■	■	■

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। যে হেঁকে হেঁকে পণ্য বিক্রি করে ৪। গৃহ, আলয় ৫। জিনিসের দাম ও কেনাবেচার নিষ্পত্তি ৬। শিশির ৭। শেষ, সমাপ্তি ৯। কৈলাশ পর্বত ১১। চুইয়ে পড়া ১২। নুন।

উপর–নীচ

১। সর্বদা, অনবরত ২। খাদ্যদ্রব্য ৩। মূল্যের পরিজ্ঞাতা ৪। অদ্ভুত, আশ্চর্যজনক ৬। মিষ্টি আলু ৭। অপয়া ৮। অপসারণ, চালন ১০। দক্ষিণ ভারতের একটি প্রধান ভাষা।

সমাধান : ২৪৮

পাশাপাশি : ২। আসনগ্রহণ ৫। দানাদার ৭। বিকাশ ৯। ভরাট ১০। বিচারক ১২। নীরদকুন্তলা।

উপর–নীচ : ১। অন্নদা ৩। সমারম্ভ ৪। হর্টিকালচার ৬। নাক বরাবর ৮। অবিশ্রান্ত ১১। কশ্যপ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

নওসাদের চ্যালেঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি : অভিষেক গড়ে দাঁড়িয়ে খোঁজ সংসদকে চ্যালেঞ্জ আয়েশেফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীর। লোকসভা নির্বাচনে দল তাকে ডায়মন্ডহারবার থেকে প্রার্থী করলে তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিপরীতে লড়াই করবেন।এগরার ঘটনায় আতঙ্কিত আই এস এফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারের জনসভা থেকে এই মন্তব্য করেন।

পাশাপাশি আরাবুলের মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি বলেন, যারা দেশের রাষ্ট্রপতি সম্পর্কে কুরুচিকর মন্তব্য করে তার কাছ থেকে কি আশা করা যায়। কেউ আমাকে বলছে হাত কেটে নেবে, আবার কেউ বলছে বিশ্ব বাংলা গেট পার হতে দেবেনা। তৃণমূল কংগ্রেস পরোক্ষভাবে আমাকে খুন করার হুমকি দিচ্ছে।

অন্যদিকে এগরার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীকে অবিলম্বে ঘটনার তদন্ত করাতে হবে। কারা এই বিস্ফোরণ রেখেছিল কেনইবা এই বিস্ফোরক রাখা হয়েছিল তা স্পষ্ট করে তদন্ত করতে হবে।

পাশাপাশি পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে নওশাদ বলেন, ২০১৮ সালে আই এস এফ দল ছিলনা। এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে যদি মনোনয়নপত্র জমা করতে না দেয় তাহলে কীভাবে মনোনয়নপত্র জমা করতে হবে তা আই এস এফ বুঝিয়ে দেবে।

দলীয় কার্যালয়ে শয়ে শয়ে পড়ে আছে পরিষেবা কার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের অফিসের মধ্যে মজুত শয়ে শয়ে ডিজিটাল রেশনকার্ড,স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ও জবকার্ড। যার ছবি ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়।

সেখানে দেখা যায় মগরাহাট পশ্চিম বিধানসভার নেতরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বর্তমান প্রধান পঞ্চায়েতের কর্মীদেরকে নিয়ে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের অফিস খুলতেই দেখা যায় সেখানে রয়েছে প্রচুর জবকার্ড,তারপলিন,স্বাস্থ্য সাথী কার্ড, ডিজিটাল রেশন কার্ড। এরপরেই সমস্ত বিষয়টি ব্লক প্রশাসনকে জানান বর্তমান পঞ্চায়েত প্রধান।

ঘটনার তদন্ত করতে বুধবার ডায়মন্ডহারবার ১ নম্বর ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেতড়া পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধানের অফিস খুলে তল্লাশি চালানো হয়। অবশ্য তল্লাশির সময় ভিডিওতে দেখতে পাওয়া জব কার্ড, রেশন কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড পাওয়া না গেলেও উদ্ধার করা হয় তারপলিন ও বেশ কিছু দলীয় পতাকা। পুরো ঘটনায় মুখে কুলুপ এঁটেছে বর্তমান ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান সহ ব্লক প্রশাসন।

অন্যদিকে ঘটনায় পঞ্চায়েতের সদস্যরা দাবি করেন, মঙ্গলবার রাতে প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধানের অফিস খুলে জব কার্ড, স্বাস্থ্য সাথী কার্ড ও ডিজিটাল রেশন কার্ড দেখা গিয়েছিল। এই ঘটনায় একাধিক প্রশ্ন উঠছে রাতারাতি কোথায় উধাও হয়ে গেলো সব জিনিসপত্র? তাহলে ভাইরাল ভিডিওতে যে নথিপত্র দেখা গিয়েছিল তা কতটা সত্যি সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করছে ব্লক প্রশাসন।

বিশ্বভারতী–অমর্ত্য মামলার শুনানি ১৩ জুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জমি বিবাদ নিয়ে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অমর্ত্য সেনের মামলা গড়ায় আদালতে।
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে মঙ্গলবার সিউড়ি আদালতে মামলার শুনানি হয়। অমর্ত্য সেনের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন, খানিকটা শুনানি হয়েছে। ১৩ জুন পরবর্তী শুনানি হবে।
বিশ্বভারতীর আইনজীবী সুচরিতা বিশ্বাস বলেন, অথরিটি চ্যালেঞ্জ করেছে। নোটিফিকেশন চ্যালেঞ্জ করেছে একটা বাজে বিষয়। দেরি করার চেষ্টা।

ক্যানেল সংস্কারের দাবিতে স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বক্রেশ্বর নদীর উপর ১৮ কিলোমিটার বিআই ক্যানেল দীর্ঘ পনেরোবছর সংস্কার হয় নি । ক্যানেল সংস্কার করে স্থায়ী সেচের ব্যবস্থা করতে হবে – এই দাবিতে সোমবার ইরিগেশন এবং সেচ দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারকে স্মারকলিপি দিলো অল ইন্ডিয়া কিষান ও ক্ষেতমজুর সংগঠন। জেলা সম্পাদক মানস সিংহ বলেন, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর নেমেছে। ময়ূরাক্ষী নদীর উপর ক্যানেলগুলো সংস্কার করে স্থায়ী সেচের ব্যবস্থা করতে হবে ।

বীরভূমে উদ্ধার প্রচুর বোমা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মঙ্গলবার রাতে গোপনসূত্রে খবর পেয়ে বাঁশঝোর গ্রামের চরকাপাড়ায় ঝোপের মধ্যে থেকে ১৪টি তাজা বোমা উদ্ধার করে সিউড়ি থানার পুলিশ। ২৫ মে রামপুরহাট ১নং ব্লকের অন্তর্গত নারায়নপুর গ্রাম থেকে ২ ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ। বোম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়। আবার গোপনসূত্রে খবর পেয়ে সকালে বারাবন জঙ্গল থেকে ১ প্লাস্টিক জার তাজা বোমা উদ্ধার করে লোকপুর থানার পুলিশ । জারে প্রায় ২২ টি বোমা ছিল বলে অনুমান । সিআইডি বোম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয় । ২৬ মে রাতে দরবারপুর অঙ্গনাওয়াড়ী কেন্দ্রের পাশের ঝোপ থেকে ১ ড্রাম তাজা বোমা উদ্ধার করে লাভপুর থানার পুলিশ । ২৭ মে সকালে কামাখ্যা গ্রাম যেতে মাঠে কালভার্টের ধারে ৫টি বালতিতে ৫০ পিস বোমা উদ্ধার করে রামপুরহাট থানার পুলিশ ।

ডাকাতির আগেই ধৃত ৬ ডাকাত

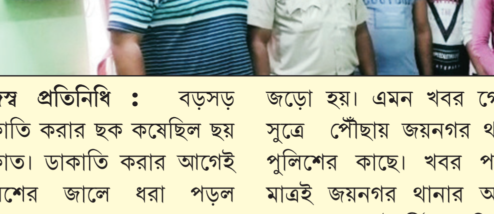

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড়সড় ডাকাতি করার ছক কষেছিল ছয় ডাকাত। ডাকাতি করার আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়ল তারা। ধৃতরা হল সন্তোষপুর মহেশতলার শেখ রফিকুল, বকুলতলার মহিষগোটের নূরজামান মোল্লা, মগরাহাটের রফিকুল লস্কর, ক্যানিংয়ের ট্যাংরাখালির তাজুদ্দিন গাজী, মিজানুর সরদার, বারুইপুরের পূর্ব পাঁচগাছিয়ার ইসরাফিল খান। পুলিশ সূত্রের খবর, ধৃত ডাকাত দলটি ডাকাতি করার জন্য জয়নগর থানার অন্তর্গত গোচরণের বেলিয়াচন্ডি এলাকায় জড়ো হয়। এমন খবর গোপন সুত্রে পৌঁছায় জয়নগর থানার পুলিশের কাছে। খবর পাওয়া মাত্রই জয়নগর থানার আইসি রাকেশ চ্যাটার্জীর নির্দেশে এসআই দিগন্ত মণ্ডলের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী বেলিয়াচন্ডিতে পৌঁছায়। সেখানে রাতের অন্ধকারে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। বুধবার গভীর রাতে তল্লাশি অভিযানে ধরা পড়ে ছয় ডাকাত। ধৃতদের কাছে থেকে ১ টি হাসুয়া (ধারালো অস্ত্র), ১ টি ছুরি, ২টি লোহার রড, ৯ পিস দড়ি উদ্ধার করেছে জয়নগর থানার পুলিশ।

উন্নয়নের আড়ালে 'মোচ্ছব' রাজ্যজুড়ে, দায়সারা কাজকর্মে ক্ষুব্ধ জনগণ

দেবাশিস রায় : রাজ্যজুড়ে উন্নয়নের আড়ালে চলছে 'মোচ্ছব'। দিকে দিকে উন্নয়নের নামে দায়সারাভাবে কাজ দেখে এমনই অভিযোগ তুলে ক্ষোভে ফুঁসছে সাধারণ মানুষ। এদিকে, মানুষের এই ক্ষোভকে হাতিয়ার করে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে অলআউট আক্রমণের পথে নেমেছে। এমতাবস্থায় শাসকদলকে ঘরেবাইরে যে বেশ খানিকটা চাপের মধ্যেই পড়তে হচ্ছে তা চারিদিকে কান পাতলেই শোনা যায়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এরাজ্যে ২০১১ সালে গড়ে উঠেছে 'মা–মাটি–মানুষ'–এর সরকার।তারপর থেকেই একটানা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন এই সরকার রাজ্যজুড়ে একাধিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের রথ ছুটিয়ে চলেছে। রাস্তাঘাট, পানীয়জল, নিকাশী ব্যবস্থা, চিকিৎসা পরিকাঠামো সহ জনস্বার্থে নানাবিধ পরিষেবা প্রদান ও অনুদান, এলাকার সৌন্দর্যবর্ধনমূলক কাজকর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে বলে রাজ্য সরকারের দাবি। কিন্তু, সেই উন্নয়নমূলক কাজকর্মের একটা বিরাট অংশ নিয়েই সাধারণ মানুষ অসন্তুষ্ট এবং রীতিমতো ক্ষুব্ধ।জনগণের কষ্টার্জিত করের টাকায় রাজ্য সরকার দিকে দিকে এযাবত যেসব উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করেছে তার বহুক্ষেত্রেই নাকি দায়সারা মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে। কোথাও নতুন তৈরি রাস্তাঘাটের হাড়কঙ্কাল মাসখানেকের মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছে। কোথাও ভেঙে পড়েছে পানীয়জল সরবরাহের সুউচ্চ আস্ত ট্যাঙ্কটাই। পাড়ায় পাড়ায় নিকাশি নালার অবস্থাও তথৈবচ। দিকে দিকে সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকায় গড়ে তোলা অজস্র পার্ক, তোরণ প্রভৃতির অনেকাংশই এখন ধুঁকছে। চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নয়নে অজস্র বিল্ডিং তৈরি হয়েছে, নতুন নতুন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি বসেছে কিন্তু মানুষ আজও যথাযথ চিকিৎসা পরিষেবা থেকে বঞ্চিত। অসংখ্য সরকারি হাসপাতাল দুর্নীতি এবং দালালচক্রে ছেয়ে গিয়েছে বলে প্রায়শই অভিযোগে সরগরম হয়ে

ওঠে। এই ইস্যুতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে নেতা–বিধায়ক মদন মিত্র, সংসদ সদস্য শতাব্দী রায় সহ অনেকেই সম্প্রতি সরব হয়েছেন। একইসঙ্গে, সরকারি ভবন সহ নানাবিধ নির্মাণে নীল–সাদা রং আর সৌন্দর্যবর্ধনের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচের মধ্যেই নাকি অপচয়–অপব্যয়ের ভূত ঢুকে রয়েছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প সহ পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব এবং দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে অনুদান প্রদানের নামে বিতর্ক তো রয়েইছে। বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের বিভিন্ন শহর এবং গ্রামে উন্নয়নমূলক প্রকল্পের নামে যেসব কাজকর্ম হয়েছে তার অনেকাংশেই যথাযথ পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। শুধু তাই নয়, 'রহস্যজনক' কারণেই সেইসব কাজকর্মের অনেকাংশই হয়েছে অনেকটা দায়সারা গোছের। এমনকি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথাযথ নজরদারি ও পরিচর্যার অভাব তো রয়েইছে। ফলে, বিভিন্ন জায়গায় নবনির্মিত রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে চমকদারি ভবন, সুদৃশ্য পার্ক, শৌচাগার, ড্রেন, জলাধার, সেতু, বাঁধ প্রভৃতি কোথাও ভেঙে পড়ছে কিংবা কোথাও বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ইতিমধ্যেই বাঁকুড়ায় একটি নবনির্মিত সুউচ্চ জলাধার ভেঙে পড়েছে। রাজ্যজুড়ে অনেক সেতুর নাকি বেহাল দশা। বছর খানেক আগে বহু লক্ষ টাকায় পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া পুরসভা এলাকায় অজয় নদের বাঁধ বরাবর সুদীর্ঘ দৃষ্টিনন্দন পার্ক গড়ে উঠেছিল। কিন্তু, বর্তমানে সেটির বৃহত্তর অংশই বেহাল হয়ে পড়ে। পাশাপাশি শহরজুড়ে পথচলতি জনসাধারণের সুবিধার জন্য নির্মিত একাধিক শৌচাগার হয় ব্যবহারের অনুপযুক্ত কিংবা সর্বদা তালাবন্ধ অবস্থায় থাকে বলে শহরবাসীর অনেকেরই অভিযোগ। যদিও কাটোয়া পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর কুমার সাহা এবিষয়ে শীঘ্রই যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন। তবে, সাধারণ মানুষের একাংশ কিন্তু এই দায়সারা গোছের উন্নয়নমূলক কাজকর্মকে সরকারি পয়সায় 'মোচ্ছব' নামেই অভিহিত করছেন এবং যা নিয়ে তাঁরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ। এদিকে সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি প্রভৃতি বিরোধী দলগুলি কার্যত একই সুরে অভিযোগ তুলে বিষয়টিকে উন্নয়নের আড়ালে কাটমানির লেনদেন বলে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করছে। পাশাপাশি এই ইস্যুতে পাড়ায় পাড়ায় ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে বিরোধীরা সচেষ্ট।এককথায় উন্নয়ন প্রসঙ্গে রাজ্য সরকার এবং শাসকদলের ধারাবাহিক ঢক্কানিনাদের আড়ালে ক্ষোভের পারদ কিন্তু চড়ছেই।

নতুন চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত হল বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার থেকে বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা ক্ষেত্রে একাধিক সুবিধা যুক্ত হল। এদিন এক সংখিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নয়া পরিষেবাগুলির উদ্বোধন করেন রাজ্যের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী তথা বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান স্বপন দেবনাথ। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাঃ কৌস্তুভ নায়েক, বর্ধমান দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক খোকন দাস প্রমুখ।জানা গিয়েছে, রাজ্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বিভিন্ন বিভাগের রোগীদের অত্যাধুনিক চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করে আসছে।এবার এই হাসপাতালে আরও উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবায় যুক্ত হল

হাইব্রিড সিসিইউ, আই ব্যাংক, অর্থো ফিমেল অ্যান্ড পেডিয়াট্রিক ওয়ার্ড এবং ই–প্রেসক্রিপশন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবার ওপর দুই বর্ধমান সহ সন্নিহিত বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, নদিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হুগলি প্রভৃতির পাশাপাশি প্রতিবেশী রাজ্য ঝাড়খণ্ডের বিস্তীর্ণ এলাকার অসংখ্য মানুষ নির্ভরশীল।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার পর থেকেই তিনি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সার্বিক উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হন। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও উন্নততর চিকিৎসা পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত হল।এর ফলে অসংখ্য সাধারণ মানুষের প্রভূত সুবিধা হবে।

বিদ্যুৎ অফিসে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রাহক স্বার্থ বিরোধী স্মার্ট প্রিপেড মিটার বাতিল করা ও বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে ফিক্সড চার্জ দ্বিগুণ করা, মিনিয়াম চার্জ তিন গুণ করা ও ডি সি আর সি চার্জ ৫ গুণ বাড়ানোর রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সাম্প্রতিক নির্দেশ অবিলম্বে বাতিলের দাবিতে মঙ্গলবার এ্যাবেকার উদ্যোগে বারুইপুরে আর এম ও ডি এম অফিসে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হল। বহু মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নেন। উপস্থিত ছিলেন এ্যাবেকার জেলার সহ সভাপতি দিবেন্দু মুখার্জি, স্বপন ভুইয়া, রাজকুমার নস্কর সহ আরো অনেকে। দিবেন্দু মুখার্জি বলেন, ডেপুটেশনে দেওয়া দাবিগুলো বিবেচনার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

টিউশনি বন্ধের দাবিতে পদযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'অর্থ জ্ঞান অর্থ ধ্যান অর্থ চিন্তামনি এই আশাতে স্কুল পালিয়ে করি টিউশনি' – এই স্লোগানকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গ গৃহশিক্ষক কল্যাণ সমিতির পক্ষ থেকে বিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের টিউশনি পড়ানো বন্ধের দাবিতে মঙ্গলবার সিউড়ি শহরে পদযাত্রা করলো। রাজ্য সম্পাদক অনিকেন্দু চক্রবর্তী বলেন, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর সঙ্গে কথা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ সত্ত্বেও কিছু সরকারি আমলার গাছাড়া মনোভাবের জন্য স্কুল শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন পড়িয়ে যাচ্ছে। বারবার আমাদের জীবনজীবিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গৃহশিক্ষকদের মর্যাদা দেওয়া হচ্ছে না। জেলা সভাপতি অভিজিৎ চট্টরাজ বলেন, বিগত পাঁচবছর ধরে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং ডিআইকে বারবার ডেপুটেশন দেওয়া সত্ত্বেও কোনো সুরাহা হয় নি। দেড়শো জনের মতো উপস্থিত আছি। বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

জয়নগরের প্রাচীন জয়চন্ডী মন্দিরে এক পক্ষকাল ধরে মায়ের রূপ বদল হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর মোয়ার শহর হিসাবে পরিচিত হলেও জয়নগর নামের সৃষ্টি বহু প্রাচীন জয়চন্ডী মাতার নাম অনুসারে। আর প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসে এক পক্ষ কাল ধরে এই জয়চন্ডী মায়ের রূপ পরিবর্তন হয়। এই রূপ পরিবর্তন জয়নগরে আরেক প্রাচিন ধন্বন্তরী কালী মায়ের বৈশাখ মাসে হওয়া এক পক্ষকালের রূপ পরিবর্তনের মতন জনপ্রিয়তা না পেলেও আদি এই ঠাকুরের জনপ্রিয়তাও কম নয়।
এক সময় আদি গঙ্গা এখান থেকেই প্রবাহিত হতো। ইতিহাস প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী চৈতন্যদেব আদি গঙ্গার তীর ধরে কাশিনগরের চক্রতীর্থ ভ্রমণ করে জয়নগর হয়ে শ্রীক্ষেত্র পুরীধামে গমন করেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ জয়নগরের দেবী হলেন জয়চণ্ডী। ইতিহাস থেকে জানা যায় জয়চন্ডী দেবীর নাম থেকেই জয়নগর নামটির উৎপত্তি। জয়নগরের রাজা নীলকণ্ঠ মতিলাল, করদ রাজ্যের নরপতি হিসেবে রাজা সুবুদ্ধি রায়ের রায়নগর রাজ্য তথা রায়মঙ্গল, সূর্যপুর এবং সরস্বতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার কিছু অংশ শাসন করতেন। ১০০১

সালে সমগ্র জয়নগর ভেসে যায়, রায়নগর রাজ্যের অধিকাংশ জনমানবহীন হয়ে পড়ে। নীলকণ্ঠ মতিলাল মগধের যুদ্ধে প্রাণ হারালে তার ভাই সপরিবারে যশোরে চলে যান, কিন্তু কয়েক পুরুষ পরেই ওই বংশের সন্তান গুনানন্দ মতিলাল পৈতৃক সম্পত্তি ও কুলদেবী জয়চণ্ডী দেবীকে উদ্ধার করে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে মন্দির ছিল খড়ের চালের কুঁড়ে ঘরে। উদ্ধার করা সেই মূর্তির পাশে দারু নির্মিত নতুন মূর্তি তৈরি করা হয়। প্রায় ১০২২ বছর যাবৎ দেবী পূজিত হয়ে আসছেন। জানা যায়, জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমায় দেবী আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই শুক্ল প্রতিপদ থেকে প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠ মাসে এক পক্ষকাল জুড়ে দেবীর এই রূপ পরিবর্তনের মেলা ও পুজো হয়ে আসছে। দেবীর কাছে মানত করলে মনোবাসনা পূরণ হয়। আর তাই তো দেবী এখানে সারা বছর পূজিত হয়ে আসছেন।
এও জানা যায়, জয়নগরকে অশুভ শক্তির হাত দিনের পর দিন একই ভাবে রক্ষা করে আসছে দেবী জয়চন্ডী মাতা। এবছর এক পক্ষকাল ব্যাপী এই রুপ পরিবর্তন শুরু হয়েছে গত ২০ মে। আশে পাশের এলাকা থেকে বহু ধর্মপ্রাণ মানুষ প্রতিবছর রূপ পরিবর্তন দেখতে ভিড় করেন।
মায়ের এই অপরুপ পরিবর্তন দেখতে আপনিও চলে আসতেই পারেন। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখা থেকে নামখানা লোকালে জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে নেমে পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডে জয়চন্ডী মন্দিরে আসতে সময় লাগবে মাএ দশ মিনিট। তাই জয়নগরের নামের মাহাত্ম্য খুঁজতে ঘুরে যেতে পারেন ও দেবীর দর্শন করে যেতে পারেন।

আদালত অবমাননার দায়ে ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি : জয়নগর ১ নং ব্লকের এক ব্যক্তির কাছ থেকে ২০২২ সালে ব্যবসার নামে লক্ষাধিক টাকা ধার নিয়ে না দেওয়ার অভিযোগে পরে আদালত অবমাননার দায়ে গত ২৫ মে সোমবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ২ নং ওয়ার্ডের সম্বিতেশতলার বাড়ি থেকে প্রশান্ত মিস্ত্রী নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে জয়নগর থানার পুলিশ।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

টিউওয়েল নিয়ে রক্তারক্তি– এম. এল. এ. দেখেশুনেও নীরব

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

সংবাদে প্রকাশ গত ২৪শে মে, মগরাহাট ১ নং ব্লকের অধীনস্ত নৈনানপুর গ্রামে টিউবওয়েলের দাগ নং নিয়ে 'দাসপাড়া' বনাম 'পাল পাড়া'র জনসাধারণের মধ্যে রাত্রি প্রায় দশটার সময় সাবল, লাঠি প্রভৃতি নিয়ে জোর লড়াই শুরু হয়। সেই সময় পালপাড়া নিবাসী হারাধন পালের উপর জোর লাঠি চার্জ্জ করা হয় ও পরের দিন আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যায়। লড়াইয়ের পরের দিন থানার অফিসার এসে 'দাসপাড়া'র দোষী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দাসপাড়ায় পুরানো আমলের একটি টিউবওয়েল আছে। তা সত্ত্বেও বর্তমান সরকারের দেয় নূতন টিউবওয়েলটি দাসপাড়ার জনসাধারণ পুরানো টিউবওয়েলের আনুমানিক ৫০ গজের মধ্যে বসাতে চায়। স্থানীয় বি. ডি. ও এবং এম. এল. এ ঘটনার স্থল তদন্ত করেও দাগ নং সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করেননি। এমত অবস্থায় এম এল এ সাহেবের উচিত উভয় পাড়ার জনসাধারণের মতামত নিয়ে উপযুক্ত স্থানে টিউবওয়েল বসানো। তাই গ্রামবাসীগণের জিজ্ঞাসা এম এল এ সাহেব সমস্যার সমাধান করবেন না নীরব দর্শকের ভূমিকায় থেকে খণ্ডযুদ্ধ দেখবেন?

৭ম বর্ষ, ১৯শ সংখ্যা, ২রা জুন ১৯৭৩, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮০, শনিবার

খেলার মাঠে বচসা, জখম একই পরিবারের ৪ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি : খেলার মাঠে মারামারিকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে উঠলো গোটা গ্রাম।ঘটনাটি ঘটেছে গত শনিবার রাতে বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তর মোকামবেড়িয়া পঞ্চায়েতের হাড়ভাঙী গ্রামের পশ্চিম পাড়ায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন গৌরাঙ্গ পাণিগ্রাহী ও তাঁর ৩ ছেলে শম্ভুনাথ, গোপীনাথ ও দেবনাথ।অভিযোগ তাদের বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি ধারালো দা দিয়ে কোপানো হয়েছে। ঘটনার বিষয়ে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে।পুলিশ দীননাথ নায়েক নামে একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। অন্যান্য ৫ অভিযুক্ত বাসুদেব সরদার,মনোরঞ্জন সরদার,অপু রাউত, জয়ন্ত রাউত, সুরজিৎ রাউতরা পলাতক।

পিস্তল গুলি সহ ধৃত দুষ্কৃতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দু রাউন্ড কার্তুজ, একটি ৯ এমএম পিস্তল সহ এক দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটছে গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন উপকুল থানার আমতলি পঞ্চায়েতের চিমটা এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সুত্রের খবর সোমবার বিকালে সুন্দরবন উপকূল থানার পুলিশ বাহিনী চিমটা হাটখোলা এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছিলেন। সেই সময় সন্দেহভাজন বাপি দাস নামে এক যুবককে তল্লাশি করার সময় তার কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ৯ এমএম পিস্তল ও দু–রাউন্ড কার্তুজ। বাপি দাসকে গ্রেফতার করে পুলিশ। কোথা থেকে এই পিস্তল নিয়ে এসেছে এবং কি উদ্দেশ্যে, আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না সে বিষয়ে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে সুন্দরবন উপকূল থানার পুলিশ। ধৃতকে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হয়েছে।

৯ বছর পর ফলতার মিষ্টি ব্যবসায়ী খুনের মামলার রায় দিল আদালত

অর্ঘ্য রায় : ফলতার সহরারহাটে মিষ্টি ব্যবসায়ী খুনে সাজা ঘোষণা করল ডায়মন্ড হারবারের এডিজি জয় প্রকাশ সিংহ। অভিযুক্ত ৮ জনকে দোষী সাব্যস্ত করে ৭ জনকে আজীবন কারাদণ্ড ও ১ জনকে ১৪ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিলেন তিনি। প্রসঙ্গত, ২০১৪ সালের ২৯ মার্চ সন্ধ্যাবেলায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতার সহরারহাটের রিত্বিকা সুইটসের মালিক কার্তিক ঘোষকে দোকানে ঢুকে খুন করে দুষ্কৃতিরা। সেই ঘটনার ছবি ধরা পড়ে সিসিটিভি ক্যামেরায়। এই ঘটনার পর মোট ১১ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করা হয়। এদের মধ্যে দুজন ফেরার থাকলেও ৯ জনকে গ্রেফতার করে ফলতা থানার পুলিশ। এরই মাঝে জেল হেফাজতে থাকা অবস্থায় এক বন্দির মৃত্যু হয়। গত সোমবার ডায়মন্ড হারবার এডিজি আদালতে অভিযুক্তদের দোষী সাব্যস্ত করেন বিচারক। মঙ্গলবার সেই মামলার রায়ে অভিযুক্ত রাজা খানকে ১৪ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেন বিচারক জয়প্রকাশ সিংহ। অন্যদিকে, বাকি ৭ জন অভিযুক্ত মজফফর মিস্ত্রী,উত্তম দোলুই,সবেদ আলি সেখ, সাহাজাদা পাইক, আক্তার উদ্দিন মোল্লা,কাদের সেখ, সাইদুল সেখকে আজীবন কারাদন্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। নিজের বাবার খুনিদের সাজা ঘোষণার পর নিহত কার্তিক ঘোষের মেয়ে বলেন, তার মৃত বাবা সঠিক বিচার পেল না কারণ মূল অভিযুক্ত রাজা খানের মাত্র ১৪ বছরের কারাদণ্ড হয়েছে। আগামী দিনে মূল অভিযুক্ত রাজা খানের সর্বোচ্চ শাস্তির দাবি জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাবেন তারা। অপরদিকে সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের আইনজীবী সুদীপ চক্রবর্তী বলেন, তার মক্কেল দেরকে ফাঁসানো হয়েছে। এডিজি আদালতের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে যাবেন বলে তারাও জানান। ঘটনায় সরকারি আইনজীবী স্বপনকুমার কপাট বলেন, ২০১৪ থেকে কার্তিক ঘোষ খুনের মামলা চলছিল। এই মামলায় মোট ৩৫ জন সাক্ষী ছিলেন। সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার পর বিচারক মঙ্গলবার সাজা ঘোষণা করেন। সাজা ঘোষণার পর সরকারি আইনজীবী পুলিশের সহযোগিতা ও বিচার ব্যবস্থাকে ধন্যবাদ জানান।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ৩৩ সংখ্যা, ৩ জুন – ৯ জুন, ২০২৩

তৃতীয় মহাযুদ্ধের মেঘ

বিশ্বের বাতাসে ক্রমশ বারুদের গন্ধ ভেসে আসছে। গত শতাব্দী ও এই শতাব্দীতে সারা বিশ্ব জুড়েই অসংখ্য ছোট–বড় যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। গত শতাব্দীতে দুটো বড় বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী থেকেছে এশিয়া ইউরোপের মানুষ। মৃত্যুর ভয়াবহতা কিংবা ক্ষয়ক্ষতির পরিসংখ্যান মানব ইতিহাসের ‘সভ্যতা’ শব্দটির প্রতি চূড়ান্ত অসম্মান প্রদর্শন করা হয়েছে।

তবু মানব ইতিহাসের গতি অব্যাহত। ধ্বংসের ওপর সৃষ্টির পদচারণা যুগে যুগে ঘটেছে। এক সময় ঠাণ্ডা যুদ্ধের কালে আমেরিকা রাশিয়া (সোভিয়েত) দুই শিবিরে প্রায় সারা বিশ্বকে বিভক্ত করে দিয়েছিল। অস্ত্রের বাজার ধরতে বাকি উন্নত দেশগুলি সব রকমের চেষ্ট চালিয়েছে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে অস্ত্র কেনাবেচার নির্লজ্জ চেহারা আর মুখে শান্তির নানা বাণী বিগত বিশ্ব দেখেছে। নব্বইয়ের দশকে সোভিয়েত রাশিয়া একদিকে যেমন ভেঙে চৌচির হয়ে গেল অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ভেঙে যাওয়া দুই জার্মানি এক হয়ে গেল, ভেঙে গেল কৃত্তিমভাবে গড়ে তোলা বার্লিন প্রাচীর। গত বিশ্বযুদ্ধেই ভারতবর্ষকে দু’টুকরো করেছিল ব্রিটিশ সরকার। অন্যদিকে পরবর্তী সময়ে দুই ভিয়েতনাম এক হয়েছিল। কোরিয়া আজও উত্তর ও দক্ষিণ এই দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম আমেরিকার দিকে ঝুঁকে রয়েছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসান হলেও ন্যাটো দেশভুক্ত রাষ্ট্রগুলি বিশ্বের শান্তি রক্ষার স্বঘোষিত চৌকিদার হলেও যুদ্ধ কিন্তু কোন মতেই বন্ধ হয়নি। বন্ধ হয়নি উন্নতি প্রযুক্তির অস্ত্র কেনার বাজার। পরমানু শক্তি গত বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘোষণা করলেও, অনেক চুক্তি সম্পাদিত হলেও আজও বিশ্বের মানুষের কাছে চরমতম বিপদের বার্তা সেই আনবিক বোমার মতো দানবিক আক্রমণের আশঙ্কা।

রুশ–ইউক্রেনের যুদ্ধ বছর ঘুরে আজও অব্যাহত। ইউক্রেনের পাশে ন্যাটো দেশগুলি আছে। উত্তর কোরিয়ার সুপ্রিমো কিম কী আগামী দিনে আরও একটি বিশ্বযুদ্ধের পথে অনুঘটকের ভূমিকা নেবেন– এমন ভাবনাও বিশেষজ্ঞরা ভাবছেন। সমুদ্রের তলায় পরমাণু অস্ত্রবাহী ড্রোন সৃষ্টি করতে পারে সুনামির মতো ঘটনা। ক্রমাগত উত্তর কোরিয়ার শাসকের নানা অস্ত্র পরীক্ষা–নিরীক্ষা, বিশেষ করে পরমাণু তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কে যেটুকু খবর প্রকাশ্যে আসছে তা ভয়াবহ। অন্যদিকে নিকটবর্তী চিন তার নিকটবর্তী দেশগুলির সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে ‘যুদ্ধং দেহি’ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

বিশ্বের তাবড় দেশগুলি ভারতের সীমান্তে বেআইনীভাবে তিব্বত আগ্রাসনকারী চিনের দৌরাত্ম্য নিয়ে নীরব। তিব্বতের স্বাধীনতা নিয়ে ন্যাটো দেশগুলিরও কোনও মাথা ব্যাথা নেই। এবারের বিশ্বযুদ্ধ হলে নিশ্চয় তিব্বত মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রচেষ্টা করবে ঠিক যেমনটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে দক্ষিণ এশিয়া থেকে ব্রিটিশ বিদায় হবার পর অনেকগুলি রাষ্ট্র আত্মসম্মান ফিরে পেয়েছিল। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বন্ধের জন্য বিশ্বের রাষ্ট্র নেতাদের সজাগ হওয়া জরুরি এবং এখনই।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ’

তখন অন্তরে ব্রহ্মভাব সুবিস্তৃত হয়, সেই ব্রহ্মভাগ আর কখনও অস্তমিত হয় না। এইভাবে জীবন্মুক্ত হয়ে যোগিগণ অপার আনন্দে জগতে বিচরণ করেন এবং অবশেষে নাম–রূপ উপাধির আভাসটুকুও বর্জন করে বিদেহমুক্তি লাভ করেন।

সুতরাং বুদ্ধিমানের পক্ষে আমি কে, এই সংসার কারা ইত্যাদি ব্রহ্ম–জিজ্ঞাসা সযত্নে বিচার করা উচিৎ। অন্ধকার রাতে প্রদীপের সাহায্যে যেমন সব কিছু দৃষ্টিগোচর হয় তেমনভাবে উপনিষদ সিদ্ধান্তই পুরুষার্থ লাভের সহয়ে হয়ে যাকে। বিচারকুশলীর কাছে দুরূহ বিষয়ও সহজগম্য হয়, কিন্তু বিচার–বিবেক না থাকলে জীবের কাছে সহজ বিষয়ও অগম্য বোধ হয়। তাই বিবেকবিহীন ব্যক্তিকে প্রকৃতই অন্ধ বলা যায়। সুতরাং হে রাম। তুমি শমশীল, এখন বিচারবান হও।

বশিষ্ট বললেন– হে রাম! সন্তোষ হল মুক্তিমন্দিরের তৃতীয় দ্বারপাল। সন্তোষ পরম মঙ্গলজনক, সুখপদবাচ্য। কারণ সন্তোষশীল পুরুষই প্রকৃত বিশ্রাম লাভ করতে পারেন। সন্তোষ লাভ হলে যাবতীয় সম্পত্তি এমনকি সুবিশাল সাম্রাজ্যকেও তৃণবৎ জ্ঞান করা যায়। দৈন্যভাব, উদ্বেগ তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। যিনি বিষয়ের আকাঙ্খা করেন না, আবার অপ্রত্যাশিত বিষয়ের প্রাপ্তিতেও আনন্দিত হন না, তিনিই সন্তোষবান্। মলিন আয়নায় যেমন প্রতিবিম্বপাত হয় না, তেমনই অসন্তুষ্ট অন্তঃকরণে জ্ঞানের প্রতিফলন সম্ভব হয় না। সন্তোষবাণের কোন আধিব্যাধি পীড়া থাকে না। নিতান্ত দরিদ্র হলেও তিনি অতুল সাম্রাজ্যের অধীশ্বরের চেয়েও বেশি সুখভোগী হন। যাবতীয় সমৃদ্ধি অনুগত প্রজার মত তাঁর সেবায় রত থাকে, এমনকি দেব–মুনিগণও তাঁকে প্রণম্য জ্ঞান করেন। সুতরাং হে রাম! তুমি সর্বদা সন্তোষবাণ হও।

হে মহামতে! এই সংসারসাগর উত্তীর্ণ হতে সাধুসঙ্গ বিশেষ উপকারক। সাধুসঙ্গে জ্ঞানের বিবৃদ্ধি হয়, অজ্ঞান–আগাছা উচ্ছেদ হয়ে আধিব্যাধি দূর হয়, ফলতঃ আপদ সম্পদে, এমনকি মৃত্যুও উৎসবে পরিণত হয়।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

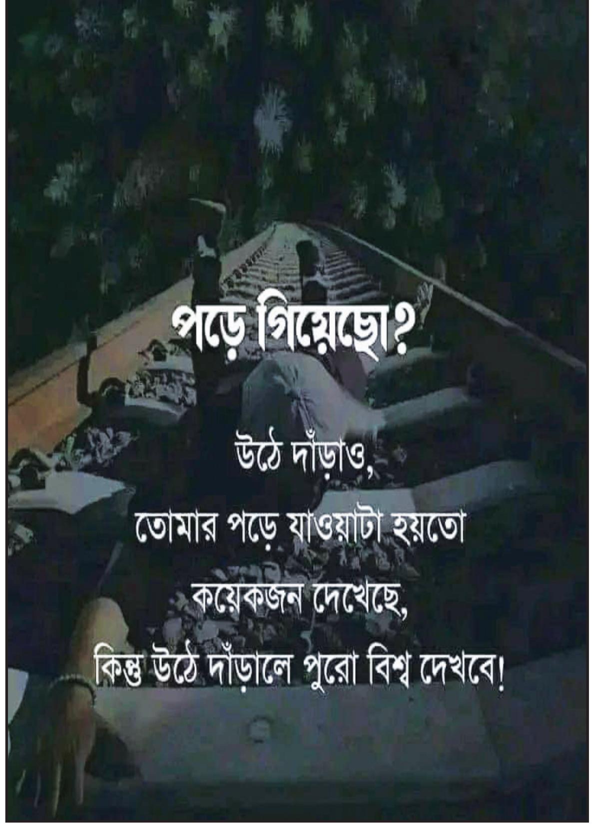

বসুধৈবঃ কুটুম্বকম্ – বিরোধীরা শত্রু কেন?

নির্মল গোস্বামী

মোদী ক্ষমতায় এলেন সংসদ ভবনের চৌকাঠে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে। মানুষ ভাবলেন আহাঃ গণতন্ত্রের ঠাকুর ঘরের এমনি ভক্তিমান পুরোহিতের প্রকৃত প্রয়োজন ছিল। এত দিনে বোধহয় তা পূর্ণ হল। মোদী নিজেকে গণতন্ত্রের পূজারী বললেন না, বললেন যে তিনি চৌকিদার। তিনি নাকি দেশের চৌকিদার, তাই গণতন্ত্রেরও চৌকিদার ধরে নিতে পারি। এখন শোনা যাচ্ছে শুধু দেশের চৌকিদার নন তিনি। তিনি সারা বিশ্বের পাহারাদারও। অতি সম্প্রতি তিনি অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে ভারতীয়দের সভায় খুব জমদার একখানা ভাষণ দিয়েছেন। যা শুনে বিশ্ববাসীও আপ্লুত। তিনি নাকি স্বপ্ন দেখেন ওয়ান আর্থ, ওয়ান নেশান, ওয়ান ভিশনের। ভারতের মর্মবাণী যা ঋক বেদে লিখিত আছে তা হল

‘বসুধৈবঃ কুটুম্বকম্’। যাদের এতো সমৃদ্ধ সংস্কৃতির অতীত গৌরব আছে তারা বুক ফুলিয়ে তা নিয়ে গর্ব করতেই পারে। বিশ্ববাসী তা শুনে রোমাঞ্চিত হতেই পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল আমাদের জাতীয় জীবনে কতটুকু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে আমরা মর্যাদা দি? আমাদের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আমরা গণতান্ত্রিকতাকে কতটা কার্যকরী রূপ দিতে পেরেছি?

মূল বিষয়ে আসার আগে এই সত্যটা আমাদের মেনে নিতে হবে যে ‘যুগে যুগে বড় কথা বলা মানুষের অভাব হয় নি। অভাব হয়েছে বড় কাজ করা মানুষের।’ ‘গড় ভারতীয়রা কর্মঠ জাতি’ এ বদনাম আজ পর্যন্ত কেউ দিকে পারেনি। তবুও যুগে যুগে এমন মানুষদের আবির্ভাব ঘটে ছিল যাদের জন্য আমরা অতীত নিয়ে বড়াই করতে পারি। যাঁরা কাজে ও কথায় ভেদ টানতে জানতো না। যাঁদের কর্ম আর ধর্ম একীভূত হয়েছিল। যাঁদের প্রতিদিনের ‘যাপন’ই ছিল ‘সাধন’ অথবা ‘সাধন’ই ছিল ‘যাপন’। যাঁরা সমগ্র জীবন সাগর মন্থন করে কেবলই অমৃত লাভ করে ছিলেন এবং তা সমগ্র মানব সমাজের জন্য সংরক্ষিত করে গেছেন। তাঁদের কথা বেশি বলার প্রয়োজন নেই।

এই যে পুঞ্জিভূত জ্ঞান যা বেদ নামে অভিহিত তা বিশ্ববাসীকে সমৃদ্ধ করলেও ভারতীয়দের ক্ষতি করেছে। না না, শুনে চমকে উঠবেন না বা আমাকে আবার হিন্দু বিদ্বেষী বলে দাগিয়ে দেবেন না যেন। কেন বলেছি তা একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করছি। ধরা যাক অতি ধনী এক ব্যক্তি তার প্রচুর সম্পদ রেখে মারা গেলেন। তার বংশধররা জানে যে বাবার এতে সঞ্চিত সম্পদ আছে যে আমরা পুরুষানুক্রমে বসে খেলেও ফুরাবে না। সুতরাং তারা আর উপার্জনের জন্য চেষ্টা করল না। একদিন সেই সঞ্চিত অর্থ শেষ হবে। তখন দেখা যাবে হয়তো ছেলেরা বৃদ্ধ হয়েছে তাদের ছেলেপুলেরা যুবক হয়েছে এমন সময় সঞ্চয় শেষ হল। তখন তারা কি করবে? কপাল চাপড়াবে। অপর দিকে যাদের বাবাদের সঞ্চিত সম্পদ থাকে না, তারা বাঁচার তাগিদে লেখাপড়া শিখে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে পূর্ব পুরুষের সম্পদ না থাকাটা তাদের কাছে আশীর্বাদ স্বরূপ। বাঁচার তাগিদে তারা পথ ও পাথেয় জোগাড় করতে সমর্থ হয়।

আমাদের দেশ কতকটা ওই ধনীর সন্তানদের মতো। আমাদের আর জ্ঞানার্জনের চেষ্টা নেই। কেন? না সব কিছু ‘বেদে’ আছে। কর্মের মাধ্যমে যে বাস্তব জ্ঞান আহরণ করতে হয় সেই প্রয়োজন আমরা বোধহয় অনুভবই করিনি। আমরা অনায়াসে বলতে পারি যে ‘বসুধৈবঃ কুটুম্বকম’। কিন্তু নিজের দেশের বিরোধী দলের লোকজনকে চরম এবং পরম শত্রু বলে শুধু মনে করি, সেই অনুযায়ী আচরণ করি।

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে প্রাচীন গণতন্ত্র বলে বিদেশে গলাফাটিয়ে বলি কিন্তু নিজের দেশে বিরোধী শূন্য পঞ্চায়েত বা লোকসভা, বিধানসভা আমরা চাই এবং সেই উদ্দেশ্যে নিরলস প্রয়াস করে চলি। কেন বলি প্রাচীন গণতন্ত্র? কারন ঐ অতীতের বৈশালী, লিচ্ছবিতে গণপরিষদের মাধ্যমে শাসন চলত। সেই গচ্ছিত পুঁজির মতো ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘‘সাহিত্যের সত্য মূল্য নাহি দিয়ে– সাহিত্যের খ্যাতি করি চুরি। ভালো নয় ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি’’ আমরা আমাদের নেতারা সব ওই সৌখিন মজদুর।

মনে করতে পারি যে মোদীজি প্রধানমন্ত্রীর পদে বসেই র‍্যাফাল বিমান কিনবেন বলে ঠিক করলেন। সেই উদ্দেশ্যে সংসদের বিরোধী দলের নেতাকে রেখে একটা কমিটি ঠিক করে দিলেন। সেই কমিটিই দরদাম করে র‍্যাফাল বিমান কিনল। এমনটা যদি হতো তাহলে কেউ কোন প্রশ্ন করতেই পারত না। অতিমারির সময় পি এম কেয়ার কাণ্ডে কত টাকা উঠেছে, কত টাকা কোন কোন খাতে খরচ করেছে এবং এখনও কত টাকা আছে এই সব তথ্য যদি লোকসভায় পেশ করতেন মোদীজি তাহলে দেশের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়ত। সফল গণতন্ত্রের প্রধান অঙ্গ যে বিরোধী দল। তাকে মান্যতা দিলে গণতান্ত্রিকতাকেই সমৃদ্ধ করা হয়। এই কাজ করলে মোদীর কোন লোকসান হত না। সুনাম হতো। কিন্তু তবুও তিনি বা তাঁর দল সেদিকে পা না বাড়িয়ে উল্টো পথে হাঁটলেন। এতে করে বিরোধী দল ও মানুষের মনে স্বচ্ছতা সম্বন্ধে সন্দেহের উদ্রেক হল।

মোদীজির নেতৃত্বে ১২০০ কোটি টাকা খরচ করে নতুন সংসদ ভবন তৈরি হল। একদিন মোদীজি সমস্ত দলের একজন করে প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করে দিলেন। সেই কমিটিই ঠিক করল কবে এবং কেমন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সংসদ ভবনের উদ্বোধন হবে। কে উদ্বোধন করবে রাষ্ট্রপতি না কি প্রধানমন্ত্রী তা সেই কমিটিই ঠিক করবে। এটা যদি হতো তাহলে আজ বিরোধীরা অনুষ্ঠান বয়কট করার অজুহাতই পেত না। টাকা কারো বাপের নয়। জনগণের আইন সভার মাথা তো রাষ্ট্রপতি। সংসদের তৈরি আইন রাষ্ট্রপতি সই করলে তবেই তা আইনে পরিণত হয়। আবার মোদীজির মনোমত রাষ্ট্রপতি বর্তমান আছেন তবু তাঁকে বাদ দেওয়া কেন? এই প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক। গণতন্ত্র মানে ইচ্ছা করে বিতর্কের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা নয়। সচেতন ভাবে বিরোধীদের হাতে কোন অস্ত্র তুলে না দেওয়াটাই গণতন্ত্রের সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। মোদীজী এবং তাঁর দল এই কাজটি অনায়াসেই করতে পারতেন কিন্তু তা করেন না। উল্টে এক নায়কতান্ত্রিক মনোভাব নিয়ে কাজ করে চলেছেন। অথচ গণতন্ত্রের জয়ঢাক পিঠে বয়ে বেড়াচ্ছেন। বিরোধীদের শত্রু ভাবাটা সমীচীন নয়। প্রশ্ন হল বিরোধীরা প্রধান মন্ত্রীর শত্রু হতে পারে কিন্তু দেশের শত্রু তো নয়। তাহলে দেশহিতের কোন কাজে তাদের সঙ্গে আলোচনা নয় কেন? ফলে যারা অন্য দলের লোকেদের শত্রু ভাবে তারা পৃথিবীবাসীকে আত্মীয় মনে করে এটা মানতে মন চায় কি? বেদের জ্ঞান বেদেই রয়ে গেছে– নেতাদের মনে তার ঠাঁই নেই। তাই গণতন্ত্রের সৌরভ থেকে আমরা ক্রমেই বঞ্চিত হচ্ছি।

দেশ দেশান্তরে

ভারতের চাল

প্রণব গুহ

চিন–পাকিস্তানের ভারত বিদ্বেষ কে না জানে। একজনের ভৌগোলিক আগ্রাসন আর অন্য জনের ধর্মীয় গোঁড়ামির আগ্রাসন। দুজনেরই ভারতের সার্বভৌমত্বের উপর আঘাতের পরিকল্পনা। এদের মুখোশ খুলে দিতে সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশানের বৈঠকে এবারের সভাপতি

দেশ ভারত আলোচনার বিষয় রেখেছে– সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মাননা। এবারের এসসিও গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ভারত, পাকিস্তান, চিন। বৈঠক হওয়ার কথা আগামী ৪ জুলাই নয়া দিল্লিতে। আসার জন্য তৈরি ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন। কিন্তু সাড়া দিল না চিন। ফলে ভার্চুয়াল বৈঠকের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে বৈঠকের বিষয়বস্তু দেখে চিন পাকিস্তান যোগ দেবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। শেষ পর্যন্ত যদি না যোগ দেয় তাহলেও মুখোশ খুলে যাবে চিন–পাকিস্তানের।

এই বৈঠকের আগেই চিন ফের অস্থিরতা তৈরির আয়োজন শুরু করেছে। অরুণাচলের উল্টোদিকে প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর দ্রুততার সঙ্গে মডেল গ্রাম বানানো শুরু করেছে। ট্রাকে করে কংক্রিটের ব্লক

এনে পর পর সাজিয়ে তৈরি হচ্ছে গ্রামগুলি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে এক একটি গ্রামে ২০০ জনের মত থাকতে পারে। বদ মতলব আছে তাই তৎপর হয়েছে ভারতীয় সেনাও। এর আগে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ অরুণাচলের বিভিন্ন জায়গার নাম বদল করে ম্যাপ প্রকাশ করেছিল চিন। এবার সীমান্তের ধারে গড়ছে গ্রাম। বোঝাই যাচ্ছে অরুণাচল নিয়ে একটা ঘোট পাকাবার চেষ্টায় আছে চিন।

এই পরিপ্রেক্ষিতে আগামী জুলাইয়ের এসসিও বৈঠক যে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যদি পাকিস্তান ও চিন এই বৈঠকে সত্যি সত্যি যোগ দেয় তাহলে ভারতের দেওয়া বিষয়ে তাদের বক্তব্য দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে। তবে যে বৈঠকই হোক না কেন এত সহজে যে চিন পাকিস্তানের মনোভাব বদলাবে না সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবুও সকলের সামনে বার বার এদের মুখোশ খুলে দেওয়ার সুযোগ কাজে লাগানো দরকার।

রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধে এটা প্রমাণ হয়ে গেছে বড় শক্তির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ লড়াইয়ে আজ আর কেউ নামবে না। যা করতে হবে নিজের জোরে, নিজেকে নিজে রক্ষা করার ক্ষমতায়। সেই দিকেই এগোচ্ছে ভারত।

কর্ণাটকের পর এই মুহূর্তে বিজেপির প্রয়োজন তৃণমূলকে

আরিফুল ইসলাম

তৃণমূলের নবজোয়ার যাত্রা বা পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে অভিষেকের রথ থামিয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সিবিআই দফতরে হাজিরার নির্দেশে সাধারণ মানুষ যতই আনন্দে মেতে থাকুন, মোদী – শাহ’র বিজেপি তৃণমূল কংগ্রেসকে চাপে রাখতে চাইছে, তা কিন্তু মোটেই নয়। বরং কর্ণাটক নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের কাছে দুরমুশ হওয়া বিজেপির এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড়ো ভরসার জায়গা বা বড়ো প্রয়োজন তৃণমূল কংগ্রেস বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

সাদা চোখে রাজনৈতিক ঘটনাগুলো আমরা যা দেখি বা সংবাদপত্রে যা পড়ি, রাজনৈতিক ল্যাবরেটরিতে বিক্রিয়ায় তা অন্য রঙ ধারণ করে, এটা বহুবার প্রমাণিত হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তার দলের একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচির মধ্যে সিবিআইয়ের দুর্নীতি দমন শাখা জরুরিভিত্তিক হাজিরার নির্দেশ দিল। তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হুঙ্কার ছাড়লেন অভিষেক গ্রেফতার হলে তিনি নাকি ‘জনজোয়ারকে জনপ্লাবনে’ পরিণত করবেন। কিন্তু রাজ্যের তাবড় বিজেপি নেতা তো দূরের কথা, সান্ধ্যবাসরের মুখপাত্ররাও খুব ভালো করেই জানতেন অভিষেক গ্রেফতার হবেন না। সেজন্যই তাদের মধ্যে কোনও আগাম উচ্ছ্বাস ছিল না বা আগ বাড়িয়ে কোনও মিডিয়া বাইটও দিতে দেখা যায়নি। যেটা যথেষ্ট লক্ষণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাভাবিক ভাবেই দেখা গেল কেন্দ্রীয় এই গোয়েন্দা সংস্থা আদালতের নির্দেশে নিছক একটা রুটিন সমন পাঠিয়ে দায়িত্ব পালন করতে চেয়েছে মাত্র। গোটা ঘটনার নির্যাস প্রিন্ট মিডিয়ার কিছু কলাম ভরানো বিষয় জুটলো, বৈদ্যুতিক মাধ্যম সান্ধ্যবাসরের খোরাক পেল, কিছু সোশ্যাল মিডিয়া হৈ হৈ করল। ব্যাস, কয়েকটা দিন বাদে মানুষের মন থেকে গোটা বিষয়টাই লোপাট হয়ে গেল। কিন্তু ঘটনাচক্রে উল্টো এমন না হয়ে যায় সিবিআই(পড়ুন বিজেপি) অভিষেককে সমন পাঠাতে গিয়ে ব–কলমে তৃণমূলকে ডিভিডেন্ড দিয়ে দিল। রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া তৃণমূলকে কি অলক্ষ্যে অক্সিজেন জুগিয়ে দিলেন মোদী – শাহ? কেন? যাতে সি পি এম – কংগ্রেস জুটি পঞ্চায়েত নির্বাচনে যে দখিনা হাওয়া তৈরি করেছে, তার সুবিধা নিতে না পারে। একে বলে হাই লেভেল পলিটিক্স। অর্থাৎ সাদা চোখে যা দেখেন সেটাই রাজনীতির থ্রি – ডি কালো চশমায় অন্য কিছু দেখতে পাবেন। দেখুন কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে। রাহুল গান্ধীর কংগ্রেসের কাছে ভরাডুবির পর মোদী – অমিত শাহ জুটি বা আর এস এস – এর থিঙ্ক ট্যাঙ্ক’কে রীতিমতো ভাবাচ্ছে তাদের রাজনৈতিক ট্যাকটিকস। কারণ এর আগে ২০১৮ – র এই কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস – জেডিএস যৌথ সরকারকে অন্যায় ভাবে। ক্ষমতা প্রয়োগ করে শাসন ক্ষমতা কেড়ে নিয়েছিল বিজেপি। এবার তার সমুচিত উত্তর কর্ণাটকের জনগণ মোদী – শাহ’কে সুদে–আসলে দিয়ে দিয়েছে।

এদিকে বিগত ১০ বছরে খাদের কিনারে ঠেলতে ঠেলতে মোদীর বিজেপি জাতীয় কংগ্রেসকে ছবি করে দিয়েছিল। সেখান থেকে পাল ছেঁড়া, ভেঙে পড়া, নৌকো নিয়ে রাজনীতির উত্তাল সমুদ্রে অসুস্থ মা সোনিয়া গান্ধী ও বোন প্রিয়াঙ্কাকে নিয়ে রাহুল গান্ধী যেভাবে কর্ণাটকে বৈতরণী পার করলেন তাতে রাজনৈতিক মহলে ধন্য ধন্য পড়ে গেছে। মোদী ব্রিগেডের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে জাতীয় কংগ্রেস

রাজনীতির পটে

পার্টিতে গান্ধী পরিবার এখনোও যে ‘ব্র্যান্ড ইকুইটি’ সেটা কিন্তু রাহুল গান্ধী নয়া ফ্রেমে প্রমাণ করেছেন। শুধু কংগ্রেস দলেরই ক্ষেত্রে কেন সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি বিরোধী সাধারণ মানুষের মনে আস্থা ভরসা জাগাতে পেরেছেন। মোদী–শাহের ছুটে চলা অশ্বমেধের ঘোড়া দাক্ষিণাত্যের অন্যতম অর্থনৈতিক এই রাজ্য থামিয়ে দেয়। আর এখানেই জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে বিজেপির কপালে ভাঁজ পড়ে।

কারণটা খুবই পরিষ্কার, ঠিক আগামী এক বছরের মধ্যেই ২০২৪ – এর লোকসভা নির্বাচন। এই সাধারণ নির্বাচনের আগে রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, তেলঙ্গানা, মিজোরাম মোট পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। এর মধ্যে বিজেপি–কংগ্রেস উভয়েরই ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান। রাজস্থানে অশোক গেহলটের কংগ্রেস সরকার। বিজেপি অনেক চেষ্টা করেও সরকার ভাঙতে পারেনি। কিন্তু মধ্যপ্রদেশে কমলনাথের সরকারকে ২০১৮ – সালে অন্যায় ভাবে মোদী–শাহ ছিনিয়ে নিয়েছিল। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা এই পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের সেমিফাইনাল বা পাখির চোখ বলে মন্তব্যও করেছেন। সুতরাং এই পাঁচ রাজ্যে বিজেপি যদি আশানুরূপ ফল করতে না পারে তার প্রতিক্রিয়া সরাসরি লোকসভা নির্বাচনে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল। এই আশঙ্কা বিজেপির আঁতুরঘর নাগপুরে আরএসএসে’র সদর দফতর করছে। তার রিপোর্টও লুকিয়ে থাকেনি। তা–ই তারা মোদী–শাহকে সাবধানে পা ফেলতে বলেছেন।

২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে জি.এস.টি., এন.আর.সি., সি.এ.এ., মুসলিম মহিলাদের বিবাহ বিচ্ছেদে তিন তালাক রদ বিল সহ প্রায় ৪০ টা আইন বিজেপি পাস করিয়েছে। সেই সময় রাজ্যসভায় সংখ্যালঘু থাকার ফলে গেরুয়া শিবিরের একক ভাবে বিল পাস করানোর ক্ষমতা ছিল না। এমন কী এন.ডি.এ. সতীর্থ দলের যোগফল ও নিম্নসভায় বিল পাস করা যাচ্ছিলো না। সেই সারদা–নারদ মামলার উত্তাল সময়ে তৃণমূল কংগ্রেস কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে, কখনো বা পেছনের দরজা দিয়ে বিজেপিকে বিজয়ী হতে সাহায্য করেছিল। এই কর্ণাটক নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় রাজনীতির হাওয়া মোরগ আবার তৃণমূলের পালে না চাইতেই ঘুরে গিয়েছে। কর্ণাটক নির্বাচনের ঠিক আগে এই রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের হাওয়া গরম করতে গিয়ে অমিত শাহ চিৎকার করে বাংলার মানুষের কাছে ৪২ টি লোকসভা আসনের ৩৫ টা চেয়েছিলেন। বাকিটা তাহলে ইতিহাস গড়বেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার গড়ে। কোনও সন্দেহ নেই, গরু পাচার কয়লা পাচার – বালি পাচার – শিক্ষক নিয়োগ দূর্নীতিতে সিবিআই, ইডি, আয়কর দফতরের সাঁড়াশি আক্রমণে বিদ্ধ তৃণমূল আজকের আমার এই প্রতিবেদন লেখার সময় নিশ্চিত অনেকটা হালকা অনুভব করছে।

অনুব্রত – মানিক – কুন্তলদের ডজন খানেক চুনো – পুঁটি, দু – একটি চারা পোনা ধরা পড়লেও দু’শো ভাগ নিশ্চিত কোনও রুই – কাতলা ধরা পড়বে না। আগেই বলেছি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে যেটা হলো সেটা সাধারণ মানুষের চোখে ইংরেজির ‘আইওয়াশ’ ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনেকে বলেন না বা আমরা সিনেমায় ডায়লগ দেখি শুনি – কানুন কে হাত বহু লম্বা হোতা হ্যায়’? (পড়ুন রাজনীতি কা হাত বহু লম্বা হোতা হ্যায়)। আইন আছে, কিন্তু আইনের অজস্র ফাঁকও আছে। বিচার ব্যবস্থা মানেই বিচারপতিই শেষ কথা নয়। বিচার ব্যবস্থা যদি একটা চেয়ার হয়, একজন বিচারপতি ওই চেয়ারের একটি পায়া মাত্র। শিক্ষক দুর্নীতি নিয়ে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রয়াস প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু কুন্তল – অভিষেককে মুখোমুখি বসিয়ে কেন জেরা করছেন না। সিবিআইকে এই কথা বলার পর আমরা কী দেখলাম কী দেখলাম, বিশেষ দু’টো মামলা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁর এজলাসে থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। সুতরাং রাজনৈতিক নেতাদের হাত বহু বহু লম্বা হোতা হোতা হ্যায়।

এর মধ্যে আরও দুটি ঘটনা বাংলার রাজনীতিতে ট্যুইস্ট নিয়ে এসেছে। একটি সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের গ্রেফতার এবং অন্যটি বায়রন বিশ্বাসের দলবদল। একে অপরের পরিপূরক কিনা সেটাও ভাবনায় আনতে হচ্ছে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদ করার কয়েকদিনের মধ্যে বায়রন বিশ্বাসকে বাম কংগ্রেস জোট থেকে ছিনিয়ে নেওয়া রাজনীতিতে একটা অন্য তাৎপর্য বহন করছে। কংগ্রেসকে দুর্বল করে কি বিজেপিকে পাশে থাকার বার্তা দিল তৃণমূল। আবার সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে জালে তুলে সিবিআই তৃণমূল কংগ্রেসের শরীরে এমন জ্বালা ধরিয়েছে যা আত্মসমর্পণ ছাড়া লাঘব সম্ভব নয় বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রিয় পাঠক, রাজনীতির হাওয়া মোরগের যে গল্প এখন শোনালাম, তাতে এইটুকু পরিষ্কার যে জাতীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আচমকাই চাপে পড়া বিজেপির এই মুহূর্তে বেশি বেশি করে প্রয়োজন তৃণমূল কংগ্রেস বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রয়োজন………?

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

প্রখর গরমে গরু–মহিষের দুধের পরিমাণ বাড়বে কীভাবে?

নিজস্ব প্রতিনিধি : গ্রামীণ অর্থনীতিতে পশুপালনের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। দিন দিন বাড়ছে গরুর দুধের চাহিদা। এছাড়াও দুধের পাশাপাশি গরু এবং মহিষের দ্বারা প্রাপ্ত জৈব সার ব্যবহার করা হচ্ছে কৃষিকাজে। পশুপালনে রয়েছে উচ্চ আয়ের সম্ভাবনা। তবে পশুপালনকারিদের নজর দিতে হবে পশুদের স্বাস্থ্যের দিকে। আর এই প্রখর গ্রীষ্মতে তাঁদের শরীরে নানা অসুখের বাসা বাঁধে তাই নজর দিতে হবে স্বাস্থ্যে।

গ্রীষ্মের প্রখর তাপে পশুদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁদের মধ্যে অলসতা দেখা যায়। এর প্রভাব দেখা যায় দুধ উপাদনের ক্ষেত্রে। আর এই গরুর দুধের উপাদন যাদের আয়ের উৎস তাঁদের অনেক ক্ষতির মুখে পড়তে হয়। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য পশু অভিভাবকদের পশুদের খাবার ও পানীয়ের যত্ন নিতে হবে। কিছু ঘরোয়া প্রতিকার গরুর দুধের পরিমাণ বাড়াতে সাহায্য করতে পারে।

এসব বিষয়ে বিশেষ যত্ন নিন এই গরমে পশুদের সকাল এবং সন্ধ্যায় দুবার স্নান করান। প্রতিদিন ৪ থেকে ৫ বার পরিষ্কার এবং ঠাণ্ডা জল দিন। তাপমাত্রা বাড়লে এক বালতি জলে ২৫০ গ্রাম চিনি এবং ২০–৩০ গ্রাম লবণ মিশিয়ে পশুকে খাওয়ান।

গরম বাড়লে সকাল ১০ টা থেকে বিকেল ৫ টা পর্যন্ত পশুকে ছায়াতে রাখুন। ১০ কেজি শুকনো চারায় ৪ কেজি ভুট্টার পিঠা, ৩ কেজি তেলের পিঠা, ২.৫ কেজি তুষ, ৫০০ গ্রাম গুড় মিশিয়ে খাবার তৈরি করুন এবং প্রতিদিন ৫০ গ্রাম খনিজ মিশ্রণ খাওয়ান। সময়মতো পশুদের টিকা দিন। এই ব্যবস্থাগুলি পশুদের দুধ বৃদ্ধি করবে পশুদের কাউপিস ঘাস খাওয়ান। কাউপিয়া ঘাসে রয়েছে ফাইবার, প্রোটিন এবং ঔষধি গুণ, যা পশুদের দুধের পরিমাণ বাড়ায়। দুধ বাড়াতে এবং পশুদের সুস্বাস্থ্যের জন্য অ্যাজোলা ঘাসও খাওয়ানো যেতে পারে। এই ঘাস জলে জন্মায়। এই পুষ্টিকর সবুজ খাদ্য প্রাণীদের জন্য একটি লাইফলাইনের মতো। প্রতিদিন ২০০ থেকে ৩০০ গ্রাম সরিষার তেল এবং ২৫০ গ্রাম গমের আটা নিন। এর মিশ্রণ তৈরি করে রাখুন। এই মিশ্রণটি ৭–৮ দিন ধরে খাওয়ান যখন প্রাণীরা সন্ধ্যায় চারণ এবং জল খায়।

বঙ্গে এবার সবচেয়ে বড় কৃষি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলার বুকে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সবচেয়ে বড় কৃষি মেলা। জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং কৃষি জাগরণের যুগ্ম প্রচেষ্টায় অনুষ্ঠিত হতে চলেছে কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০২৩। আগামী ২৮ এবং ২৯ নভেম্বর জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হবে এই মেলা। পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের একজোট করতে এবং ব্যবধান কমাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এই মেলা।

এই মেলার মূল থিম হল এক্সপ্লোর দ্য আনএক্সপ্লোর্ড এফ্লুয়েন্ট এগ্রি ওয়েস্ট বেঙ্গল। কৃষি জাগরণ এবং জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এই মেলার মাধ্যমে কর্পোরেটদের একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করছে। পাশাপাশি এই মেলার মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকার কৃষকদের কথা এবং তাঁদের পরিস্থিতি জাতীয় স্তরে আনার প্রচেষ্টা করছে। এছাড়াও কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য প্রদান করে কৃষি বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদান এবং প্রচার করতে সহায়তা করবে।

কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০২৩ এর উদ্দেশ্য

কৃষি প্রযুক্তি মেলা ২০২৩–এর উদ্দেশ্য হল পশ্চিমবঙ্গের কৃষক সম্প্রদায়গুলিকে উন্নত করা এবং তাঁদের নতুন কৃষি প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক ক্ষেত্র সম্পর্কে সচেতন করা। এই মেলা রাজ্যে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতকে সমৃদ্ধ করতে একটি বড় ভূমিকা পালন করবে। মেলাটি কৃষকদের কৃষি–উদ্যোক্তা, বিজ্ঞানী, সরকারী সংস্থা, সমিতি এবং অন্যান্য কৃষি সম্পর্কিত সংস্থার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি আদর্শ নেটওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম প্রদান করছে। এই মেলায় অনুষ্ঠিত হবে প্রদর্শনী, কৃষি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে আলোচনা, কৃষি ও সংশ্লিষ্ট খাতের প্রযুক্তিগত বিষয়ের উপর সেমিনার এবং পণ্য প্রদর্শনী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সিনিয়র সায়েন্টিস্ট এবং জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের হেড ডঃ বিপ্লব দাস। এছাড়াও এই মেলায় থাকবে ৫হাজারের বেশি প্রগতিশীল কৃষক।

জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র সম্পর্কে

জলপাইগুড়ি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকে

অবস্থিত। এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রটি মূলত ১৯৮৩ সালে রামকৃষ্ণ সেবা কেন্দ্র নামে একটি বেসরকারি সংস্থার অধীনে শুরু হয়েছিল। এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র ভারতের পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ভারতীয় কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অনুমোদন পেয়েছে।

কৃষি জাগরণ সম্পর্কে

গত তিন দশকে কৃষি সাংবাদিকতায় তার শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরিচিত, কৃষি জাগরণ প্রিন্ট এবং ডিজিটাল থেকে সোশ্যাল মিডিয়া পর্যন্ত বিভিন্ন ফরম্যাটে একটি অদম্য চিহ্ন রেখে গেছে, কৃষি জাগরণের কৃতিত্বগুলি 'লিমকা বুক অফ রেকর্ডস' দ্বারাও স্বীকৃত হয়েছে। 'কৃষি উদ্যোক্তা কৃষক রতন পুরস্কার'–এও ভূষিত হয়েছে কৃষি জাগরণ। আমাদের বর্তমানে ১২টি ভাষায় অ্যাক্সেস সহ ২৩টি সংস্করণ রয়েছে। কৃষি জাগরণ সমস্ত রাজ্যে এবং দেশের সর্বাধিক প্রচারিত কৃষি–গ্রামীণ পত্রিকা হিসাবে বিবেচিত হয়।

এই মেলা সংক্রান্ত আরও বিস্তারিত তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন
Mr.Subhra Mohanty– 9818838998
Jyoty Dey– 9818896949

মাঠেই পুড়ে যাচ্ছে সবজি!

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাড়ছে গরম। রাজ্যজুড়ে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। ঘরের বাইরে পা রাখা মুশকিল হয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষের। ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে জারি করা হয়েছে কমলা সতর্কতা। চাঁদিফাটা রোদে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে চাষে। মাঠেই শুকিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সবজি। যার ফলে উপাদন কমছে ফলনে। হুগলি জেলার বেশিরভাগ অংশ চাষের ওপর নির্ভরশীল। এই জেলার বেশিরভাগ বাসিন্দা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। এখন এই জেলায় মাঠে হচ্ছে গ্রীষ্মকালীন ফলন। কিন্তু প্রচণ্ড গরমে মাঠেই শুকিয়ে যাচ্ছে ফসল। এত পরিমাণ জলের জোগান কোথা থেকে পাবে চাষিরা। সেই নিয়ে চিন্তায় মাথায় হাত হুগলির কৃষকদের। এছাড়াও রয়েছে পোকার উপদ্রব। বৃষ্টি না হওয়ার ফলে একদিকে শুকিয়ে যাচ্ছে আনাজ আবার অন্যদিকে যেটুকু বেঁচে থাকছে সেগুলি খেয়ে নিচ্ছে পোকা।

তাই স্বাভাবিক ভাবেই ফলন কমে যাওয়ায় বাজারে আকাশ ছোঁয়া হচ্ছে সবজির দাম। বাজারে সবজি কিনতে গিয়ে মধ্যবিত্তের পকেটে পড়ছে টান। সঠিক ফলনের জোগান নেই তাই বাড়ছে সবজির দাম। এরকম যদি চলতে থাকে আগামী দিনে আরও বাড়বে সবজির দাম। আবার অন্যদিকে ফলন ঠিকঠাক না হলে মাথায় হাত পড়বে কৃষকদের। খরচের টাকাও উঠবে কিনা সেই নিয়ে ঘুম উড়ছে কৃষকমহলে। ইতিমধ্যেই কৃষি দফতরের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে নির্দেশিকা। গরমের দাপট এড়াতে সময়মত সেচ এবং স্প্রে এর ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি কৃষকদের দুপুরের আগেই মাঠ থেকে বাড়ি ফিরে আসার পরামর্শ দিয়েছে চিকিসকরা। হাওয়া অফিস সুত্রের খবর এই সপ্তাহেও চলবে তীব্র গরমের দাপট। বরং আরও ১ থেকে ২ ডিগ্রি বাড়তে পারে তাপমাত্রা। তীব্র গরমের জন্যই ১ সপ্তাহ স্কুল এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার।

ক্যান্সার আক্রান্ত হয়েও লেটার মার্কস অর্জন তিয়াসার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শুধুমাত্র মনের জোরে ক্যান্সারের মতো মারণ রোগকে চ্যালেঞ্জ করে এবছর উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল জয়নগরের তিয়াসা প্রামানিক। আর তাতেই এলো বড়সড় সাফল্য। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কলা বিভাগে তিন তিনটি বিষয়ের উপরে লেটার মার্কস পেয়ে নজির গড়লো জয়নগরের তিয়াসা। আগামী দিনে সংগীত নিয়ে পড়াশোনা করতে চায় সে।

জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৮ নং ওয়ার্ডের ঘোষ পাড়াতে বাবা–মা, ঠাকুমা ও ভাইয়ের সঙ্গে বসবাস করে। বাবা তাপস প্রামানিক পেশায় কাপড় ব্যবসায়ী, আর মা স্বপ্না গৃহবধূ। ছোটবেলা থেকেই পড়াশোনার প্রতি খুব আগ্রহ ছিল তিয়াসার। পড়াশোনার পাশাপাশি গান নিয়েও চর্চা করতো সে। মাধ্যমিক পরীক্ষার পর জয়নগর ইনস্টিটিউশন স্কুলে কলা বিভাগে ভর্তি হয়। সেখান থেকে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ মিশন গার্লস স্কুলে তার পরীক্ষার সিট পরে। সেখানেই সে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে হুইল চেয়ারে বসে পরীক্ষা দেয়। তার জন্য আলাদা করে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিল নিমপীঠ গার্লস স্কুল কর্তৃপক্ষ। টানা তিন বছর ধরে এই রোগে আক্রান্ত হয়েও কোন ভাবেই ভেঙে পড়েনি সে। পরিবারের বাবা–মা মন ভেঙে গেছে। মেয়ের অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে একের পর এক ডাক্তার দেখিয়ে কোন সুরাহা পাচ্ছে না তিয়াসার পরিবার। যদিও এ বিষয়ে তিয়াসার বাবা এবং মা বললেন, তাদের মেয়ে পড়াশোনা যাই করুক না কেন সবার কাছে একটাই করুণা ও সুস্থ হয়ে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসুক। এটাই আমাদের আশা, আর আমরা

কিচ্ছু চাই না। ও জীবনে বেঁচে থাকুক এবং সুস্থ জীবনে ফিরে আসুক।

মনের জোরে যে শরীরের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা পরাজিত করতে পারা যায় তা আরো একবার প্রমাণ দিলেন জয়নগরের তিয়াসা প্রামানিক। আমরা সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করি, তিয়াসার শরীরের সব প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে আবারও সুস্থ জীবনে ফিরে আসুক। এলাকার মানুষও চান দ্রুত ভালো হয়ে উঠুক তাদের প্রিয় তিয়াসা। আর এই তিয়াসাকে অভিনন্দন জানিয়ে এলো বারুইপুর রিপোর্টার্স ওয়েল ফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে।

ইন্ডিয়ান অয়েলের উদ্যোগে কৃতি সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় রাজ্যে কৃতিদের মধ্যে মেধা তালিকায় প্রথম হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগণা মহেশতলার সারেঙ্গাবাদ নিবাসী শুভ্রাংশু সর্দার। সে নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র। শুভ্রাংশুর প্রাপ্ত নম্বর ৪৯৬। স্বভাবতই গর্বিত এলাকাবাসী। গত ২৬ মে বজবজ ইন্ডিয়ান অয়েল গ্যাস প্ল্যান্টের উদ্যোগে কোম্পানির জেনারেল ম্যানেজার শিখরণ ডাকুয়া, বজবজ মহেশতলার দুই বিখ্যাত ডিস্ট্রিবিউটার লালু বাবু ও গোপাল বাবু শুভ্রাংশুর বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তাকে অভিনন্দন ও

শুভেচ্ছা জানান এবং সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। শিখরণ ডাকুয়া বলেন, শুভ্রাংশুর উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন হলে সংস্থা সবরকম সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবে। মেধা ও অধ্যবসায় যে কোনধরণের আর্থ সামাজিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে যে সাফল্য এনে দিতে পারে, শুভ্রাংশু সর্দার তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই দিন একই সঙ্গে বজবজ মহেশতলা নেচার স্টাডি সেন্টারের পক্ষ থেকেও সম্পাদক জয়দেব দাস ও শিক্ষক শুভময় রায় কৃতি ছাত্রকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

অবৈধ জল ও খাদ্য

প্রথম পাতার পর

ডিস্ট্রিক্ট এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিরা গোপনসূত্রে খবর পেয়ে ওই জলের কারখানায় হানা দেন। কারখানায় তল্লাশি চালিয়ে পানীয় জলের বোতল সহ সমস্ত সামগ্রী উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় অশোকনগর থানায়। পাশাপাশি অশোকনগর পুর এলাকার দুই নম্বর খেলার মাঠ এলাকার একটি সস তৈরির কারখানায় হানা দেন তারা। সেখান থেকেও প্রচুর পরিমাণে কাসুন্দি, গোলাপ জল, কেওড়া জল ও সসের বোতল উদ্ধার করেন জেলা দুর্নীতি দমন শাখার আধিকারিকরা। পরপর দুটি কারখানায় হানা দিয়ে প্রচুর পরিমাণে তৈরি হওয়া জিনিসপত্র এবং বোতল উদ্ধার করে নিয়ে আসা হয় অশোকনগর থানায়। দুটি কারখানার মালিককে আটক করা হয়েছে। ব্যবসায়ীদ্বয়ের মধ্যে গোপাল পাল নামক ব্যবসায়ীর দাবি তার কাছে ব্যবসা করার লাইসেন্স রয়েছে। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত করছে পুলিশ।

প্রতিচ্ছবি

প্রথম পাতার পর

এরপর বাম আমলের বাংলা দেখেছে বেশ কিছু নৃসংশ হত্যাকাণ্ড। বিতশ্রদ্ধ বঙ্গবাসী একসময় আনল পরিবর্তন। ভেবেছিল বাম আমলের ভয়াবহতা কাটিয়ে বাংলা ফিরবে শান্তির পথে। কিন্তু এ কোন রাজনীতি শুরু হয়েছে বাংলায়! যেখানে বাঙালি কাটছে বাঙালিকে। কোল খালি হচ্ছে মায়ের, স্বামী হারাচ্ছেন বাঙালি বধূ। এসব ঘটনা প্রমাণ করছে আইনের শাসন রুদ্ধ হয়ে পড়েছে বাংলায়। পাশে দাঁড়াবে কে?

ধরা পড়বে 'ধেড়ে ইঁদুর'?

প্রথম পাতার পর

কোন উৎস থেকে এখানে টাকা আসত? এই সব প্রশ্নের উত্তর পেতে মরিয়া ইডি। তাহলে কি এবার 'বড় মাথা' বা ধেড়ে ইঁদুর ধরা পড়বে? এই সব প্রশ্ন পাক খাচ্ছে রাজ্যবাসীর মনে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে ইডির ডিরেক্টর দুঁদে অফিসার সঞ্জয় মিশ্র উড়ে এসেছেন কলকাতায়। সূত্রের খবর আগামী ৭২ ঘন্টায় কালীঘাটের কাকুকে ম্যারাথন জেরা করে ইডি চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আনতে চাইছে। এক সংবাদ মাধ্যমে এনএসজি এবং র'য়ের প্রাক্তন আধিকারিক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী জানান, ইডির ডিরেক্টর কলকাতায় আসা মানে খুবই গুরুত্বের বিষয়। আসলে ইডি চাইছে এই মিসিং লিঙ্ক কালীঘাটের কাকুকে যথেষ্ট নিরাপত্তা দিয়ে আসল তথ্য বার করতে। এ রাজ্যে কালীঘাটের কাকুর প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা আছে।

তবে কালীঘাটের কাকুর গ্রেপ্তারের পর গোটা রাজ্য জুড়ে তোলপাড় হলেয় শাসক দলের সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জী বা সাংসদ অভিষেক ব্যানার্জী এখনও কোনো মন্তব্য করেন নি।

বিজেপির প্রশিক্ষণ বর্গ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৭ মে তারাপীঠে শুরু হয় দুইদিনের বিজেপির বিস্তারক প্রশিক্ষণ বর্গ। পতাকা উত্তোলন করে সূচনা করেন রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার। সকালে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দেন বিজেপি সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষ,রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ জ্যোতিময় সিং মাহাতো। সিউড়ি জাতীয় সড়কের পাশে বিজেপি কার্যালয়ে আসেন সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, প্রথমপর্বে আমরা যে ২৪ টা লোকসভা কেন্দ্রে হেরেছি তার অন্তর্গত বিধানসভা কেন্দ্রগুলোতে বিস্তারক করা হবে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী কোথায় কি বলেন তার ঠিক নেই। পঞ্চায়েত ভোটের জন্য বোমা তৈরি হয়েছে সেটা উনি বলতে পারছেন না। পরীক্ষা দিয়ে তো আর কেউ চাকরি পাবে না। গোটা বীরভূম এখন বোমার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে আছে। পঞ্চায়েত ভোট প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি বলেন, পঞ্চায়েত সুষ্ঠু হবে না, আমরা সুষ্ঠু করবো। বাংলার জনগণ তৈরি আছে। তৃণমূল ভোট লুঠ করতে এলে বাংলার জনগণ বাধা দেবে। যে দেবতা যে ফুলে সন্তুষ্ট হয়। উন্নয়ন বাহিনীর গুরুদেব এখন জেলের ভেতরে। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিজেপি নেতা অনুপম হাজরার পোস্ট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি ওর পোস্ট দেখি নি, দেখলে পরে বলতে পারবো । শুক্রবার রাতে কলেশ্বর শিবমন্দিরে পুজো দেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ।

সিউড়ি হাসপাতাল থেকে উধাও রোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৬ মে রাত্রি আটটা নাগাদ দুর্ঘটনায় জখম দেউচা গ্রামের বাসিন্দা পবন বায়েন (৫২) সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি হয়। পরদিন ভোর থেকে জখম পবন উধাও বলে অভিযোগ পরিবারের। ছেলে পরেশ বায়েন বলে, রাতে বাবার সঙ্গে কথা হয়েছিল। থানায় অভিযোগ করলাম। পরিবারে কোনো অশান্তি ছিল না। আর এক রোগী বিদ্যাসাগর রানা বলেন, হাসপাতালে ভর্তি করার পর পবনের বেডের পাশে ছিলাম। রাত আড়াইটা পর্যন্ত জেগেছিলাম। তারপর চোখ লেগে যায়। উঠে দেখি পবন বেডে নেই। বাথরুম সহ আশেপাশে খুঁজে দেখি নেই। রোগী সহায়তাকেন্দ্রে মাইকিং করানো হয়। এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। রামপুরহাটগামী বাসে দেখে পবনকে বাড়ি পৌছে দেয় গ্রামের এক বাসিন্দা।

পথের কাঁটা দুর্নীতি আর বেকারত্ব

প্রথম পাতার পর

এবার ভেবে দেখার পালা ভারতের এই উন্নতির হিসাব চলছে পুরোটাই অর্থনীতির যোগ বিয়োগ গুন ভাগে। কিন্তু প্রশ্ন জাগে একটি দেশ কি শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষমতা বলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ হতে পারে? ভারত যেখানে দুর্নীতির সূচকে এখনো ৮৫ নম্বরে পড়ে রয়েছে সেখানে এই দাবি কি অনেকটা কষ্টকল্পিত নয়? চলতি বছরের এপ্রিল মাসের তথ্য বলছে ভারতে বেকারত্বের হার ৮.১১ শতাংশ। যা তার আগের মাসের চেয়ে কিছুটা বেড়েছে। মার্চ মাসে এই হার ছিল ৭.৮ শতাংশ। দেশের এই ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব কি উন্নত ভারতের পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়াবে না? এরপরও রয়েছে অপরাধ আর অসহিষ্ণুতার গেরো।

ভারতে একদিকে যেমন অর্থনীতি দ্রুত পায়ে এগোচ্ছে তেমনি মানবতা হাঁটছে পিছনের দিকে। এখনো জাত, ধর্মের বেড়াজাল আটকে রেখেছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম'এর গন্ডি। আজও দেশে সাঁওতাল জনজাতি আদিবাসীরা আছড়ে পড়ছে তাদের দাবি নিয়ে। বেকারত্বের বাইরে থাকা দুনিয়াটা কেমন বড় জানতে ইচ্ছা করে। যাঁরা বেকার নয় তাদের জীবনযাত্রা কেমন? দেশের প্রান্তিক অঞ্চলগুলো ঘুরলেই এর হদিশ মিলবে। শুধুমাত্র কোনও রকমে দিন গুজরানের মতো কাজ করেই কি উন্নত ভারতের সাথী হবে ভারতবাসী? শেষভাগে রইল জাতীয়তাবাদের প্রশ্ন। শ্রীঅরবিন্দ বলেছিলেন, ''ন্যাশনালিজম ইজ আ রিলিজিয়ন দ্যাট হ্যাজ কাম ফ্রম গড''। অর্থাৎ জাতীয়তা বোধ ভগবান প্রদত্ত একটি ধর্ম যা প্রত্যেকটি ভারতবাসীর পালন করা কর্তব্য। অথচ ভারতবর্ষে জাতীয় স্বার্থ লঙ্ঘনের প্রবণতা ক্রমশই বাড়ছে। প্রধানমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী ২০৪৭ সালে উন্নত ভারতের উজ্জ্বল পোশাকের তলায় কি কাঁটা হয়ে বিঁধবে না দুর্নীতি, বেকারত্ব, অপরাধ, জাতীয়তা বোধের অভাব? এ প্রশ্ন জাগে, তার কারণ পৃথিবীর হ্যাপি ইনডেক্স বা সুখী সূচক বলছে ১৩৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১২৬। যা পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মায়নমার ও বাংলাদেশেরও পিছনে। অর্থাৎ দ্রুততম অর্থনীতির দেশ ভারতবর্ষের মানুষ কিন্তু নিজেকে সুখী বলে মনে করছে না। যদিও ভারতের বিদেশমন্ত্রী ড. এস জয়শংকর এবং চিত্র নির্মাতা বিবেক অগ্নিহোত্রী এই সূচক সমীক্ষার বিরোধিতা করেছেন। তারা বলেছেন এই সূচক মোটেই বাস্তব সম্মত নয়। কিছু নির্দিষ্ট মানুষের মতামত নিয়ে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। তাঁদের দাবি ভারতের মানুষ যেভাবে মৌলিক অধিকার, বাক্ স্বাধীনতা, ধর্ম পালনের অধিকার ভোগ করে তা পাকিস্তান, বাংলাদেশে সম্ভব নয়। লক্ষ্য করার বিষয় বিদেশমন্ত্রী কিন্তু তুলনা টানতে গিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রগতির কথা তোলেন নি। তাঁকে নির্ভর করতে হয়েছে মানবতার ওপর। তাই আগামী ২৫ বছরে দুর্নীতি ও বেকারত্বের মুক্তি না ঘটিয়ে উন্নত দেশ হওয়া অলীক স্বপ্ন বলেই মনে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার দুর্নীতি দমনে উঠে পড়ে লাগলেও বেকারত্ব নিরসনে তেমন কোনও ভূমিকা নিতে পারেনি। সবটাই চলছে ডোল আর ক্ষতিপূরণে মলম লাগিয়ে। উন্নত ভারত মানে শুধু অর্থনৈতিক ভারত নয়, মানবিক ভারতও। সেই লক্ষ্যেই কাজ করতে হবে।

বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলরদের নিয়ে আলোচনায় সাংসদ বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রনব কর এবং ভাইসচেয়ারম্যান বিদ্যাসাগর সাউকে সরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সম্প্রতি জেলাশাসক বিধান রায়কে চিঠি দিয়েছিল সিউড়ি পৌরসভার বিক্ষুব্ধ ১৩ জন তৃণমূল কাউন্সিলর। রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের নির্দেশে সেই তেরোজন বিক্ষুব্ধ কাউন্সিলরদের নিয়ে মঙ্গলবার বিকালে সিউড়ি তৃণমূল কার্যালয়ে আলোচনায় বসলেন বীরভূম লোকসভাকেন্দ্রের সাংসদ শতাব্দী রায় এবং সিউড়ি বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী। আলোচনার পর সাংবাদিকদের শতাব্দী রায় বলেন, জয়েন্ট ফ্যামিলিতে অভিযোগ প্রতি অভিযোগ থাকতে পারে তা মিটে যায় মিটে যাবেও। বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী বলেন, তৃনমূলের পরিবারের ব্যাপারে ঘরোয়া আলোচনা করলাম । যাদের অভিমান ছিল অভিমান ঘুচে গেলো। মিডিয়া বিভ্রান্তিকর খবর ছড়িয়েছিল । আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন না সিউড়ি পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় এবং ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কুন্দন দে ।

সংস্কার দরকার

প্রথম পাতার পর

বেশ কিছু ঘাটে সিভিল ডিফেন্সের স্বেচ্ছা সেবকরা নজরদারি করলেও সব ঘাটে নজরদারী নেই। ভুটভুটি নৌকায় তিল ধারণের জায়গা নেই, এরকম চিত্র চোখে পড়েছে। নৌকার বহন ক্ষমতা অনুযায়ী যাত্রী পারাপার হচ্ছে না। অধিকাংশ ভুটভুটিতে লাইফ জ্যাকেটও নেই। কিছু ভুটভুটিতে লাইফ জ্যাকেট থাকলেও যাত্রীরা তা পরতে চায় না। প্রকৃতির খামখেয়ালীতে যদি হঠাৎ ঝড়–বৃষ্টি শুরু হয় তাহলে গোসাবা ব্লকের নদীপথে যাত্রী পারাপারের সময় দুর্ঘটনার জোর আশঙ্কা থাকে। এ ব্যাপারে প্রশাসনের কড়া নজরদারী একান্ত দরকার।

গোসাবা ব্লকের বিডিও বিশ্বনাথ চৌধুরী এই প্রসঙ্গে বলেন, জটিরামপুর ঘাট সংস্কারের জন্য বন দপ্তরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। কুমীরমারী ঘাটের জন্য সুন্দরবন দপ্তর কে জানানো হয়েছে। সমস্ত বিষয়টি জেলা শাসককে জানানো হয়েছে। বিডিও বলেন, প্রতিটি ঘাটে পুলিশ প্রশাসনের নজরদারী করার কথা বিষয়টি আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। লাইফ জ্যাকেটের প্রসঙ্গে বলেন, আসলে এখানকার যাত্রীরা এতটাই অভিজ্ঞ মনে করে জ্যাকেট পরতেই চায় না।

নেই কোন কমিউনিটি হল

প্রথম পাতার পর

সেই সময় উত্তর ২৪ পরগনার প্রাক্তন বিধায়ক অবনী রায় এবং স্থানীয় প্রয়াত প্রাক্তন সাংসদ সনৎ মন্ডলের যৌথ টাকায় কমিউনিটি হলের কাজ শুরু হয়। এর কিছুদিনের মধ্যেই বাম শাসনের অবসান ঘটে। কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। এরপর তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর কাজটি আবার শুরু হয়েছিল, কিন্তু কোনো অদৃশ্য কারণে কাজটি বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় কলা– কুশলীদের আক্ষেপ, মুখ্যমন্ত্রী যেখানে তথ্য–সংস্কৃতি মন্ত্রী, সংস্কৃতি মনস্ক সেখানে ক্যানিং এর মত ঐতিহ্যবাহী শহরে কোন সংস্কৃতি হল তৈরি হলো না! অথচ এখানকার শিল্পীরা, কলকাতায় বা বিভিন্ন রাজ্যে সুনামের সাথে সংস্কৃতি চর্চা করছেন।

এ প্রসঙ্গে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস জানিয়েছেন, 'কমিউনিটি হল এর জন্য আমরা ১০ কোটি টাকার একটি বাজেট তৈরী করে পাঠিয়েছি।সরকারী ভাবে অনুমোদন হয়ে গেলে কাজ শুরু হবে।'

সম্বর হরিণের সম্বল শেষ হয়ে গেল রমনাবাগানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ধমান রমনাবাগান অভয়ারণ্যে সম্বর হরিণের সম্বল শেষ হয়ে গেল। পূর্ব বর্ধমান জেলার রমনাবাগান মিনি জু–তে গেলে দর্শনার্থীরা এবার থেকে আর সম্বর হরিণ দেখার আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না। গত মঙ্গলবার বিকেলে কালবৈশাখীর বিধ্বংসী আক্রমণের শিকার হয়ে অকালে মারা গেল পূর্ণ বয়সী দু'টি সম্বর হরিণ। এই নিয়ে রমনাবাগান মিনি জু–য়ের তিনটি সম্বর হরিণেরই অকালমৃত্যু হল। পরপর এধরনের ঘটনায় পশুপাখি, প্রকৃতিপ্রেমীরা কাতর হয়ে পড়েছেন। তাঁদেরই একাংশ অভয়ারণ্যে পশুপাখি সহ বিভিন্ন প্রাণীদের যথাযথ নিরাপত্তা সহ নজরদারি বৃদ্ধির দাবিতে সরব হয়েছেন।

তথ্য সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্বরই হল ভারতের সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী হরিণ প্রজাতি। স্বাভাবিকভাবেই পশুপাখি প্রেমীদের মধ্যে সম্বর হরিণকে নিয়ে বরাবর একটা বাড়তি কৌতূহল থাকে। যেমনটা ছিল রমনাবাগান মিনি জু–য়ের সম্বর হরিণদের কেন্দ্র করে। রমনাবাগান মিনি জু–য়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি করতে কর্তৃপক্ষ ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচি থেকে তিনটি সম্বর হরিণ নিয়ে এসেছিল। তাদের মধ্যে একটি পুরুষ এবং অন্য দু'টি স্ত্রী হরিণ ছিল। কিছুকাল আগে একটি সন্তানসম্ভবা হরিণের

চিকিৎসাকালীন অবস্থায় মৃত্যু হয়। শেষমেশ দু'টি সম্বর রমনাবাগান অভয়ারণ্যের শোভাবর্ধনের পাশাপাশি দর্শকদের মনোরঞ্জন করত। কিন্তু, মঙ্গলবার বিকেলে কালবৈশাখীর তাণ্ডবে পূর্ব বর্ধমান জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা তছনচ হয়ে গেলে তার ভয়ংকর প্রভাব পড়ে রমনাবাগান অভয়ারণ্যেও। অভয়ারণ্যে গাছপালা ভেঙে পড়ার পাশাপাশি মিনি জু–য়ের একাধিক এনক্লোজার সহ ছাউনি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সেদিন ভয়ংকর তাণ্ডবের সময় রমনাবাগানে বেশ কিছু বড়সড় গাছের ডাল ভেঙে পড়েছিল। সেই সময় অভয়ারণ্যের সম্বর হরিণ দু'টি ঝড়ের কবল থেকে বাঁচার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজ করতে গিয়েই ওই গাছের ডালের নিচে একসঙ্গে চাপা পড়ে এবং ঘটনাস্থলেই তাদের মৃত্যু হয়।

পূর্ব বর্ধমানের ডি এফ ও নিশা গোস্বামী বৃহস্পতিবার দুপুরে টেলিফোনে বলেন, মঙ্গলবার বিকেলে ভয়ংকর ঝড়ে গাছের ডাল ভেঙে পড়ে এবং ডালের নিচে চাপা পড়ে একসাথে দুটি সম্বর হরিণ মারা গিয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় সকলের মতো আমাদেরও খুবই মনখারাপ। এরপর রমনাবাগান অভয়ারণ্যে আর একটিও সম্বর হরিণ বেঁচে থাকল না। তবে, শীঘ্রই রাঁচি থেকে আরও কিছু সম্বর হরিণ এখানে আনার জন্য পুনরায় যথাযথ উদ্যোগ নিচ্ছি। এদিকে, বিভিন্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার বিকেলে বিধ্বংসী ঝড়ের কারণে জেলাজুড়ে অসংখ্য বড়ো বড়ো গাছ, ইলেকট্রিক পোল পড়ে গিয়েছিল। শত শত বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে রায়না এবং শক্তিগড়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। এককথায়, সেদিন কালবৈশাখীর বিধ্বংসী মেজাজ দেখেছিল জেলাবাসী।

ফাইল ছবি: বর্ধমান অভয়ারণ্যে সম্বর হরিণ।

মহানগরে

পার্ক স্ট্রিটের পানশালায় বাংলা গান চালু করার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : পার্ক স্ট্রিটের পানশালা গুলোতে এবার বাংলা গান চালু করার দাবি করল বঙ্গ যোদ্ধা সংগঠন। মঙ্গলবার এই দাবিতে পার্ক স্ট্রিটে একাধিক পানশালায় প্রতিবাদে সামিল হয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা। বিভিন্ন পানশালায় সঙ্গীত সহযোগে পানীয় সরবরাহ হয়। এদিন প্রতিবাদ কর্মসূচিতে কমিটির একনিষ্ঠ সদস্য অভিজিৎ কুণ্ডু জানিয়েছেন, বেশ কিছুদিন ধরে বিভিন্ন ক্রেতারা একাধিকবার অভিযোগ করেছে পার্ক স্ট্রিটের পানশালাগুলিতে বাংলা গান পরিবেশন করার অনুরোধ করলেও কর্তৃপক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা আছে বলে নাকচ করে দেওয়া হয়। সেই জন্যই বঙ্গ যোদ্ধা প্রতিবাদে নেমেছে। তারা দাবি জানায় যে ভবিষ্যতে বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে এই ঘটনা যেন আর না ঘটে। প্রয়োজনে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হবে। কোনওভাবেই মাতৃভাষার অপমান বঙ্গ যোদ্ধা মেনে নেবে না। এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি প্রবীর রায়, অরুণ কুমার সেন, হুগলির রাকেশ বক্সী, প্রীতম দত্ত।

একটি প্রেমিসেসের একটিই অ্যাড্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার সম্পত্তি কর বিলে একটি মেইলিং অ্যাড্রেস ও একটি প্রেমিসেস নম্বর থাকে। কারণ হিসাবে মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, অনেকক্ষেত্রেই সম্পত্তির মালিক তাঁর নিজস্ব সম্পত্তিতে বসবাস করেন না। কিন্তু সেই সম্পত্তির ট্যাক্সের বিলটা যদি সময় মতো সম্পত্তির মালিক না পায়, তাহলে তিনি সেই ট্যাক্স দিতে পারে না এবং রিবেটের সুবিধাও গ্রহণ করতে পারে না। সেই কারণে মেইলিং অ্যাড্রেসটা দেওয়া হয়। যে সম্পত্তির ওপরে ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে সেই জমির অ্যাড্রেসও দেওয়া হয়। যদিও অ্যাডেড এরিয়ায় আরও একটি বড়ো সমস্যা আছে। একটি প্লটের দু'রকম অ্যাড্রেস। জিপিও'র দেওয়া মেইলিং অ্যাড্রেস ও কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অ্যাড্রেস ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। মহানাগরিক আরও জানান, একটি সার্কুলারের দ্বারা সেই সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া চলছে। তাতে একটা প্রেমিসেসে একটাই অ্যাড্রেস থাকবে। জিপিও'র সঙ্গে কথা বলে নিয়ে এবং কলকাতা পৌরসংস্থার অ্যাসেসমেন্ট ডিপার্টমেন্ট ও যদি অন্যান্য কোনও দফতর থেকে থাকে তাদের সঙ্গে বসে একটা প্রেমিসেসে একটিই অ্যাড্রেস করা হবে। কিন্তু চিরকালই মেইলিং অ্যাড্রেস ও প্রেমিসেস নম্বর আলাদা থাকে। মহানাগরিক এও জানান যে, পৌরপ্রতিনিধির যদি মনে হয় কোনও প্রেমিসেসের অ্যাড্রেস কারেকশন করাতে হবে তাহলে পৌরপ্রতিনিধিরা একটা চিঠি দিতেই পারেন, যে যে অ্যাড্রেস গুলিকে কারেকশন করাতে হবে তা চিঠিতে লিখে দেবেন।

বিধি লঙ্ঘন : জাজেস কোর্ট রোড ও রমা প্রসাদ গোয়েঙ্কা সরণির সংযোগ স্থলে জার্মান কনস্যুলেটের পাশে নিষেধ ছিল ব্যানার পোস্টার লাগানোয়, তবু সেখানেই লাগানো হল হোর্ডিং। ছবি : নিজস্ব

দূষণ নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থাপনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌর এলাকার 'এয়ার কোয়ালিটি'র মান আরব সাগরের তীরবর্তী মুম্বই বা দিল্লি পৌরাঞ্চলের থেকে অনেক ভালো। কিন্তু সেই মানকে ধরে রাখার জন্য কলকাতা পৌরসংস্থার কী কোনও বিশেষ পরিকল্পনা আছে যা কলকাতা পৌর এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে এয়ার কোয়ালিটি কীরকম তার কী কোনও পরিসংখ্যান পৌরসংস্থায় আছে? এই প্রশ্নের উত্তরে কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার জানান, কলকাতা ঘনবসতিপূর্ণ একটি মহানগর। কলকাতার ক্ষেত্রমানের তুলনায় স্থায়ী জনসংখ্যা তবুও ঠিকঠাক হলেও প্রত্যেকটা দিন কলকাতার নিকটবর্তী জেলা থেকে নিত্য যে ২৫ – ৩০ লক্ষ মানুষ কলকাতায় সকালে আসেন এবং সন্ধ্যারাতে চলে যান এদের নিয়েও কলকাতা পৌরসংস্থাকে ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। তার পরেও কলকাতার প্রাকৃতিক পরিবেশ দেশের অন্য মেগাসিটি শহরের তুলনায় অনেক ভালো।

কলকাতার প্রাকৃতিক পরিবেশকে আরও ভালো রাখার জন্য যে পদক্ষেপ গুলি কলকাতা পৌরসংস্থার পরিবেশ দফতর গ্রহণ করেছে বলে ওই দফতরের মেয়র পারিষদ স্বপন সমাদ্দার আরও জানান সেগুলি হল, বর্তমানে বায়ুদূষণ রোধে বড়ো সংখ্যায় বৃক্ষরোপণ করার চেষ্টা, যাতে পথের ধুলো ময়লা কম হয় তার জন্য খানাখন্দযুক্ত সড়কপথ মেরামত, রাস্তায় জল ছেটানো। ট্রাফিক যানযট যাতে না হয়, সেজন্য রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ। কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনাতেও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন শ্মশানে ও হটমিক্স প্লান্টে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ডিভাইস স্থাপন করা হচ্ছে। সৌর বিদ্যুতের ব্যবহার যাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য মানুষকে সচেতন করা হচ্ছে। শিল্প পরিবহনের জন্য দূষণের বিরুদ্ধে নজরদারি

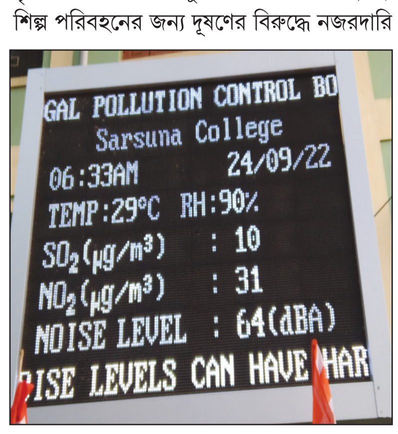

বৃদ্ধি করা হয়েছে। কয়লা বা কাঠ জ্বালানি নিষিদ্ধ করা এবং গৃহনির্মাণের সময় আচ্ছাদন দিয়ে গৃহ মেরামত করা হচ্ছে। এসব ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশজারি করা হয়েছে। এছাড়াও কলকাতা শহরের যেখানে বায়ুদূষণের উৎস বস্তি অঞ্চলে বিশেষত যেখানে ঘন বসতি অঞ্চল রয়েছে সেগুলো চিহ্নিত করে দূষণের উৎসটা নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

বায়ুদূষণ যাতে না হয় বা কমিয়ে আনা যায় সেজন্য এই কলকাতাকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। সেজন্য ৭টি স্বয়ংক্রিয় এবং ১৭টি ম্যানুয়াল এয়ার কোয়ালিটি মেজারিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে। যেগুলি প্রত্যেক দিন প্রতি সময় রিপোর্ট দিচ্ছে। এটা প্রতি সেকেন্ডে সেকেন্ড পরিবর্তন হচ্ছে। ঘন্টায় ঘন্টায় পরিবর্তন হচ্ছে। তবে সারাবছর ধরে পরিবেশ সম্পর্কে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এটা বাস্তব সত্য যে মানব সম্পদের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশের ভারসাম্য অনেকটা নষ্ট হচ্ছে। যাতে তা না হয় সেজন্য পরিবেশতত্ত্ববিদদের সঙ্গে মাঝে মধ্যে আলাপ আলোচনা করা হচ্ছে, তাদের মতামত গ্রহণ করা হচ্ছে বলে স্বপনবাবু জানান। পৌরপ্রতিনিধিরা ওয়ার্ডের বাড়ি বাড়ি পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে এলাকার মানুষদের পরিবেশ বিষয়ে সচেতন করুন বলে মেয়র পারিষদ পৌরপ্রতিনিধিদের নির্দেশ দেন। তবেই বায়ুদূষণের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারা যাবে।

সেজন্য একটা বছরকে প্রতি ভাগে দু মাস নিয়ে মোট ছ'টি ভাগে ভাগ করে বায়ুদূষণের মাত্রা পরিমাপ করা হবে। আর পরের বছর থেকে সেটা কিভাবে কমিয়ে আনা যায় তার প্রচেষ্টা করা হবে। কারণ, বছরের সবসময়ে বায়ুদূষণের মাত্রা সমান থাকে না। এটা লংটার্ম প্রসেস বলে স্বপন সমাদ্দার জানান।

ফেরুল পরিষ্কারে করের বিল আবশ্যিক নয়

নিজস্ব প্রতিনিধি : পরিস্রুত পানীয় জলের লাইনের ফেরুল পরিষ্কারের সঙ্গে সম্পত্তি করের রসিদ দেখানোর কোনও নিয়ম বা সম্পর্ক নেই বলে জানান মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। আপনার বাড়ির জলের লাইনে ফেরুল আছে। সেই ফেরুলে ময়লা জমেছে। তা পাম্প করে পরিষ্কার করতে হবে। এখানে সাধারণত কেউ সম্পত্তি করের বিল দেখে না। কিন্তু এটা ঠিক যে, অনেক সময় কিছু প্লামবার তারা বদমাইশি করে। তারা ফেরুলকে ইচ্ছে করে জ্যাম করে দিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার জল দফতরকে জানায়। এবার আমরা দেখলাম ফেরুল নয়। এদিকে, আবার বাড়ির ভিতরের লাইন হওয়ায় তখন তারা একটা নোটিশ ধরিয়ে দেয়। সেজন্য অনেক সময় এটা যদি কোনও এলাকায় বারংবার ঘটে। তখন বোঝা যায় কোনও অসাধু প্লামবারের কারবার এটা। তখন অনেক সময় রসিদটা দেখতে চায়। কিন্তু এটা আবশ্যিক কিছু নয়।

জলের মিটার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর ছ'য়ের আগে এক নম্বর বরোর এক থেকে পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের সমস্ত বাড়িতে জলের মিটার বসানোর পাইলট প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। কাশীপুর, টালা, সিঁথি, বেলগাছিয়া, নর্দার্ন অ্যাভিনিউ এলাকায় সেই কাজ মাত্র মাস দুই শেষ হয়েছে। এবার যাদবপুর, বাঘাযতীন, মুকুন্দপুর, পাটুলি, কসবা, মাদুরদহ, নয়াবাদ, গড়ফা (পূর্ব কলকাতা এলাকার ১০১, ১০২, ১০৮ ও ১১০ নম্বর ওয়ার্ড) ছাড়াও জোকার তিনটি ওয়ার্ড ১৪২, ১৪৩ ও ১৪৪ – এ জলের মিটার বসানোর কাজ শুরু হয়েছে।

পৌরসংস্থা সূত্রে খবর, বুস্টার পাম্পিং স্টেশন গুলিতেও জলের মিটার বসছে। এর ফলে কোনও এলাকায় কতটা জল সরবরাহ হচ্ছে, পাইপলাইনে ফুটো হয়ে কোথাও জল পড়ে যাচ্ছে কী না, তা চিহ্নিত করা যাবে।

লেন্স বার্তা

নতুন জন্ম : প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিদায় নিয়েছে গাছ। রয়ে গিয়েছেন ভগবানের মূর্তির সমারোহ। তবে তাঁদেরই কৃপায় পরিবেশ দিবসের আগে জন্ম নিয়েছে আর এক বৃক্ষ শিশু।
ছবি : অরুণ লোধ

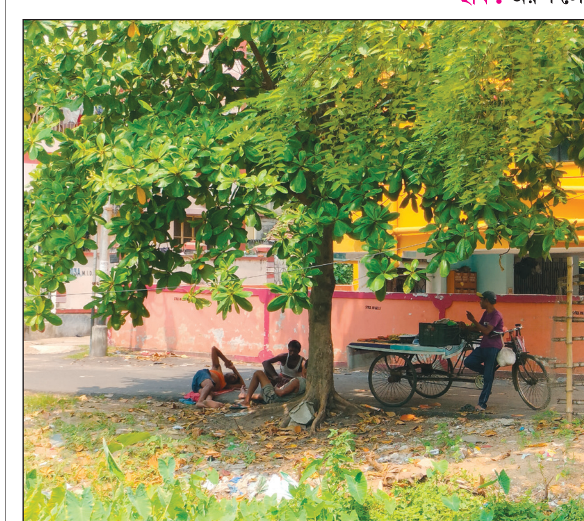

এই কাঠফাটা রোদ থেকে বাঁচতে গাছের ছায়া–ই একমাত্র ভরসা।

সকাল পেরিয়ে প্রায় দুপুর ছুঁই ছুঁই, রাস্তার পাশে স্তূপাকৃতি আবর্জনার পাহাড়। বেহাল দশা সালকিয়া সংলগ্ন জি টি রোডের।
ছবি : অভিজিৎ কর

যাওয়া আসার পথে পথে

গুড়দহ

দীপককুমার বড় পণ্ডা

পূর্ব রেলের শিয়ালদা নৈহাটি রেল লাইনে শ্যামনগর স্টেশনে নেমে দেখলাম তিনজন অসম বয়সী মানুষ এলোমেলো পোশাকে প্লাটফর্মে সিমেন্টের বেঞ্চে বসে আছেন। তাঁদেরকেই জিজ্ঞেস করলাম, 'গুড়হদ এখান থেকে কীভাবে যাবো?' ওঁদের একজন তাকালেন আমার দিকে। অন্যজন বললেন, 'এই নামে এখানে কোনো জায়গা নেই।' এঁদের মধ্যে অপেক্ষাক'ত বয়স্ক যিনি, তিনি বৃদ্ধও বটে, বললেন, 'আর একবার বলুন কোথায় যাবেন বললেন।' বললাম, 'গুড়দহ।' পান খাওয়া কালো দাঁতগুলো বার করে হাসলেন। বললেন, 'ওটা গুড়দহ নয়, গুড়দা বলুন।' এবার দায়িত্বটা বাকি দু'জন নিয়ে নিলেন। ধীরভাবে নিস্পৃহ ভঙ্গিতে একজন বললেন, 'জায়গার নাম সঠিক না বললে, সারাদিনেও খুঁজে পেতেন না। ওইদিকে গিয়ে অটো ধরে চলে যান।' প্লাটফর্মের শেষের দিকটা ইঙ্গিত করলেন। ওনার বলা হয়ে গেলে আর একজন জিজ্ঞেস করলেন,

– গুড়দার কোথায় যাবেন?

– মালাকার পাড়া।

– অটো থেকে নেমে হেঁটে চলে যাবেন।

সেইভাবেই পৌঁছেছিলাম মালাকার পাড়ায়। বড় ছোট মিলিয়ে অনেক বাড়ি। কোনো কোনোটা টালির তো, কোনোটা বেশ ঝকঝকে পাকা। রাস্তার ওপর কাউকে দেখছি না। ভর দুপুরে ঠা ঠা রোদ্দুরে সাইকেল চেপে যিনি চলে যাচ্ছিলেন, তাঁকেই জিজ্ঞেস করলাম,

– এখানে শোলার কাজ কারা করেন?

–ওই গলিটায় চলে যান, ওখানে বদন মালাকারের মুদি দোকান আছে, ওখানেই সব খবর পেয়ে যাবেন। সাইকেল চলে গেল দ্রুত গতিতে।

এক ঝটকায় বদন মালাকারের দোকানে পৌঁছালাম। দোকানের সামনে এক মহিলা আপন মনে পান চিবোচ্ছিলেন। বললেন,

– কী চাই?

– বদন মালাকারের সঙ্গে কথা বলব।

– কেন মালের অর্ডার দেবেন?

– না, না। একটু আলাপ করতাম আর কি!

– আচ্ছা, ঘরের ভেতর চলুন।

রাস্তা থেকে নির্দ্বিধায় ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ঘরের অন্দরে দেখছি, এটা শোবার ঘর। দুটো পাখা বনবন করে ঘুরছে। একটা

প্লাস্টিকের চেয়ার এগিয়ে দিলেন মহিলা। তিনি নিজে বিছানায় বসলেন। দু'–এক কথার পর উঠে গিয়ে জল দিলেন। এবার তিনি থিতু। বললেন, 'কী বলবেন বলুন। আমাদের মন মেজাজ ভালো নেই। গেল বছর জোয়ান ছেলেটা মারা গেল। এখনও একবছর হয়নি।' দীর্ঘশ্বাস পড়ল তাঁর। 'লিভার ড্যামেজ হয়ে গিয়ে তিরিশ বছরের ছেলেটা মারা গেল। ও আমাদের ছোট ছেলে।' ওই ছেলেটাই শোলার কাজ করত। 'ও মারা যাওয়ার পর শোলার কাজ বন্ধ রেখেছি। এবার আবার শুরু করব।' এবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রমহিলা। তাঁর সঙ্গে একজন ঢুকলেন। তিনি শোলাশিল্পী উত্তম মালাকার (৪৮)। নদিয়া জেলার রানাঘাটের সূর্যনগরের এই শিল্পী দীর্ঘদিন শোলার কাজ করছেন। এখানে আত্মীয়ের বাড়িতে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলতে বলতেই এসে পড়েছেন বদন মালাকার (৬২)। কদম ফুল, শোলার খেলনা প্রভৃতি কত কী তৈরি করেন তিনি। আর বেচেন মেলায় মেলায়। ১৯৭০ সাল নাগাদ তৎকালীন পূর্ববঙ্গের বরিশাল জেলা থেকে উদ্বাস্তু হয়ে আসেন বদনের বাবা। বাবা এদেশে এসে রিক্সা টানতেন। তবে, বদন মালাকাররা প্রথমেই গুড়দহে আসেননি। আগে এসেছিলেন নদীয়া জেলার রানাঘাটের কুপার্স ক্যাম্পে, পরে শিয়ালদায়। ওখান থেকে গুড়দহে। প্রথমে ১৩টি উদ্বাস্তু পরিবার আসে এখানে। সবাই তাঁরা মালাকার। পাড়ার নাম হয় মালাকার পাড়া। 'একসময় লরি লরি শোলা আসত এখানে। আর এখন মাত্র তিনটি পরিবার শোলার কাজ করে।' বদন মালাকারের দীর্ঘশ্বাস গোপন থাকে না।

তবে, বদনের গৌরব তাঁর দাদা–বৌদিকে নিয়ে। পাশেই বাড়ি প্রদীপ মালাকারের। বদন নিজেই গেলেন সঙ্গে নিয়ে। ঘরের বাইর থেকে হাঁক দিলেন, বৌদি.......বৌদি। বাইরে দাঁড়িয়ে ঘরের ভেতর থেকে নারী কণ্ঠে আওয়াজ পেলাম, 'ঠাকুরপো এসো।' ভালো লাগল, আজকাল আর এই 'ঠাকুরপো' ডাক শুনতে পাই না। বদনবাবু বললেন, 'একজন বাইরে থেকে এসেছেন, তুমি এসো।' ভদ্রমহিলা ঘরের ভেতর থেকে বাইরে এলেন। বললেন, 'ভেতরে আসুন।' ঘরে ঢুকলাম। এখানেও শোবার ঘরে অতিথিকে বসালেন মহিলা। প্রদীপবাবু স্নানে গেছিলেন। তিনি এলেন, কথা শুরু হল।

১৯৫৫ সালে বাবা মুকুন্দ মালাকার বরিশালের সাঙ্গোর গ্রাম থেকে চলে এলেন ভারতে। তখন ওদেশে হিন্দু মুসলমান রায়ট শুরু হয়েছে। এসে উঠলেন উল্টোডাঙায় রেল স্টেশনের প্লাটফর্মে। ওখান থেকে কুপার্স ক্যাম্পে জায়গা হল শরণার্থীদের। ১৯৫৬ সালে ভারত সরকার গুড়দহ এক নম্বর কলোনিতে প্রতিটি পরিবারকে কমবেশি চারকাঠা জায়গা দিলেন ৯৯ বছরের লিজে। সঙ্গে ২৭০০ করে টাকা বাড়ি তৈরির জন্য। যৌথ পরিবারে বড়দি, ছোটদি, বাবা, মা, পিসিমা সবাই একসঙ্গে আসেন এখানে। গুড়দহে এসে প্রথমে তাঁবু খাটিয়েই ছিলেন এইসব পরিবার। এরমধ্যে ১৯৫৭ সালে জন্ম হল প্রদীপ মালাকারের।

প্রদীপ মালাকার বলছেন, 'ঢাকা জেলার মালাকারদের জন্মগত আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল। কিন্তু, অন্যান্য জেলার মালাকারদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। এমনকি তাঁদের খাবার জুটত না। এই অবস্থায় ভারতে এসে আমরা আমাদের জাতের কাজ শুরু করি – শোলার ব্যবসা।' এই শোলার ব্যবসা করতে গিয়ে শোলার নানারকম উপকরণ টোপর, চাঁদমালা, ঝালট, কদমফুল (দুর্গাপুজোর দশমীতে লাগে), লক্ষ্মীর তিনকদম, লক্ষ্মীর পাঁচকদম, এছাড়াও বাচ্চাদের নানারকম খেলনা, বাড়িতে শোকেসে সাজাবার ফুল এঁরা বানাতেন। এছাড়াও তৈরি হত শিশুদের পাখি, ময়ূর ইত্যাদি। এগুলো মেলায় মেলায় বিক্রি করতেন তাঁরা। যেমন, লেক্সপো ফেয়ার, এক্সপো ফেয়ার, বুক ফেয়ার, রাজ্য সরকারের শিল্পবাণিজ্য মেলা, সাক্ষরতা মেলা প্রভৃতি। ক্লাস এইটে পড়াকালীন প্রদীপ মালাকারের মায়ের ক্যানসারে মৃত্যু হয়। যখন টেনে পড়েন তখন বাবার যক্ষ্মারোগ ধরা পড়ে। সমস্ত সংসারের ভার এসে পড়ে প্রদীপবাবুর ওপর। বাড়িতে পিসিমা এবং দিদি শোলার শিল্পকাজ করতেন, আর প্রদীপ তাই নিয়ে বিক্রি করতে যেতেন কলকাতার কলেজস্ট্রিট, হাতিবাগান, শ্যামবাজার, পার্কসার্কাস, বালিগঞ্জ, ঢাকুরিয়া এমনকি রবীন্দ্রসরোবরে। রাস্তায় রাস্তায় ফুটপাথে বসে এইসব বিক্রি করতেন।

বিক্রির টাকায় ঘরে সংসার চলত। এইসব কাজ করতে গিয়ে প্রদীপবাবুর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়া হল না। তখন ১৯৭২–৭৩ সাল হবে। পরবর্তীকালে ১৯৮৪ সালে রাজ্য সরকারের গ্রামীণ গ্রন্থাগারে চাকরি পান তিনি। চাকরি পাওয়ার আগে পর্যন্ত এই শোলাশিল্পীর স্থায়ী কোনো বাড়ি ছিল না। কোনোরকমে একটা কুঁড়ে ঘরে থাকতেন। চাকরি পাবার পর ধীরে ধীরে অবস্থার উন্নতি হল। চাকরি করলেও শোলাশিল্পের কাজ ছাড়েননি তিনি। ছুটির দিনগুলিতে শোলার তৈরি শিল্প নিয়ে যেতেন অবিভক্ত মেদিনীপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলায়। ২০১৫ সাল নাগাদ প্রদীপবাবু শোলার কাজ বন্ধ করে দিলেন। তাঁর শরীর আর 'পারমিট' করছিল না। এমনিতেই তাঁর পায়ে পোলিও, হাঁটতে অসুবিধা ছিল, বয়সের ভারে তাই আর পারলেন না। ২০১৭ সালে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন।

শুধু প্রদীপবাবুর জীবন নয়, বদলেছে গুড়দহ এলাকাটিও। গুড়দহ এলাকাটি পূর্বে রাহুতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে ছিল। এখন ভাটপাড়া মিউনিসিপালিটির ২৭ নম্বর ওয়ার্ড। রাস্তাঘাটের উন্নতি হয়েছে। এখানকার শোলাশিল্পীরা এখন শিল্পকাজ ছেড়ে রাজমিস্ত্রির জোগাড়ের কাজ করছেন, কেউ কেউ মেলায় মেলায় দোকান দেন অথবা ফেরিওয়ালার কাজ করেন।

কাহিনী শেষ হয় না। প্রদীপকুমার মালাকারের সঙ্গী মঞ্জুরানি মালাকার (৫৬) এসে বলেন, 'আমরা ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের শিষ্য, নিরামিষ খাই, আজ দুপুরে এখানে নিরামিষ অন্ন খেয়ে যাবেন। যাওয়ার আগে আমার জীবনীটা শুনে যাবেন।'

কেমন সেই জীবনী, জানতে ইচ্ছে করে। মঞ্জুদেবী হাঁড়িতে ভাত বসিয়ে এসেছেন, মন ওখানে পড়ে আছে তাঁর। বললেন, 'বসুন, হাঁড়ির ঢাকনাটা খুলে দিয়ে আসি।' রান্নাঘর থেকে দৌড়ে ফিরে আসেন। এসেই বললেন, 'জানেন, আমার জীবনটা খুব দুঃখের। ওই জীবনটা নিয়ে জীবনী লেখা যায়!' তা হয়তো যায়, কিন্তু মঞ্জুরানিদেবীর জীবনটা দুঃখের কেন? পরের দিন সেই কাহিনী শোনাবো।

মাঙ্গলিকী

বেহালা অনুদর্শীর কবি প্রণাম

কৃষ্ণচন্দ্র দে

সুমনা চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপনায় অনবদ্য উপস্থাপনা
তপন থিয়েটার তাপস–জ্ঞানেশ সভামঞ্চে।
১৩ মে ২০২৩

বিগত ১৩ মে ২০২৩ সুমনা চক্রবর্তীর ব্যবস্থাপনায় অনবদ্য রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হল তপন থিয়েটারের তাপস–জ্ঞানেশ সভামঞ্চে। বহুদিন পর এই রকম একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের সাক্ষী হয়ে রইলো কলকাতার নাট্যমোদি দর্শকবৃন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকল নাট্যমোদী দর্শক থেকে শুরু করে অংশগ্রহণকারী সমস্ত দল ও কলাকুশলীবৃন্দ সকলেই একবাক্যে সুমনাকে সাধুবাদ জানালো। সুমনার আহ্বানে অনেক সাংস্কৃতিক সংস্থা তথা বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর অভূতপূর্ব সাড়া দেখে একটু আশার সঞ্চার হয় বৈকি। শুরুতেই অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ধ্রুব মুখার্জী ও অনুষ্ঠানের আয়োজক বেহালা অনুদর্শীর কর্ণধার সুমনা অনুষ্ঠানের ভাবগম্ভীর পরিবেশকে উচ্চ তারে বেঁধে দিল।

বেশ কতগুলি পর্বে তথা আবৃত্তি–কবিতাপাঠ, সঙ্গীত, নৃত্যকলা, শ্রুতিনাটক ও কবিগুরুর হাস্যরসাত্মক প্রহসন উপস্থাপনে জমে উঠলো এদিনের অনুষ্ঠান।

প্রথমে প্রথা অনুযায়ী রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হল। সঙ্গীত পরিবেশন করলেন মৌসুমী পাল 'মহরাজো একি সাজো' গান দিয়ে। দরদী উপস্থাপনা।

তারপর কবিতা পাঠ করলেন কাকলি কোলে। এরপর বিসর্জন নাটকের অংশ পাঠ করে সকল দর্শকবৃন্দকে একেবারে মাত করে দিলেন ৭৫ বছরের তাজা তরুণ সত্যপ্রিয় সরকার।

এরপর নৃত্য পরিবেশন করলেন সাহানা রায় বিপুল তরঙ্গরে সঙ্গীতের তালে। সাহানা দক্ষ নৃত্য শিল্পী।

এরপর আবার সঙ্গীত পরিবেশন করলেন দেবজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় 'আমার প্রাণের মানুষ আছে প্রাণে তাই হেরি তাই সকল খানে' গান দিয়ে। শিল্পী কণ্ঠটি দরাজ, কিন্তু চর্চা করে না। আমি শিল্পীকে অনুরোধ করবো তিনি যেন চর্চাটা জারি রাখেন। এরপর সুমনা চক্রবর্তী পাঠ করলেন সুয়োরানীর সাধ। সময়ের অভাবে এবং অনেক শিল্পীকে সুযোগ দিতে নিজেকে খানিকটা গুটিয়ে রাখলেন। রবীন্দ্রনাথ নিয়ে তার আরও কিছু ভাল কাজ আছে। এরপর আবার নৃত্যানুষ্ঠান। পরিবেশনায় সর্বাপেক্ষা কনিষ্ঠ শিল্পীদ্বয় সম্পা হালদার ও রীতিকা সরকার। 'মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো' এবং 'মোর বীণা ওঠে কোন সুরে বাজি' এ দুটি গানে। শংকর চক্রবর্তী কবিগুরুর 'রসিকতা' প্রহসনটি পরিবেশন করলেন নিজস্ব ভঙ্গিতে– 'লোহা কঠিন পাথর কঠিন আরো কঠিন ইস্টক তার চেয়ে অধিক কঠিন তোমার হাতের পিষ্টক'।

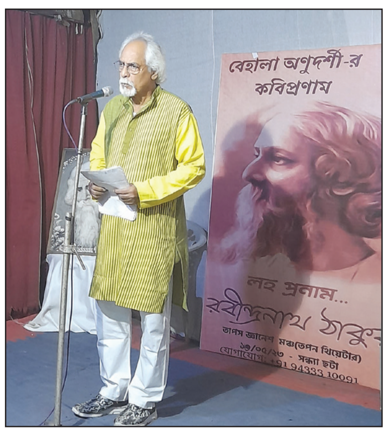

এরপর আবার আবৃত্তি পরিবেশিত হল সুপ্রভাত ঘোষের কণ্ঠে। তিনি কবিগুরুর 'পৃথিবী' কবিতা পাঠ করলেন। এরপর নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ পাঠ করলেন অমিয় চক্রবর্তী। এবং শান্তিময় রায় পাঠ করলেন রবীন্দ্র প্রহসন রুগীর বন্ধু।

এরপর আবার নৃত্য পরিবেশন করলেন সুমনা গিরি। 'আজ দখিন পবনে দোলা লাগিল বনে বনে' সঙ্গীতের তালে। শিল্পীর চর্চা আছে বোঝা গেল। শেখর দাশগুপ্ত কবিগুরুর সূক্ষ্ম বিচার শ্রুতি নাটক পাঠ করলেন। শেখর বাবু ঋত বাক নাট্যদলের নির্দেশক।

জবা শর্মা ইচ্ছে ডানা নাট্য দলের নির্দেশক পাঠ করলেন খেয়া কাব্যগ্রন্থ থেকে 'শুভক্ষণ'। এবং প্রেমাঞ্জন দাশগুপ্ত বিশিষ্ট অভিনেতা পাঠ করে শোনালেন কবিগুরুর 'আমি' আমার চেতনার রঙে পান্না হল সবুজ চুনী উঠলো রাখা হয়ে।'

এরপর শুরু হল রঙ্গপীঠ গোষ্ঠীর দলগত প্রয়াস। পাঠ ও নৃত্যগীতি আলেখ্য। পরিবেশনায় ছিলেন সুমনা গিরি। সোমা চ্যাটার্জী, মধুমিতা দাস, প্রকাশ সিংহ রায়, কোহিনুর সিংহ রায়, ধ্রুব মুখার্জী, বর্ণালী ব্যানার্জী, বুদ্ধদেব হাজরা, সর্বাণী দাস, পাপিয়া তালুকদার প্রমুখেরা। বড়ই দৃষ্টিনন্দন উপস্থাপনা। রঙ্গপীঠকে আমার মনে থাকবে। এরপরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করলেন– '১লা বৈশাখ।' অসাধারণ উপস্থাপনা। নিবেদন করলেন পদ্মা সরকার।

সুপর্ণা বসু বলাকা কাব্যগ্রন্থ থেকে বার নম্বর কবিতা পাঠ করলেন। এদিনের শেষ কার্যক্রম ছন্দশী ভবানীপুর টকশো পক্ষ থেকে রাকা দাশগুপ্ত রচিত শ্রুতি নাটক পরিবেশিত হল। পরিবেশন করলেন সুপর্ণা বসু, সৌমশ্রী অধিকারী এবং বিনতা রায় চৌধুরী। অনুষ্ঠানে সর্বতোভাবে সফল একটা রবীন্দ্র সন্ধ্যা আমরা উপহার পেলাম বেহালা অনুদর্শীর কর্ণধার সুমনা চক্রবর্তীর সক্রিয় তত্ত্বাবধানে। উপসংহারে দু একটি কথা বলতে ইচ্ছা প্রকাশ করছি।

বহু অনুষ্ঠানে যোগদান করেছি কখনো বক্তা হয়ে কখনো সমালোচকের ভূমিকায় কখনো বা শুধু শ্রোতা দর্শক হয়ে, তবু বলতে কোনও দ্বিধা নেই সকল অনুষ্ঠান মনের আরাম দেয় না। কিন্তু এদিনের অনুষ্ঠান আমাকে প্রাণের আরাম দিয়েছে। ব্যবস্থাপনায় শিল্পী কলাকুশলীবৃন্দের উপস্থাপনা তথা প্রোগ্রাম নির্বাচন এবং সঞ্চালনা প্রায় সব দিক দিয়েই আমাকে ব্যঞ্জনা দিয়েছে। সেই সঙ্গে সুমনার আর একটি দিকের রুদ্ধদ্বারা যেন খুলে দিল। সবাইকে নিয়ে এগিয়ে চলার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হলো। নাটক সকলকে নিয়েই এগিয়ে চলার শিক্ষা দেয়। এইভাবে আদান

প্রদানের মাধ্যমেই আমাদের ভাব জগতে পরিবর্তন আসবেই এবং এভাবেই আমরা পরস্পরকে ঋদ্ধ করবো নিজেরাও ঋদ্ধ হবো। পরিশেষে আশা রাখছি সুমনার এই ধরনের আরো ভাল কাজের নমুনা দেখতে পাবো। সেই প্রতীক্ষায় থাকলাম। ধ্রুব মুখার্জীর সহযোগিতা ভোলার নয়।

বাগনান শ্যামপুরে কুল্টিকরী একতা গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত কুল্টিকারী মধ্যপাড়া একতা গোষ্ঠীর প্রযোজনায় অনুষ্ঠিত হল রবীন্দ্র, নজরুল ও সুকান্ত স্মরণে ৪২তম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ২৬ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানটি হয় কুল্টিকরি গ্রামে প্রায় ৬০০ বছরের প্রাচীন রঘুনাথ জীউ মন্দির প্রাঙ্গণে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুনিপুণভাবে পরিচালনা করেন শিক্ষক অভিজিৎ প্রামানিক, একতা গোষ্ঠীর সভাপতি নিরুপম প্রামানিক সম্পাদক উৎপল প্রামানিক, অমিত প্রামানিক, ধর্মেন্দ্র প্রামানিক, অনিন্দ্য ভৌমিক, স্বপন ভক্তা, সৌমিত্র প্রামানিক, প্রথম দিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কলকাতা পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট

কমিশনার গৌতম কুমার দাস, রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উত্তরসূরী পরাশর অর্ণব দত্ত ও সহদেব দোলই, স্বরূপ নন্দী সহ বিশিষ্ট গুণীজনরা। পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় রক্তদান, চক্ষু পরীক্ষা শিবির, অঙ্কন প্রতিযোগিতা, নৃত্য, ক্যুইজ ও খুদে শিশু শিল্পীদের আবৃত্তি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। তাছাড়া গ্রামের সদ্য মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক উত্তীর্ণদের সম্মানিত করা হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিন ছিলেন অভিনেত্রী পাপিয়া অধিকারী, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এমদাদ হোসেন, সাইকেলে ভারত ভ্রমণকারী অনিমেষ হাজরা, অভিনেতা শিবাজী দে, আইনজীবী ইন্দুভূষণ দাস। প্রত্যেককে বঙ্গভূমি সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশিত মনের কলমে কবিতার বইটি তুলে দেন যুগ্মসম্পাদক অর্ণব দত্ত।

হৃদয়পুর সুধা স্মৃতি সংঘের সামাজিক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২০ এবং ২১ মে হৃদয়পুর সুধা স্মৃতি সংঘের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো দুদিন ব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সামাজিক কর্মসূচি। প্রথম দিন সকালে চোখ–দাঁত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরীক্ষা শিবিরে অংশগ্রহণ করেন। এই সঙ্গে বিশ্ব উষ্ণায়ন ঠেকাতে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। সন্ধ্যায় নৃত্যগুরু প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মনোজ্ঞ নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশিত হয় । পরদিন আয়োজিত হয় রক্তদান শিবির। সুদূর শিবপুর থেকে সাইকেলে করে প্রিয়জিৎ খাঁ নামে এক তরুণ তার সাইকেলে রক্তদানের প্রয়োজনীয়তা সামাজিক গুরুত্ব ও রক্তদানের নানান বিষয়কে তুলে ধরেন ও তার রক্তদানের মধ্য দিয়েই সুধা

স্মৃতি সংঘের ২৭তম রক্তদান শিবিরের সূচনা ঘটে। এই শিবিরে ৫৯ জন রক্তদান করেন। উল্লেখ্য সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র এই হৃদয়পুরেই রক্তদানের উদ্দেশ্যে নির্মিত স্মারক স্তম্ভ আছে। দুবছর আগে নির্মিত এই স্মারক সুধা স্মৃতি সংঘের সামাজিক ক্রিয়াকর্মকে একটা আলাদা মাত্রা এনে দেয়। দুদিনের এই কর্মসূচির সাফল্য কামনায় সমাজসেবী এবং শঙ্খ সেবা ফোরামের কর্ণধার শঙ্খ চ্যাটার্জি, সেঞ্চুরিয়ান ব্লাড ডোনার অনুপ ঘোষ, পরিবেশ কর্মী অরিন্দম দে এবং আর এক সেঞ্চুরিয়ান ব্লাড ডোনার দেবাশীষ চক্রবর্তী, সমাজসেবী শেখ মন্টু, ব্যারাকপুর ভলান্টারী ব্লাড ডোনার্স ফোরামের সম্পাদক প্রদীপ পাত্র, সমাজসেবী প্রতাপ দাস,কাউন্সিলর প্রণব নন্দন চৌধুরী, অরূপ পাইন, সমাজসেবী দীপক গুহ প্রমুখ বিশিষ্ট জনেরা উপস্থিত ছিলেন ।

অসমের শিলচরে বাংলা ভাষার টানে শহিদ স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : আন্তর্জাতিক জলঙ্গী সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে গত ২১ মে শিলচর শিয়ালদহ কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয় নাচ, গান, কবিতা, আবৃত্তি, গীতি আলেখ্য, বই প্রকাশ। অসমের শিলচর বরাকর উপত্যকায় ১৯৪১ সালে ১৯ মে বাংলা ভাষার আন্দোলনের জন্য গুলিবিদ্ধ হয়ে ১১ জন মহিলাকে প্রাণ দিতে হয়। আন্দোলনের চাপে অসম সরকার বাধ্য হয় বাংলাভাষাকে স্বীকৃতি দিতে। এই স্মৃতিকে মনে রেখেই শিলচর দিবস পালিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বোলন ও সমবেত কণ্ঠে

'আগুনের পরশমণি' গানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন জলঙ্গী পত্রিকার সম্পাদিকা তথা অনুষ্ঠানের মূল কর্ণধার চিন্ময়ী বিশ্বাস। উল্লেখ্য, প্রয়াত ঋষিণ মিত্র প্রতিষ্ঠিত ভাষা আন্দোলনের জন্য সহযোদ্ধা মঞ্চ বর্তমানে চিন্ময়ী বিশ্বাসের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এদিন মঞ্চে জলঙ্গী পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। যন্ত্রানুসঙ্গে ছিলেন ডক্টর সৌম্য বসু। বাসুদেব দাসের বাংলার মা অলঙ্কার গানটি শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। মঞ্চে ছিলেন কবি কমল দে শিকদার, বাংলা ভাষা নারী শহিদ কমলা ভট্টাচার্যের পরিবারের বর্ণালী ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না ভট্টাচার্য, সুভদ্রা ভট্টাচার্য, বরুণ চক্রবর্তী, রামপদ বিশ্বাস, বাচিক শিল্পী ও শিক্ষিকা মধুমিতা ধূত, বরুণ চক্রবর্তী। প্রত্যেককে উত্তরীয় দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

ইন্টার কলেজ নৃত্য প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্টার কলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছিল গত ১০ মে। সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, নাটক অনলাইনে বিভিন্ন কলেজের ছাত্র–ছাত্রীরা নাম নথিভুক্ত করে।

নৃত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সরশুনা কলেজে। বজবজ কলেজের জিয়োগ্রাফী অনার্সের ছাত্র বাখরাহাটের মাখালিয়ার দেবজিৎ মাল নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। মোট ৫০ জন এই বিভাগে প্রতিযোগী ছিলেন। সকলকে পিছনে ফেলে রবীন্দ্রনৃত্যে প্রথম হয় দেবজিৎ। ছোটবেলা থেকে নৃত্য শিখেছেন তিনি। বর্তমানে ডান্স বাংলা ডান্স প্রোগ্রামের কোরিওগ্রাফার অ্যালেন স্যারের ছাত্র সে। নিজেও একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র করেছে বাখরাহাটে। তার সংস্থার নাম দেবজিৎ ডান্স ইনস্টিটিউট

বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাবের কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাখরাহাট লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে গত ২৮ মে কালাচাঁদ দত্ত সভাগৃহে রবীন্দ্র ও নজরুল প্রণামের আয়োজন করা হয়েছিল। সহযোগিতায় বাখরাহাট বাসন্তী কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। সঙ্গীত আবৃত্তি, নৃত্য ও শ্রুতি নাটকের উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে দুই কবিকে শ্রদ্ধাঞ্জলী জানানো হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে অন্যতম লায়ন্স কাজল দত্ত, লায়ন্স সুপ্রিয় রায়, লায়ন্স অশোক দেব সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

শতাব্দী প্রাচীন পাঠাগারে রবীন্দ্র–নজরুল সন্ধ্যা

মলয় সুর : চন্দননগর বারাসত দশভূজা সাহিত্য মন্দির পাঠাগার শতবর্ষ পূর্ণ করার শেষ লগ্নে গত রবিবার একটি সার্থক সংস্কৃতি মনস্কতার পরিচয় রাখল। এদিন সন্ধ্যায় ১৬৩তম রবীন্দ্র এবং ১২৫তম নজরুল জয়ন্তী পালিত হয়। 'প্রাণ ভরিয়ে, তৃষ্ণা ভরিয়ে' গানটির মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পাঠাগারটি ১৯২২ সালে স্থাপিত। ২০২২ সালে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন শতবর্ষ উদযাপন শুরু হয়। সারা বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে একবছর পূর্ণ হল। এদিন লাইব্রেরী প্রাঙ্গণে মঞ্চে বহু গুণী ব্যক্তিকে ফুলের তোড়া ও স্মারক দিয়ে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদের মধ্যে ঔপন্যাসিক ও প্রাবন্ধিক বিনোদ ঘোষাল , প্রাবন্ধিক অরুণ মুখোপাধ্যায়,

কবি সনৎ দে, নাট্যকর্মী মনোরঞ্জন মুখার্জী, পাঠাগারের সম্পাদক ডক্টর দেব প্রকাশ পাহাড়ি, অভিজিৎ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক অক্ষয় কুমর দাস, মাস এডুকেশন অফিসার জয়িতা রায়, ওয়েলফেয়ার ইন্সপেক্টর মনজিমা চক্রবর্তী, কবি চন্দ্রনাথ দে প্রমুখ। এদিনের সেরা আকর্ষণ ছিল খুদে শিশু শিল্পীদের আবৃত্তি পাঠ। অনুষ্ঠানে একটি স্মরণিকা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। জানা যায় গ্রন্থাগারটি নতুনভাবে সংস্কার করা হয়েছে সাধারণ মানুষের আর্থিক সাহায্যে। বর্তমান সরকারের কোনও মন্ত্রী বা আমলাদের তহবিল থেকে কোনও সাহায্য আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। লাইব্রেরীতে ১২০০ সদস্য আছেন। এছাড়া ৩৪০ জন শিশু সদস্য রয়েছে। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন হরিদাস ব্যানার্জী।

সৃজনী ভারত আয়োজিত সাহিত্য উৎসব –২০২৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যানগর কলেজে হয়ে গেল গত ১৪ মে রবিবার। সৃজনী ভারত এর সম্পাদক অভিজিৎ বেরার আহ্বানে সাড়া দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলা থেকে সাহিত্যিকদের আগমন ছিল দেখার মতো। একঝাঁক সাহিত্য জগতের নক্ষত্রের মহাসমাবেশে বিদ্যানগর কলেজ আলোকিত হয়ে ওঠে। সৃজনী ভারত দ্বাদশবর্ষব্যাপী সাহিত্য অনুষ্ঠান করে চলেছে ।

সৃজনী ভারত এর সম্পাদক অত্যন্ত আন্তরিকভাবে সকল গুণীজনদের আহ্বান জানান এবং গুণী সাহিত্যিকদের সংবর্ধিত করেন। প্রতি বছরের মতো এবারও ছিল সৃজনী ভারত সাহিত্য পুরস্কার–২০২৩

পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে ছিলেন দেবীশঙ্কর মিদ্যা(বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক, লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক), নিত্যগোপাল সামন্ত (বলিষ্ঠ সম্পাদক আভাতী), সুনীল মুখোপাধ্যায় (বলিষ্ঠ সম্পাদক শব্দের ঝংকার), বনানী চক্রবর্তী (বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক, বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপিকা বিদ্যানগর কলেজ)

সকালে নক্ষত্র সমাবেশে প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে দেড়শত কবি, সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে সৃজনী ভারত সাহিত্য উৎসব উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন স্বনামধন্য দুই বাংলার কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ হাসমত জালাল। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন যশস্বী কবি ও সাহিত্যিক বিধানেন্দু পুরকাইত।

সভাপতির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট কবি, প্রাবন্ধিক ও আই আই এম–এর প্রাক্তন অধ্যাপক ড. তড়িৎ কুমার দত্ত। সৃজনী ভারত সাহিত্য পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ছয়জন পরলোকগত সাহিত্যিকদের উদ্দেশ্যে ১মিনিট নীরবতা ও পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয়। এবার সাহিত্য অনুষ্ঠানের মঞ্চের নাম দেওয়া হয় 'সুসাহিত্যিক ডাঃ বিমলেন্দু বিকাশ সরকার স্মৃতি মঞ্চ।'

প্রথম পর্বে সকল গুণীজনদের ব্যাচ ও উত্তরীয় দিয়ে বরণ করা হয়। সংবর্ধনা ও পুরস্কার প্রদান, বক্তব্য ও সম্পাদকের ভাষণ এবং প্রকাশিত হয় সৃজনী ভারত উৎসব নতুন বর্ষ সংখ্যা ১৪৩০ এবং জানা – অজানা সুসাহিত্যিক বিমলেন্দু বিকাশ সরকার। দ্বিতীয় পর্বে কবিদের মঞ্চে আহ্বান জানানো হয়। কবিতা পাঠের পর তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়

মমতা দত্ত স্মারক সম্মাননা। সকল অনুষ্ঠানটিকে সুন্দরভাবে সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে পরিচালনা করেন অধ্যাপক অর্ঘ্য চ্যাটার্জী। উপস্থিত কবিদের মধ্যে ছিলেন পারভীন খাতুন, হরিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, দুর্গাদাস মিদ্যা, সৈয়দ জিয়াউল হক, অমিত দেশমুখ, বসন্ত পরামানিক, অরবিন্দ পুরকাইত, শঙ্কর ঘোষ, জয়ন্ত কুমার মল্লিক, সুদামকৃষ্ণ মন্ডল, ভীম ঘোষ, মৃণালিনী ভট্টাচার্য, সুনীল করণ, অলোক কুমার প্রামাণিক, অলক চক্রবর্তী, সোমা নায়ক, সোমা বিশ্বাস ক্ষমা কংসবণিক,নিভা ঘোষ, স্বপন দাস, পুলক রায়, বিশ্বজিৎ দে, লিকায়ৎ আলী, মঞ্জিলা চক্রবর্তী, দত্তা রায়, স্বপন কুমার বিজলী, শক্তিপদ পন্ডিত, শঙ্কর নাইয়া, গোপাল দলুই,রিয়াদ হায়দার, স্বাগতা দাস, ববিতা পাল, দীপিকা ভট্টাচার্য সান্যাল, শ্রী সুজন, সুরজিৎ মন্ডল, মনোরমা পোল্লে, লোকনাথ ভান্ডারী, নীলমাধব প্রামাণিক ও আবৃত্তিকার মৌ পাঠক সহ একশত কবি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ডাঃ তরুণ কুমার রায়, সুপ্রিয় রায়, সুকুমার সাঁতরা, রণজিৎ বেরা, উত্তম হাজরা, নীলরতন মন্ডল প্রমুখ। গুণীজনদের বরণ করেন মৈত্রী বেরা,গার্গী বেরা, শ্রেয়া মান্না।সৃজনী ভারত পত্রিকার সম্পাদক পুলিশকর্মী হলেও তার সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা বরাবর। সেই ভালোবাসা থেকেই তিনি দীর্ঘ বারো বছর ধরে সাহিত্য উৎসব ও সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ করে চলেছেন। তার এই মহতী কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন অনেকেই।

বজবজ–মহেশতলা নেচারস্টাডি সেন্টারের উদ্যোগে নজরুল জন্মজয়ন্তী উদযাপন

রঞ্জনা মণ্ডল মুখার্জী : যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে গত ২৬ মে ২০২৩ শুক্রবার সন্ধ্যায় বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৪তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হল বজবজ তদন্ত কেন্দ্রের সামনে। আয়োজক সংস্থা ছিল বজবজ মহেশতলা নেচারস্টাডি সেন্টার (সদস্য সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ও পশ্চিমবঙ্গ পর্বত আরোহন সংগঠন)।

এই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি সম্ভারকে অনবদ্য শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' মেতে ওঠেন বজবজবাসী। সভাপতিত্ব করেন বজবজের বিশিষ্ট চিকিৎসক বিজন দাস। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বজবজ পুর সভার পুর প্রধান গৌতম দাশগুপ্ত, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক সাহিত্যিক শুভময় রায়, শিক্ষক অনিল দাস, অলক শী, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী অমরনাথ ভট্টাচার্য, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ ভৌমিক এবং সম্পাদক জয়দেব দাস। বিচিত্রানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মহুয়া বেরা, সত্য মণ্ডল, কুটুন ব্যানার্জী, বিশিষ্ট আবৃত্তিকার বৈশালী ভক্ত ও মৌসুমী খাড়া সহ নৃত্যশিল্পীবৃন্দ।

বজবজের পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত কবির জীবনের বৈচিত্র্যময় দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, কবি নজরুলের চরণস্পর্শে বজবজের মাটি ধন্য। তাঁর জীবনের বেশ কিছু সময় তিনি বজবজ পুরসভার অন্তর্গত কয়লা সড়ক এলাকায় অতিবাহিত করেছিলেন। সংগঠনের সম্পাদক জয়দেব দাস জন্মজয়ন্তী পালনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বলেন, বর্তমান প্রজন্মের কাছে কাজী নজরুল ইসলামের আদর্শ ও তাঁর সৃজনশীল সাহিত্য ও সঙ্গীত সম্ভার তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য। আগামী প্রজন্ম যেন নজরুলের ভাবধারার ছত্রছায়ায় বেড়ে ওঠে। পরবর্তী কর্মসূচি হিসাবে আগামী ৫ জুন সোমবার সকাল সাড়ে আটটায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে ফলের চারা গাছ বিতরণ করা হবে ও বিভিন্ন স্থানে বৃক্ষরোপণ করা হবে বলে জয়দেব বাবু ঘোষণা করেন এবং সকলকে সাদর আমন্ত্রণ জানান। পরিশেষে সমাপ্তি সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

আঁতস কাঁচে

সুব্রতকে ধোঁকা
ব্যাঙ্কের অন লাইনে প্রতারণার শিকার 'অর্জুন' সুব্রত ভট্টাচার্য। পার্ক স্টিটের এক বেসরকারি ব্যাঙ্ক থেকে এই প্রাক্তন ফুটবলারের অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও ১৫ লক্ষ টাকা। এমন ঘটনায় বিধ্বস্ত সুব্রত ভট্টাচার্য। ইতিমধ্যে পার্ক স্ট্রিট থানা ও গলফগ্রীন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সুব্রত ভট্টাচার্য।

শুরু নার্সারি লিগ
শুরু হল কলকাতা ফুটবলের নার্সারি লিগ। ২০১৯ সালে যখন জয়দীপ মুখার্জি সচিব হন, তখন কোভিডের কারণে নার্সারি লিগ শুরু হয়েও শেষ করা যায়নি। আবার গত বছর নতুন সচিব হয়ে এসে অনির্বাণ দত্ত কম সময়ে কলকাতা লিগ করলেও নার্সারি লিগ করতে পারেননি। তখনই তিনি জানিয়েছিলেন, ২০২৩ থেকে ফের শুরু করবেন নার্সারি লিগ। সেই প্রতীক্ষার অবসান। ৩ বছর পর ফের শুরু হল নার্সারি লিগ।এই নার্সারির দুটি ডিভিশন আছে। 'এ' ও 'বি' গ্রুপ। 'এ' গ্রুপ হল অনূর্ধ্ব –১৪ এবং 'বি' গ্রুপে অনূর্ধ্ব–১২ বছর বয়সের ছেলেরা লিগে অংশ নিচ্ছে।

পাশে ক্রীড়ামন্ত্রী
'জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ', সেই সুন্দরবন থেকে ফুটবলার হওয়ার লড়াইয়ে শামিল ছোটছোট মেয়েরা। সুন্দরবনের সন্দেশখালির কানমারি সোশাল কেয়ার ফুটবল আকাদেমির ৫০ জন মহিলা ফুটবলারদের হাতে ফুটবল কিটস তুলে দেওয়া হল। ক্রীড়া সরঞ্জাম তুলে দেন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। ছিলেন আকাদেমির টিডি দীপেন্দু বিশ্বাস। এখন থেকে নতুন নাম হবে 'ব্যানিয়ান ট্রি কানমারি সোশাল কেয়ার ফুটবল আকাদেমি।' ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, 'কানমারিতে ফুটবল খেলার জন্য একটি যোগ্য মাঠের ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। এছাড়াও সব রকম সাহায্য করবে ক্রীড়ামন্ত্রক।'

নবিকে সংবর্ধনা
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের মাঠে গোল্ডেন বেবি লিগের ফাইনালের মঞ্চে প্রাক্তন ফুটবলার সৈয়দ রহিম নবিকে বাংলা ফুটবলে ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হওয়ার জন্য সংবর্ধিত করল সাদা কালো শিবিরের কর্তারা। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ক্লাবের পক্ষ থেকে ছিলেন সভাপতি আমিরুদ্দিন ববি, ক্লাব সচিব ইশতিয়াক আহমেদ, কার্যনির্বাহী সভাপতি মোঃ কামারুদ্দিন সহ ক্লাবের বাকি কর্মকর্তারা।

বোপান্নার বিদায়
ফ্রেঞ্চ ওপেনে পুরুষদের ডাবলসের প্রথম রাউন্ডে স্ট্রেট সেটে হেরে বিদায় নিলেন রোহন বোপান্না ও ম্যাথু এবডেন। এবারের ফ্রেঞ্চ ওপেনে ষষ্ঠ বাছাই হিসেবে খেলতে নেমেছিল রোহন–ম্যাথু জুটি। তাঁরা হেরে গেলেন ফরাসি অবাছাই জুটি সাদিও ডুম্বিয়া ও ফ্যাবিয়েন রিবোলের কাছে। ফরাসি জুটির পক্ষে ম্যাচের ফল ৭–৫, ৭–৬(৭)। ২০ বছরের কেরিয়ারে একবারই গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছেন রোহন বোপান্না।

দেড় লাখ গাছ
এবারের আইপিএলের প্লে–অফের সময়ই জানানো হয়েছিল, প্রতিটি ডট বলের জন্য রোপণ করা হবে ৫০০টি গাছ। আইপিএলের প্লে–অফ থেকে শুরু করে ফাইনাল পর্যন্ত এমন উদ্যোগ নিয়ে প্রশংসায় ভাসছে বিসিসিআই। সেই সুবাদে এবারের আইপিএলে প্লে–অফ থেকে ফাইনাল পর্যন্ত ডট বল হয়েছে মোট ২৯৪টি। প্রতি ডট বলের জন্য ৫০০ গাছ হিসাব করলে ভারতজুড়ে রোপণ করা হবে ১ লাখ ৪৭ হাজার গাছ।

পরিবর্তনের ঝড়
ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়ার পর প্রথম একাদশে থাকা সাত ফুটবলারকে ছেড়ে দেওয়ার কথা ঘোষণা করল এফসি গোয়া। তারা হলেন– আনোয়ার আলি, রিদিম টলাঙ, মাকান চোটে, হার্নান সান্তানা, মার্ক ভ্যালিয়েনতে, লেনি রডরিগেজ ও নংদাম্বা নাওরেম।

দিল্লির পর মণিপুর! একজোট ক্রীড়াবিদরা

এবার পদক ফেরানোর হুমকি মীরাবাঈ, সরিতা দেবীদের

সুমনা মণ্ডল

সোজা কথা একটাই, শান্তি ফিরিয়ে দাও। নাহলে আমাদের পদক নিয়ে নাও। এমন দাবিতেই সোচ্চার হলেন মীরাবাঈ চানু সহ ১৩ অ্যাথলিট। দিল্লিতে কুস্তিগিরদের প্রতিবাদ সেইসঙ্গে মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ে চাপেই এখন কেন্দ্র। রাজনৈতিক মহলের মতে, সরকারের বিরুদ্ধে দেশের ক্রীড়াবিদদের এমন ক্ষোভ আগে কখনও দেখা যায়নি। তাদের মতে, পর পর যেভাবে ক্রীড়াবিদদের প্রতিবাদের ঘটনা ঘটেছে, তাতে চাপ বাড়ছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকের ওপরেই। মণিপুরে শান্তি ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনতে এবং কুকি জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে আর্জি জানিয়েছেন দেশের নামিদামি অ্যাথলিটরা। প্রতিবাদকারী ক্রীড়াবিদদের তালিকায় রয়েছেন অলিম্পিকে রুপো পদকজয়ী মীরাবাঈ চানু, ভারতীয় মহিলা ফুটবল দলের

প্রাক্তন অধিনায়ক বেম বেম দেবী, অর্জুন পুরস্কারজয়ী ভারোত্তোলক কুঞ্জরানি দেবী, অলিম্পিয়ান জুডোকা লিকমাবাম সুশিলা দেবী, মহিলাদের বিশ্ব বক্সিংয়ে চ্যাম্পিয়ন এল সরিতা দেবী, ধ্যানচাঁদ পুরস্কারপ্রাপ্ত ভারোত্তোলক অনিতা চানু, দ্রোণাচার্য পুরস্কারপ্রাপ্ত (বক্সিং) এল ইবমচা সিং, পদ্মশ্রী সন্ধ্যারানি দেবীরা। মণিপুরে অশান্তির আবহে এই প্রথম উত্তর পূর্ব সফরে যান দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ইম্ফলে রাজভবনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেন সেলিব্রিটি ক্রীড়াবিদরা। ক্রীড়াবিদদের দাবি, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর বড় বড় কোম্পানি মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও মানুষ হত্যা ও বাড়িঘর জ্বালিয়ে কুকি জঙ্গিরা মণিপুরের অখণ্ডতাকে চ্যালেঞ্জ করছে। রাজ্যে অবিলম্বে শান্তি ফেরানোর অনুরোধ করেছেন ক্রীড়াবিদরা। সেইসঙ্গে দ্রুত পরিস্থিতির উন্নতি না হলে সমস্ত পুরস্কার ও পদক ফিরিয়ে দেওয়া হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে পাঠানো চিঠিতে ক্রীড়াবিদরা লিখেছেন, হিংসার জেরে বন্ধ রয়েছে একাধিক জাতীয় সড়ক। তার জেরে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে। অবিলম্বে হিংসা থামিয়ে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে। নিরাপত্তাও হারাচ্ছে সাধারণ মানুষ। দ্রুত সমস্যার সমাধান না নিজেদের সমস্ত পদক ও পুরস্কার ফিরিয়ে দেবেন ক্রীড়াবিদরা। ইম্ফলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্সার সরিতা দেবী সাংবাদিকদের বলেন, 'আমরা যুদ্ধ করতে চাই না। আমরা শুধু মণিপুরে শান্তি ফিরে আসতে চাই। এই মুহূর্তে, এটা কুকি জঙ্গি এবং মেইতিদের মধ্যে লড়াই।' এরপরই অনিতা চানু জানান, 'যদি অমিত শাহ আমাদের মণিপুরের অখণ্ডতা রক্ষার বিষয়ে আশ্বাস না দেন, তাহলে আমরা ভারত সরকারকে আমাদের পুরস্কার ফিরিয়ে দেব।' এর পাশাপাশি তিনি বলেন, 'যদি আমাদের চাহিদা পূরণ না হয়, তাহলে কেউ ভবিষ্যতে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করব না। এছাড়া কোনো উদীয়মান প্রতিভাকেও আর প্রশিক্ষণ দেব না।'

আইপিএলে ব্যক্তিগত পুরস্কারের অর্ধেকই গিলের

পুরস্কার এল কলকাতাতেও

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনার ধাক্কা সামলে হোম–অ্যাওয়ে পদ্ধতিতে ফেরা, রিঙ্কু সিংয়ের শেষ পাঁচ বলে পাঁচ ছক্কা মেরে দলকে জেতানো, বিরাট কোহলির পরপর সেঞ্চুরিতে নিজেকে ফিরে পাওয়া, ফাফ ডু প্লেসির বুড়ো হাড়ের ভেলকি, ম্যাক্সওয়েলের ছক্কা, সুয়াশ শর্মার বোলিং, যশস্বী জয়সোয়াল–আকাশ মাধওয়ালদের উত্থান, শুভমন গিলের অবিশ্বাস্য ফর্ম, ফাইনালে বৃষ্টির দাপট শেষে টানটান উত্তেজনার ম্যাচ, কী ছিল না এবারের আইপিএলে! সেই আইপিএলে টাকার ঝনঝনানি তো থাকবেই। রোমাঞ্চকর ফাইনালে শেষ বলে গুজরাত টাইটান্সকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় চেন্নাই সুপারকিংস। ডাকওয়ার্থ লুইস নিয়মে ৫ উইকেটে জেতে চেন্নাই। তবে গুজরাতের হয়ে ফাইনালে ৪৭ বলে ৯৬ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলেন সাই সুদর্শন। ম্যাচ শেষে ফাইনালে একাধিক পুরস্কার ঢোকে সুদর্শনের ঝুলিতে। ফাইনাল ম্যাচের সেরা হন ডেভন কনওয়ে। পান ৫ লাখ টাকা পুরস্কার। প্রতিটি পুরস্কারের জন্য পেলেন ১ লাখ টাকা। ফাইনাল ম্যাচে সেরা ক্যাচের পুরস্কার পেলেন ধোনি। পান ১ লাখ টাকা। ম্যাচে ইলেকট্রিক স্ট্রাইকারের পুরস্কার জেতেন রাহানে। আইপিএলের চ্যাম্পিয়ন দল চেন্নাই সুপার কিংস পেল ২০ কোটি টাকা। ধোনির হাতে এই চেক তুলে দেন রজার বিনি ও জয় শাহ। রানার্স আপ হওয়ার জন্য গুজরাত টাইটান্স পায় ১২.৫০ কোটি টাকা। প্রত্যাশা মতোই শুভমন গিলের দখলে টুর্নামেন্টের পুরস্কারের অর্দ্ধেকটা গেছে। আইপিএল ফাইনাল শেষে ব্যক্তিগত সব পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। সেই তালিকায় মহম্মদ শামি, যশস্বী জয়সওয়ালরাও রয়েছেন। সেইসঙ্গে রয়েছে ইডেন গার্ডেন্সও। সর্বোচ্চ রান করে আইপিএলের অরেঞ্জ ক্যাপ পান শুভমন। এবারের প্রতিযোগিতায় ১৭ ম্যাচে ৮৯০ রান করেছেন তিনি। রান করেছেন ৫৯.৩৩ গ। ও ১৫৭.৮০ স্ট্রাইক রেটে। এর মধ্যে রয়েছে ৩টি সেঞ্চুরি এবং চারটি হাফ সেঞ্চুরি। আইপিএলের পার্পল ক্যাপ পেয়েছেন গুজরাতের পেসার মহম্মদ শামি। ইকোনোমি রেট ৮.০৩ করে। নতুন বলে দলকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ উইকেট এনে দিয়েছেন শামি। দেখে নেওয়া যাক, এবারের আইপিএলে কে কোন পুরস্কার পেল।

ডব্লুটিসি ফাইনালে সুবিধে পেতে পারে ভারত, আশঙ্কা স্টিভের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএলে ধুন্ধুমার লড়াই শেষ হলেও ভারতীয় ক্রিকেটারদের কাজ শেষ হয়নি। ছুটিও মেলেনি। জোর কদমে প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে টিম ইন্ডিয়ার। সামনেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। ওভালে ৭ জুন শুরু। তারই প্রস্তুতি চলছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা থেকে যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমারদের। অস্ট্রেলিয়া দলও নিজেদের প্রস্তুত করতে ব্যস্ত। গতবার ফাইনালে তীরে এসে তরী ডুবেছিল ভারতের। হারতে হয়েছিল নিউজিল্যান্ডের কাছে। এবার প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া। এবার আর ভুল চান না রোহিতরা। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ঘরে তোলাই লক্ষ্য টিম ইন্ডিয়ার এখন। অজি তারকা স্টিভ স্মিথ মনে করছেন এই ফাইনাল ভারতের অ্যাডভান্টেজ হতে পারে। একে ইংল্যান্ডে ভারতীয় দল সমর্থক বেশিই পাবেন। কারণ, ইংল্যান্ডে ভারতীয়র সংখ্যা প্রচুর। এছাড়া পিচও স্পিন সহায়ক হয়ে উঠতে পারে বলে ধারণা স্মিথের। ফলে ঘূর্ণি উইকেট হলে ভারত যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, তা কে না জানে!আইপিএলের আগেই ভারত সফরে গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। ঘরের মাঠেও বর্ডার–গাভাসকর ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়েছে ভারত। সিরিজের ফল হয়েছিল ভারতের পক্ষে ২–১। তবে দ্বিপাক্ষিক সিরিজের সঙ্গে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের যে আকাশ–পাতাল পার্থক্য তা পরিষ্কার। স্মিথ মনে করেন, ইংল্যান্ডেও খুব একটা ফারাক হবে না ভারতীয় পরিবেশের। স্মিথ বলেছেন, 'ওভালের পিচে কখনও কখনও বল ঘোরে, বিশেষ করে ম্যাচ যত এগোয়। তাই ভারতের মতো একই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারি ওভালে।' এরপর অবশ্য স্মিথ বলেন, 'ওভাল কিন্তু ক্রিকেট খেলার জন্য দারুণ জায়গা। বিদ্যুৎগতির আউটফিল্ড, বিশাল স্কোয়্যার অঞ্চল তাই ব্যাট করার জন্য সুন্দর জায়গা। একটা দুর্দান্ত ম্যাচ হতে চলেছে।' কন্ডিশনের পুরো সুবিধে নিতে ভারত তার তারকা স্পিনার রবীন্দ্র জাদেজা এবং রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে একাদশে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়া টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে স্মিথ বলেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ একটা দারুণ উদ্যোগ। এটা আমাদের প্রতিটি ম্যাচকে প্রাসঙ্গিক করে তোলে। শীর্ষে থাকা এবং ফাইনালে ভারতের মুখোমুখি হওয়া আমাদের জন্য খুবই রোমাঞ্চকর। আমি নিশ্চিত যে বিপুল সংখ্যক দর্শক সেখানে পৌঁছোবে। অবশ্যই ভারতের জন্যই সমর্থন বেশি থাকবে।' এদিকে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ঠিক হয়ে গেছে আম্পায়ারও। মাঠের দুই আম্পায়ার থাকবেন নিউজিল্যান্ডের ক্রিস গ্যাফানি ও ইংল্যান্ডের রিচার্ড ইলিংওয়র্থ। ৪৮ বছরের গ্যাফানি তাঁর ৪৯তম টেস্ট খেলাবেন এবং ইলিংওয়র্থের ৬৪তম টেস্ট হতে চলেছে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল।

আইপিএল শেষে উন্মাদনা ফিরছে ফুটবলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইপিএল শেষ, ফের ফুটবল উন্মাদনায় ফিরছে ভারত। ১ জুন থেকেই শুরু হয়ে গেছে ফুটবলের নতুন মরসুম। শেষ হবে ২০২৪ সালের ৩১ মে। এআইএফএফ জানিয়েছে, পুরুষ ও মহিলা ফুটবল উভযের জন্যই একই মরসুমের তারিখ প্রযোজ্য হবে। ভারতীয় ফুটবল ক্যালেন্ডারে রযেছে আইএসএল, আই লিগ, সন্তোষ ট্রফি, সিনিযর মহিলা জাতীয় ফুটবল চ্যাম্পিযন্‌শিপ, জুনিযর জাতীয় চ্যাম্পিযন্‌শিপ (বিভিন্ন বযসের বিভাগ জুড়ে পুরুষ ও মহিলা), যুব লিগ (বিভিন্ন বযস্‌ বিভাগ), স্টেট লিগ ও ভারতীয় মহিলা লিগ। সাধারণত জাতীয় চ্যাম্পিযন্‌শিপ ও জুনিযর টুর্নামেন্টগুলো দিয়েই শুরু হয় মরসুম। সেরা টুর্নামেন্টগুলোর জন্য এখনও চূড়ান্ত হয়নি কোনও দিন তারিখ। তবে সেরা টুর্নামেন্টগুলোর মধ্যে ডুরান্ড কাপ দিয়েই চলতি মরসুমের সূচনা হতে পারে। অক্টোবর মাসেই শুরু হতে পারে দেশের সেরা লিগ আইএসএল। এরপর চলবে আই লিগ। খুব বড় বদল না হলে সুপার কাপ দিয়েই শেষ হতে পারে মরসুম। সারা দেশের পেশাদার ক্লাবগুলি তাদের খেলোযাড়দের দুটি উইন্ডোতে নিজেদের দলে নিতে পারবে। নতুন মরসুমের প্রথম ট্রান্সফার উইন্ডো খুলছে আগামী ৯ জুন থেকে আর শেষ হবে ৩১ আগস্টে। ফলে এই সময়ের মধ্যেই সই পর্ব মিটিয়ে ফেলতে হবে দল গুলিকে। ৩১ আগস্টের পর নতুন ফুটবলারদের সই করাতে পারবে না আই লিগ বা আইএসএলের দলগুলি। জানুয়ারি মাসের শুরুতে খুলবে দ্বিতীয় দফার ট্রান্সফার উইন্ডো। ২০২৪ সালের ১ থেকে ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত দ্বিতীয় দফার দল বদলের সময়সীমা রাখা হয়েছে। রেজিস্ট্রেশনের দুটি উইন্ডো নারী–পুরুষ উভয় ফুটবলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। অন্যদিকে অপেশাদার পুরুষ ও মহিলা ফুটবলারদের জন্য রেজিস্ট্রেশন পিরিয়ড শুরু হবে ২০২৩ সালের ১ জুন এবং শেষ হবে ২০২৪ সালের ৩১ মে। অন্যদিকে ভারতীয় দল এখন জোর প্রস্তুতি নিচ্ছে ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপের। ভুবনেশ্বরে আয়োজিত হতে চলেছে চারদেশীয় এই প্রতিযোগিতা। ভারত খেলবে মঙ্গোলিয়া, ভানুয়াতু ও লেবাননের বিরুদ্ধে। ৯ জুন ভারতের প্রথম ম্যাচ।

চন্দননগরে অনূর্দ্ধ ১৬ ন্যাশনাল ভলিবলে বাংলার মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪৫তম অনূর্দ্ধ ন্যাশনাল ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় চন্দননগর স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় চন্দননগর শহিদ কানাইলাল ক্রীড়াঙ্গনে (কুঠীরমাঠ) বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ছেলেদের বিভাগে ২৮টি এবং মেয়েদের বিভাগে ২১টি রাজ্য দল অংশগ্রহণ করে। ফাইনালে বাংলার মেয়েদের সঙ্গে মুখোমুখি হয় মহারাষ্ট্রের মেয়েরা। খেলায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বাংলার মেয়েরা যথাক্রমে ২৫–১৩, ২৮–২৬ ও ২৫–১৮ গেমে তিনটি সেট ছিনিয়ে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়। বিশেষ করে বাংলা দলের দেবাঙ্গনা দাসের স্ম্যাশের কাছে হার স্বীকার করে মহারাষ্ট্র। বারাকপুরের দশম শ্রেণির ছাত্রী দেবাঙ্গনা দাস সেরা খেলোয়াড় হিসাবে নির্বাচিত হয়। গ্যালারিতে প্রচুর দর্শক ঢোল, কাঁসার ঘণ্টা, বিউগিল বাঁশি বাজিয়ে মাতিয়ে রেখে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করে। সংগঠনের সম্পাদক বামাপদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, এই প্রথম চন্দননগরের বুকে এই ধরনের ন্যাশনাল ভলিবল অনুষ্ঠিত হল। প্রতিদিন দিন–রাতের খেলায় ১৬২টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। বাইরের রাজ্য দলগুলির থাকার ও যাতায়াতের সুব্যবস্থা ছিল। শুরু হয়েছিল ২৭ মে বর্ণাঢ্য পদযাত্রার মাধ্যমে। অন্যদিকে, ছেলেদের ফাইনালে উত্তর প্রদেশ সহজেই দিল্লিকে ২৫–১৫, ২৫–২১ ও ২৫–১৭ গেমে পরাজিত করে। ছেলেদের খেলায় হরিয়ানা তৃতীয় ও উত্তরাখণ্ড চতুর্থ স্থান পায়। ফাইনাল খেলায় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় বিধায়ক তথা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের এবং পর্যটনমন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন, চন্দননগর পুরনিগমের মেয়র রাম চক্রবর্তী, ডেপুটি মেয়র মুন্না আগরওয়াল, সুপ্রিম নলেজ ফাউন্ডেশনের কর্ণধার বিজয় গুহমল্লিক, পুরকমিশনার স্বপন কুণ্ডু প্রমুখরা। রাতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় জোড়া পদক ক্যানিংয়ের প্রিয়াংশু দাসের

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : আন্তর্জাতিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় দুটি ইভেন্টে সোনা ও ব্রোঞ্জ পেল ক্যানিংয়ের প্রিয়াংশু দাস। নেপালের রাজধানী কাঠমান্ডুর ফুটসাল কোর্ট এ ২৪–২৬ মে আয়োজিত হয় 'দক্ষিণ এশিয়া মারদানি স্পোর্টস চ্যাম্পিয়ানশীপ ২০২৩। প্রথম বর্ষে আয়োজিত এই আন্তর্জাতিক টুর্ণামেন্টে ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান, থাইল্যান্ড, মায়নমার, ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রায় ১০০০ প্রতিযোগি বিভিন্ন ইভেন্টে অংশগ্রহণ করে। প্রথম বর্ষের এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় 'স্টিক রোটেশান' এ প্রথম স্থান অধিকার করে সোনার পদক জয় করে

ক্যানিংয়ের প্রিয়াংশু দাস।পাশাপাশি 'ঢাল তলোয়ার' এ তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক পায় সে। প্রথম বর্ষের এই আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বিশিষ্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মারদানি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক মারিয়া চক্রবর্তী, ভুটানের মারদানি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ফুরহা দর্জি, মারদানি স্পোর্টস ফেডারেশান (ভারত) সভাপতি দিলীপ কুমার সিং,নেপাল মারদানি স্পোর্টস ফাউন্ডেশান এর সভাপতি পদম কুমার হুমাগল, সম্পাদক রাজেন্দ্র মন্ডল,শৈলেন্দ্র ভাট,দক্ষিণ এশিয়ার মানদার জি পানভালকার সহ অন্যান্যরা। আন্তর্জাতিক স্তরে ছেলে সোনা পেয়েছে জানতে পেরে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন প্রিয়াশু'র বাবা দীপঙ্কর দাস ও মা বনশ্রী দাস।

অন্যদিকে ঘরের ছেলের এমন অভাবনীয় সাফল্যে আনন্দিত ক্যানিংয়ের বিধায়ক পরেশরাম দাস। তিনি জানিয়েছেন 'আন্তর্জাতিক স্তরে ক্যানিং তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছে প্রিয়াংশু। নেপাল থেকে প্রিয়াংশু ফিরলে তাকে স্বাগত জানানো হবে।'

কলকাতা লিগের আকর্ষণ বাড়াতে উদ্যোগ আইএফএ'র

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ প্রিমিয়ার এ আর প্রিমিয়ার বি দুটো ডিভিশনের ক্লাব এ বার থেকে খেলবে একসঙ্গে। মোট ২৬টা ক্লাব খেলবে একসঙ্গে। নাম হবে সুপার প্রিমিয়ার ডিভিশন। একেকটা ক্লাব খেলবে ২৫টি করে ম্যাচ। প্রিমিয়ারের এই ২৬ টি দলকে দুটি গ্রুপে ভাগ করা হবে। একটি গ্রুপে মোহনবাগান ও অপর গ্রুপে ইস্টবেঙ্গল থাকবে। পাশাপাশি গত বছরের চ্যাম্পিয়ন মহমেডান ও রানার্স দল ভবানীপুরকেও আলাদা গ্রুপে রাখা হবে। বাকি ২২ টি দলকে নিয়ে লটারি করে গ্রুপ ঠিক হবে। দুটি গ্রুপ থেকে উপরের ৩ টি করে দল নিয়ে (মোট ৬ টি দল)। চ্যাম্পিয়নশিপের জন্য সুপার সিক্সের লড়াই হবে। আর নিচের ৬ টি দল নিয়ে হবে অবনমনের লড়াই।

আইএফএ কর্তারা বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেন। এর অর্থ সাংসদ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের দল ডায়মন্ডহারবার এফসি খেলবে ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান ও মহমেডানের মত ৩ প্রধানের সঙ্গে। আইএফএ অন্দরে গুঞ্জন অভিষেকের দলকে সুবিধা পাইয়ে দিতেই কী এই নিয়ম। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানান, এমন কোনো ব্যাপার নেই। বাজে কথা। সবই ফুটবলের স্বার্থে। আইএফএ কর্তা কর্তারা বৈঠকে বসে এই সিদ্ধান্ত নেন। সম্ভবত ২৫ থেকে শুরু হবে প্রিমিয়র। আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত জানালেন, এরফলে আরও নতুন প্রতিভা উঠে আসবে এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই নিয়মের ফলে লিগ আরও জমজমাট হবে।' তিনি আরও জানান, এই বছর প্রিমিয়ার ডিভিশন থেকে ৪টি দলের অবনমন হবে। আর প্রথম ডিভিশন থেকে প্রিমিয়ারে উঠবে ২টি দল। অর্থাৎ আগামী মরসুম (২০২৪) থেকে প্রিমিয়ার ডিভিশনের দলের সংখ্যা হবে ২৪ টি। যদিও লিগে বিদেশি খেলানোর বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। কলকাতার ৩ প্রধানের মাঠ ছাড়াও রবীন্দ্র সরোবর এবং কিশোর ভারতীতে হবে খেলা। এছাড়া জেলার নৈহাটি, ক্যানিং, দমদমের অমল দত্ত স্টেডিয়ামে হবে কলকাতা লিগের ম্যাচ। ডার্বি হলে তবেই যুবভারতী ব্যবহার করার পরিকল্পনা আইএফএ কর্তাদের। যদিও মোহনবাগান ডার্বিতে ইয়ুথ ফুটবলের দল খেলাবে। ইস্টবেঙ্গল কী সিদ্ধান্ত নেয় সেদিকে নজর। গতবারের চ্যাম্পিয়ন মহামেডান স্পোর্টিং ইনভেস্ট সমস্যায় জর্জরিত তারা কতটা ভালো দল করতে পারে সেদিকেও নজর থাকবে ফুটব ভক্তদের।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই-মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com